(১)

(আমেরিকা-যাত্রার কিছু পূর্ব্বে জনৈক শোকার্ত্ত মাদ্রাজী শিষ্যকে লিখিত)

ইংরাজীর অনুবাদ

১৮৯৩

প্রিয় বা—

'আমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হই উলঙ্গ অবস্থায়, ইহলোক হইতে বিদায় হইবার সময় যাইও উলঙ্গ অবস্থায়, প্রভুর নাম ধন্য হউক'—যখন সেই প্রাচীন য়াহুদী-বংশসম্ভূত মহাত্মা, মনুষ্যের অদৃষ্টচক্রে যতদূর দুঃখ-কষ্ট আসিতে পারে, তাহার চূড়ান্ত ভোগ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মুখ দিয়া উপরোক্ত বাণী নির্গত হইয়াছিল, আর তিনি মিথ্যা বলেন নাই। তাঁহার এই বাণীর মধ্যেই জীবনের গূঢ় রহস্য নিহিত। সমুদ্রের উপরিভাগে উত্তালতরঙ্গমালা নৃত্য করিতে পারে, প্রবল ঝটিকা

গর্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু উহার গভীরতম প্রদেশে অনন্ত স্থিরতা, অনন্ত শান্তি, অনন্ত আনন্দ বিরাজমান। 'শোকার্ত্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে,' কারণ, ঐ মহাবিপদের দিনে, যখন মাতাপিতার কাতর ক্রন্দনে উদাসীন-করাল-কালের পেষণে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে, যখন দুঃখ ও নিরাশার গভীর-ভারে পৃথিবী অন্ধকারময় বোধ হয়, তখনই আমাদের অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত হয়। যখন দুঃখ বিপদ নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে চারিদিক্ একেবারে আচ্ছন্ন বোধ হয়, তখনই যেন সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্য হইতে হঠাৎ জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে, স্বপ্ন যেন ভাঙ্গিয়া যায়, আর তখন আমরা প্রকৃতির মহান্ রহস্য সেই অনন্ত সত্তাকে দিব্যচক্ষে দেখিতে থাকি।

যখন জীবনভার এত দুর্ব্বহ হয় যে, তাহাতে অনেক ক্ষুদ্রকায় তরী ডুবাইয়া দিতে পারে, তখনই প্রতিভাবান্ বীরহৃদয় ব্যক্তি সেই অনন্ত পূর্ণ নিত্যানন্দময় সত্তামাত্র-স্বরূপকে দেখে, যে অনন্ত পুরুষ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে অভিহিত ও পূজিত। তখনই যে শৃঙ্খল তাহাকে এই দুঃখময় কারায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল তাহা যেন ক্ষণকালের জন্য ভাঙ্গিয়া যায়। তখন সেই বন্ধনমুক্ত আত্মা ক্রমাগত উচ্চ হইতে উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিয়া শেষে সেই প্রভুর সিংহাসনের সমীপবর্ত্তী হয়,

'যেখানে অত্যাচারীর উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয় না, যেখানে পরিশ্রান্ত ব্যক্তি বিশ্রাম লাভ করে।'

ভ্রাতঃ! দিবারাত্র তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে ভুলিও না; দিবারাত্র বলিতে ভুলিও না, 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।'

'কেন—প্রশ্নে আমাদের নাহি অধিকার।
কাজ কর, ক'রে মর—এই হয় সার॥'

হে প্রভো! তোমার নাম—তোমার পবিত্র নাম ধন্য হউক এবং তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

হে প্রভো! আমরা জানি যে, আমাদিগকে তোমার ইচ্ছার অধীনে চলিতে হইবে—জানি প্রভো, জননীর হস্ত আমাদিগকে প্রহার করিতেছে, কিন্তু 'অন্তরাত্মা ইচ্ছুক বটে, হৃদয় যে দুর্ব্বল।'

হে প্রেমময় পিতঃ! তুমি তোমার উপর নির্ভর করিয়া সব ভাবনা ভুলিতে শিক্ষা দিতেছ, কিন্তু হৃদয়ের জ্বালায় তাহা করিতে দিতেছে না।

হে প্রভো! তুমি তোমার চক্ষের সমক্ষে তোমার সব আত্মীয়-স্বজনকে মরিতে দেখিয়াছিলে এবং শান্তচিত্তে বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়াছিলে; তুমি আমাদিগকে বল দাও। এসো প্রভো, এস হে আচার্য্য-চূড়ামণি! তুমি আমাদিগকে শিখাইয়াছ, সৈনিককে

কেবল আজ্ঞা পালন করিতে হইবে, তাহার কথা কহিবার অধিকার নাই। এস প্রভো, এস হে পার্থসারথি! অর্জ্জুনকে তুমি একসময়ে শিখাইয়াছিলে, তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। যেন প্রাচীনকালের মহাপুরুষগণের সহিত আমিও দৃঢ়তা ও নির্ভরের সহিত বলিতে পারি 'ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু'। প্রভু আপনার হৃদয়ে শান্তি দিন, ইহাই দিবারাত্র সচ্চিদানন্দের * প্রার্থনা।

(২)

(আমেরিকা-যাত্রার পূর্ব্বে জনৈকা বাঙ্গালী শিষ্যাকে লিখিত)

বম্বে, ২৪ মে, ১৮৯৩

কল্যাণীয়াসু,

মা, তোমার ও হরিপদ বাবাজীর পত্র পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। সর্ব্বদা পত্র লিখিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত হইও না। সর্ব্বদা শ্রীহরির নিকট তোমাদের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি। বেলগাঁওয়ে এক্ষণে

* আমেরিকা-যাত্রার কিছু পূর্ব্ব হইতে আমেরিকা-যাত্রা পর্য্যন্ত স্বামিজী নিজেকে এই নামে পরিচিত করিতেন।

যাইতে পারি না, কারণ ৩১ তারিখে এখান হইতে আমেরিকায় রওনা হইবার সকল বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। আমেরিকা ও ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া প্রভুর ইচ্ছায় পুনরায় তোমাদের দর্শন করিব। সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিবে। সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে, প্রভুর হস্তে আমরা পুত্তলিকামাত্র। সর্ব্বদা পবিত্র থাকিবে। কায়মনোবাক্যেও যেন অপবিত্র না হও এবং সদা যথাসাধ্য পরোপকার করিতে চেষ্টা করিবে। মনে রাখিও, কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করা স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম। নিত্য যথাশক্তি গীতাপাঠ করিও। তুমি * * 'দাসী' কেন লিখিয়াছ? ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় 'দেব' ও 'দেবী' লিখিবে, বৈশ্য ও শূদ্রেরা 'দাস' ও 'দাসী' লিখিবে। অপিচ জাতি ইত্যাদি আধুনিক ব্রাহ্মণ মহাত্মারা করিয়াছেন। কে কাহার দাস? সকলেই হরির দাস, অতএব আপনাপন গোত্রনাম অর্থাৎ পতির নামের শেষভাগ বলা উচিত, এই প্রাচীন বৈদিক প্রথা যথা—অমুক মিত্র ইত্যাদি। আর কি লিখিব মা, সর্ব্বদা জানিবে যে, আমি নিরন্তর তোমাদের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি। * * আমেরিকা হইতে সেখানকার আশ্চর্য্যবিবরণপূর্ণ পত্র আমি মধ্যে মধ্যে তোমায় লিখিব। এক্ষণে আমি বম্বেতে আছি। ৩১ তারিখ পর্য্যন্ত থাকিব। খেতড়ি মহারাজার প্রাইভেট

সেক্রেটারি আমায় জাহাজে তুলিয়া দিতে আসিয়াছেন। কিমধিকমিতি।

আশীর্ব্বাদক—সচ্চিদানন্দ

---

(৩)

(আমেরিকার পথে—ইংরাজীর অনুবাদ)

ওরিয়েণ্টাল হোটেল, রেষ্টুর‍্যা ফাঙ্কেই,

ইয়োকোহামা

১০ই জুলাই, ১৮৯৩

প্রিয় আ—, বা, জি—জি ও অন্যান্য মাদ্রাজী বন্ধুগণ,—

আমার গতিবিধি সম্বন্ধে তোমাদের সর্ব্বদা খবর দেওয়া আমার উচিত ছিল, আমি তাহা করি নাই, তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবে। এরূপ দীর্ঘ ভ্রমণে প্রত্যহই বিশেষ ব্যস্ত হইয়া থাকিতে হয়। বিশেষতঃ আমার ত কখন নানা জিনিষপত্র সঙ্গে লইয়া ঘোরা অভ্যাস ছিল না। এখন এই সব যাহা সঙ্গে লইতে হইয়াছে, তাহার তত্ত্বাবধানেই আমার সব শক্তি ব্যয় হইতেছে। বাস্তবিক, এ এক বিষম ঝঞ্ঝাট!

বোম্বাই ছাড়িয়া এক সপ্তাহের মধ্যে কলম্বো পৌঁছিলাম। জাহাজ প্রায় সারাদিন বন্দরে রহিল। এই

সুযোগে আমি নামিয়া সহর দেখিতে গেলাম। গাড়ী করিয়া কলম্বোর রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম। সেখানকার মধ্যে কেবল বুদ্ধ-ভগবানের মন্দিরটির কথা আমার স্মরণ আছে ; তথায় বুদ্ধদেবের এক বৃহৎ পরিনির্ব্বাণ-মূর্ত্তি শয়ান অবস্থায় অবস্থিত আছে। আমি মন্দিরের পুরোহিতগণের সহিত আলাপ করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাঁহারা সিংহলী ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানেন না বলিয়া আমাকে আলাপের চেষ্টা ত্যাগ করিতে হইল। এখান হইতে প্রায় ৮০ মাইল দূরে সিংহলের মধ্যে অবস্থিত কাণ্ডি সহর সিংহলী বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্র, কিন্তু আমার তথায় যাইবার সময় ছিল না। এখানকার গৃহস্থ বৌদ্ধগণ, কি পুরুষ কি স্ত্রী, সকলেই মৎস্যমাংস-ভোজী, কেবল পুরোহিতগণ নিরামিষাশী। সিংহলীদের পরিচ্ছদ ও চেহারা তোমাদের মাদ্রাজীদেরই মত। তাহাদের ভাষা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না ; তবে উচ্চারণ শুনিয়া বোধ হয়, উহা তোমাদের তামিলের অনুরূপ।

পরে জাহাজ পিনাঙে লাগিল ; উহা মালয় উপদ্বীপে সমুদ্রের উপরে একটি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড মাত্র। উহা খুব ক্ষুদ্র সহর বটে, কিন্তু অন্যান্য সুনির্ম্মিত নগরীর ন্যায় খুব পরিষ্কার-ঝরিষ্কার। মালয়বাসিগণ সবই মুসলমান। প্রাচীনকালে ইহারা সওদাগরি জাহাজ সমূহের বিশেষ

ভীতির কারণ—বিখ্যাত জলদস্যু ছিল। কিন্তু এখানকার বুরুজযুক্ত যুদ্ধপোতের কুম্ভীরানুকারী কামানের চোটে মালয়বাসিগণকে অপেক্ষাকৃত কম হাঙ্গামার কাজ করিতে বাধ্য করিয়াছে।

পিনাং হইতে সিঙ্গাপুর চলিলাম। পথে দূর হইতে উচ্চশৈল-সমন্বিত সুমাত্রা দেখিতে পাইলাম; আর কাপ্তেন আমাকে প্রাচীনকালে জলদস্যুগণের কয়েকটি আড্ডা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। সিঙ্গাপুর-প্রণালী উপনিবেশের রাজধানী। এখানে একটি সুন্দর উদ্ভিদুদ্যান আছে, তথায় অনেক জাতীয় ভাল ভাল 'পাম' (Palm) সংগৃহীত আছে। 'ভ্রমণ-কারীর পাম' নামক সুন্দর তালবৃন্তবৎ পাম এখানে অপর্য্যাপ্ত জন্মায়, আর 'রুটিফল' (bread fruit) বৃক্ষ ত এখানে সর্ব্বত্র। মাদ্রাজে যেমন আম অপর্য্যাপ্ত, বিখ্যাত ম্যাঙ্গোষ্টিনও এখানে তদ্রূপ অপর্য্যাপ্ত, তবে আমের সঙ্গে আর কিসের তুলনা হইতে পারে? এখানকার লোকে মাদ্রাজী লোকের অর্দ্ধেক কালও হবে না; যদিও এস্থান মাদ্রাজ অপেক্ষা বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী। এখানে একটি সুন্দর যাদুঘরও (Museum) আছে। এখানে পানদোষ ও লাম্পট্য অপর্য্যাপ্ত মাত্রায় বিরাজমান, ইহাই এখানকার ইউরোপীয়

ঔপনিবেশিকগণের যেন প্রথম কর্ত্তব্য। আর প্রত্যেক বন্দরেই জাহাজের প্রায় অর্দ্ধেক লোক নামিয়া এইরূপ স্থানের অন্বেষণ করে, যেখানে সুরা ও সঙ্গীতের প্রভাবে নরক রাজত্ব করে। থাক্ সে কথা।

তার পর হংকং। যদিও সিঙ্গাপুর মালয় উপদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী, তথাপি ঐ স্থানে আসিলে যেন মনে হয়, চীনে আসিয়াছি। চীনের ভাব এখান হইতেই এত অধিক। সকল কার্য্য সকল ব্যবসা-বাণিজ্য বোধ হয় তাহাদেরই হাতে, আর হংকংই আসল চীন, যাই জাহাজ কিনারায় নঙ্গর করে, অমনি শত শত চীনা-নৌকা আসিয়া ডাঙ্গায় লইয়া যাইবার জন্য তোমায় ঘিরিয়া ফেলিবে। এই নৌকাগুলি একটু নূতন রকমের—প্রত্যেকটিতে ২টি করিয়া হাল। মাঝিরা সপরিবারে নৌকায় বাস করে। প্রায়ই দেখা যায়, মাঝির স্ত্রীই হালে বসিয়া থাকে, একটি হাল দুই হাত দিয়া ও অপর হাল এক পা দিয়া চালায়। আর অনেক সময় দেখা যায়, তাহার একটি কচি ছেলে পিঠে এক প্রকার নূতন রকমের থলিতে বাঁধা থাকে, যাহাতে সে হাত-পা অনায়াসে খেলাইতে পারে। এ এক দেখ্‌তে বড় মজা! এদিকে চীনা-খোকা মায়ের পিঠে বেশ শান্তভাবে নড়্‌ছে চড়্‌ছে; ওদিকে মা কখন তাঁর যত শক্তি সব প্রয়োগ ক'রে নৌকা চালা-

চ্ছেন, কখন ভারি ভারি বোঝা ঠেলছেন অথবা অত্যদ্ভুত তৎপরতার সহিত এক নৌকা থেকে অপর নৌকায় লাফিয়ে যাচ্ছেন। আর এত নৌকা ও ষ্টিম-লঞ্চের ভিড় —ক্রমাগত আস্‌ছে যাচ্ছে। প্রতিমুহূর্ত্তে চীনে-খোকার টিকি-সমেত ছোট মাথাটি একেবারে গুঁড়ো হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। খোকার কিন্তু সে দিকে খেয়ালই নাই। তার পক্ষে এই মহাব্যস্ত কর্ম্মজীবনের কোন আকর্ষণ নাই। তার পাগলের মত ব্যস্ত মা মাঝে মাঝে তাকে দু এক খানা পিঠে দিচ্ছেন, সে ততক্ষণ তার আলোচনা করেই সন্তুষ্ট।

চীনে-খোকা একটি রীতিমত দার্শনিক। যখন ভারতীয় শিশু হামাগুড়ি দিতেও অক্ষম, এমন বয়সে সে স্থিরভাবে কার্য্য করিতে যায়। সে বিশেষরূপেই অভাবের দর্শন শিখিয়াছে। চীন ও ভারতবাসী যে সভ্যতাসোপানে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, দরিদ্রের অতি-দারিদ্র্যই তাহার এক কারণ। সাধারণ হিন্দু বা চীনাবাসীর পক্ষে তাহার প্রাত্যহিক অভাবই এত ভয়ানক যে, তাহাকে আর কিছু ভাবিবার অবসর দেয় না।

হংকং অতি সুন্দর সহর। উহা পাহাড়ের ঢালুর উপর নির্ম্মিত; পাহাড়ের উপরেও অনেক বড়লোক

বাস করে ; উহা সহর অপেক্ষা অনেক ঠাণ্ডা। পাহাড়ের উপরে প্রায় খাড়াভাবে ট্রাম গিয়াছে। উহা তারের দড়ির সংযোগে বাষ্পীয় বলে উপরে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

আমরা হংকঙে তিন দিন রহিলাম। তথা হইতে ক্যান্টন দেখিতে গিয়াছিলাম, হংকং হইতে একটি নদীর উৎপত্তিস্থানের দিকে ৮০ মাইল যাইলে ক্যান্টনে যাওয়া যায়। নদীটি এত চওড়া যে, খুব বড় বড় জাহাজ পর্য্যন্ত যাইতে পারে। অনেকগুলি চীনা জাহাজ হংকং ও ক্যান্টনের মধ্যে যাতায়াত করে। আমরা বৈকালে একখানি জাহাজে চড়িয়া পরদিন প্রাতে ক্যান্টনে পৌঁছিলাম। কি হৈ চৈ! কি জীবনের চিহ্ন! নৌকার ভিড়ই বা কি! জল যেন ছেয়ে ফেলে দিয়েছে! এ শুধু মাল ও যাত্রী নিয়ে যাবার নৌকা নয়—হাজার হাজার নৌকা রয়েছে—গৃহের মত বাসোপযোগী। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি অতি সুন্দর, অতি বৃহৎ। বাস্তবিক সেগুলি দুতলা তেতলা বাড়ীস্বরূপ—চারিদিকে বারাণ্ডা রয়েছে—মধ্যে দিয়ে রাস্তা গেছে, কিন্তু সব জলে ভাস্‌ছে!!

আমরা যেখানে নাবিলাম, সেই জায়গাটুকু চীন গবর্ণমেণ্ট বৈদেশিকদিগকে বাস করিবার জন্য দিয়াছেন। আমাদের চতুর্দ্দিকে, নদীর উভয় পার্শ্বে অনেক মাইল

ব্যাপিয়া এই বৃহৎ সহর অবস্থিত—এখানে অগণ্য মনুষ্য বাস করিতেছে, জীবন-সংগ্রামে একজন আর একজনকে ঠেলিয়া ফেলিয়া চলিয়াছে—প্রাণপণে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার চেষ্টা করিতেছে। মহা কলরব—মহা ব্যস্ততা! কিন্তু এখানকার অধিবাসিসংখ্যা যতই হউক, এখানকার কর্ম্মপ্রবণতা যতই হউক, আমি ইহার মত ময়লা সহর দেখি নাই। তবে ভারতবর্ষের কোন সহরকে যে হিসাবে আবর্জ্জনাপূর্ণ বলে, সে হিসাবে বলিতেছি না—চীনেরা ত এতটুকু ময়লা পর্য্যন্ত বৃথা নষ্ট হইতে দেয় না—সে হিসাবে নয়, চীনেদের গা থেকে যে বিষম দুর্গন্ধ বেরোয়, তার কথাই আমি বল্‌ছি—তারা যেন ব্রত নিয়েছে, কখন স্নান কর্‌বে না। প্রত্যেক বাড়ীখানি এক একখানি দোকান,—লোকেরা উপরতলায় বাস করে। রাস্তাগুলি এত সরু যে, রাস্তা দিয়ে চল্‌তে গেলেই দুধারের দোকান যেন গায়ে লাগে। দশ পা চল্‌তে না চল্‌তে মাংসের দোকান দেখ্‌তে পাবে; এমন দোকানও আছে, যেখানে কুকুর-বিড়ালের মাংস বিক্রয় হয়। অবশ্য খুব গরীবেরাই কুকুর-বিড়াল খায়!

আর্য্যাবর্ত্তনিবাসিনী হিন্দু মহিলাদের যেমন পর্দ্দা আছে, তাদের যেমন কেউ কখন দেখ্‌তে পায় না, চীন মহিলাদেরও তদ্রূপ। অবশ্য শ্রমজীবী স্ত্রীলোকেরা

লোকের সাম্‌নে বেরোয়। ইহাদের মধ্যেও দেখা যায়, এক একটি স্ত্রীলোকের পা তোমাদের ছোট ছেলের পায়ের চেয়ে ছোট; তারা হেঁটে বেড়াচ্ছে ঠিক বলা যায় না; খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে থপ্‌ থপ্‌ ক'রে চলেছে।

আমি কতকগুলি চীন মন্দির দেখিতে গেলাম। ক্যাণ্টনের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দিরটি আছে, তাহা প্রথম বৌদ্ধ সম্রাট এবং সর্ব্বপ্রথম ৫০০ জন বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বিগণের স্মরণার্থ উৎসর্গীকৃত। অবশ্য স্বয়ং বুদ্ধদেব প্রধান মূর্ত্তি; তাঁহার নীচেই সম্রাট বসিয়াছেন—আর দুধারে শিষ্যগণের মূর্ত্তি—সব মূর্ত্তিগুলিই কাষ্ঠ হইতে সুন্দররূপে ক্ষোদিত।

ক্যাণ্টন হইতে আমি হংকঙে ফিরিলাম। তথা হইতে জাপানে গেলাম।

নাগাসাকি বন্দরে প্রথমেই কিছুক্ষণের জন্য আমাদের জাহাজ লাগ্‌লো। আমরা কয়েক ঘণ্টার জন্য জাহাজ হইতে নামিয়া সহরের মধ্যে গাড়ী করিয়া বেড়াইলাম। চীনের সহিত কি প্রভেদ! পৃথিবীর মধ্যে যত পরিষ্কার জাত আছে, জাপানীরা তাহাদের অন্যতম। ইহাদের সবই কেমন পরিষ্কার! রাস্তাগুলি সব চওড়া সিধা ও বরাবর সমানভাবে বাঁধানো।

ইহাদের খাঁচার মত ছোট ছোট দিব্যি বাড়ীগুলি,

প্রায় প্রতি সহর ও পল্লীর পশ্চাতে অবস্থিত দেবদারু বৃক্ষে ঢাকা চিরহরিৎ ছোট ছোট পাহাড়গুলি, বেঁটে সুন্দরকায় অদ্ভুতবেশধারী জাপ্‌গণ—তাদের প্রত্যেক চালচলন ভাবভঙ্গী সবই সুন্দর। জাপান 'সৌন্দর্য্য-ভূমি'। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর পশ্চাতেই এক একখানি বাগান আছে—উহা জাপানী ফ্যাশানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্ম-তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড, ছোট ছোট কৃত্রিম জলপ্রণালী এবং পাথরের সাঁকো দ্বারা উত্তমরূপে সজ্জিত।

নাগাসাকি হইতে কোবিতে গেলাম।

কোবি গিয়া জাহাজ ছেড়ে দিলাম, স্থলপথে ইয়োকোহামায় আসিলাম—জাপানের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশসমূহ দেখিবার জন্য। আমি জাপানের মধ্য-প্রদেশে তিনটি বড় বড় সহর দেখিয়াছি। ওসাকা—এখানে নানা শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়; কিয়োটো—প্রাচীন রাজধানী; টোকিয়ো—বর্ত্তমান রাজধানী; টোকিয়ো কলিকাতার প্রায় দ্বিগুণ হইবে। লোকসংখ্যা প্রায় কলিকাতার দ্বিগুণ।

বৈদেশিককে ছাড়পত্র ব্যতিরেকে জাপানের ভিতরে ভ্রমণ করিতে দেয় না।

দেখিয়া বোধ হয়, জাপানীরা বর্ত্তমান কালে কি প্রয়োজন তাহা বুঝিয়াছে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হইয়াছে। উহাদের সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত

স্থলসৈন্য আছে। উহাদের যে কামান আছে, তাহা উহাদেরই একজন কর্ম্মচারী আবিষ্কার করিয়াছেন। সকলেই বলে, উহা কোন জাতির কামানের চেয়ে কম নয়। আর তারা তাদের নৌবলও ক্রমাগত বৃদ্ধি কচ্ছে। আমি একজন জাপানী স্থপতি-নির্ম্মিত প্রায় এক মাইল লম্বা একটি সুড়ঙ্গ (tunnel) দেখিয়াছি।

ইহাদের দিয়াশলাইএর কারখানা এক দেখ্‌বার জিনিষ। ইহাদের যেকোন জিনিষের অভাব, তাই নিজের দেশে কর্‌বার চেষ্টা কচ্ছে। জাপানীদের নিজেদের একটি ষ্টিমার লাইন আছে—চীন ও জাপানের মধ্যে ইহাদের জাহাজ যাতায়াত করে। আর ইহারা শীঘ্রই বোম্বাই ও ইয়োকোহামার মধ্যে জাহাজ চালাইবে, মতলব করিতেছে।

আমি ইহাদের অনেকগুলি মন্দির দেখিলাম। প্রত্যেক মন্দিরে কতকগুলি সংস্কৃত মন্ত্র প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা আছে, কিন্তু মন্দিরের পুরোহিতগণের অল্প সংখ্যক মাত্রই সংস্কৃত বুঝে। কিন্তু ইহারা বেশ বুদ্ধিমান্। বর্ত্তমানকালে সর্ব্বত্রই যে একটা উন্নতির জন্য প্রবল তৃষ্ণা দেখা যায়, তা পুরোহিতদের মধ্যেও প্রবেশ করেছে। জাপানীদের সম্বন্ধে আমার মনে কত কথা উদয় হচ্ছে, তা একটা সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্যে প্রকাশ করে বল্‌তে

পারি না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, আমাদের দেশের যুবকেরা দলে দলে প্রতি বৎসর চীন ও জাপানে যাক্। জাপানে যাওয়া আবার বিশেষ দরকার; জাপানীদের কাছে ভারত এখনও সর্ব্বপ্রকার উচ্চ ও মহৎ পদার্থের স্বপ্নরাজ্যস্বরূপ।

আর তোমরা কি কচ্ছো? সারা-জীবন কেবল বাজে বক্ছো। এস, এদের দেখে যাও, তারপর—যাও গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে। তোমরা দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাত যায়!! এই হাজার বছরের ক্রমবর্দ্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে শক্তিক্ষয় করছ! পৌরোহিত্যরূপ আহাম্মকির গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছ!! শত শত যুগের অবিচ্ছেদ সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—তোমরা কি বল দেখি? আর তোমরা এখন করছই বা কি? আহাম্মক, তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পাইচারি করছ! ইউরোপীয় মস্তিষ্কপ্রসূত কোন তত্ত্বের এক কণামাত্র—তাও খাঁটি জিনিষ নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছ, আর তোমাদের প্রাণমন সেই ৩০ টাকার

কেরাণীগিরির দিকে পড়ে রয়েছে; না হয় খুব জোর একটা দুষ্ট উকীল হবার মতলব কর্‌ছ। ইহাই ভারতীয় যুবকগণের সর্ব্বোচ্চ দুরাকাঙ্ক্ষা। আবার প্রত্যেক ছাত্রের আশে-পাশে একপাল ছেলে—তাঁর বংশধরগণ—বাবা, খাবার দাও, খাবার দাও করে উচ্চ চীৎকার তুলেছে !! বলি, সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে বই গাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সমেত তোমাদের ডুবিয়ে ফেল্‌তে পারে না?

এস, মানুষ হও। প্রথমে দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর করে দাও। কারণ, এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখন শুধ্‌রোবে না। তাদের হৃদয়ও শূন্যময়, তারও কখন প্রসার হবে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের ফলে তাদের উদ্ভব; আগে তাদের নির্ম্মূল কর। এস, মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এসে, বাইরে গিয়া দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতিপথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তা হলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য—উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেয়ো না—অতি প্রিয় আত্মীয়-স্বজন কাঁদুক; পেছনে চেয়ো না, সাম্‌নে এগিয়ে যাও।

ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে

রেখ—মানুষ চাই, পশু নয়। প্রভু তোমাদের এই নড়নচড়নরহিত সভ্যতা ভাঙ্গবার জন্য ইংরেজ গভর্ণ-মেণ্টকে প্রেরণ করেছেন, আর মাদ্রাজের লোকই ইংরাজদের ভারতে বস্‌বার প্রধান সহায় হন। এখন জিজ্ঞাসা করি, সমাজের এই নূতন অবস্থা আন্‌বার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে প্রাণপণ যত্ন কর্‌বে, মাদ্রাজ এমন কতগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে প্রস্তুত? যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাহাদের ক্ষুধার্ত্ত-মুখে অন্ন প্রদান কর্‌বে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার কর্‌বে আর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অত্যাচারে যারা পশুপদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ কর্‌বার জন্য আমরণ চেষ্টা কর্‌বে?

** আমাকে কুক্ কোম্পানি, চিকাগো, এই ঠিকানায় পত্র লিখবে।

তোমাদের—ইত্যাদি

বিবেকানন্দ

পুঃ—ধীর, নিস্তব্ধ অথচ দৃঢ়ভাবে কাজ কর্‌তে হবে। খবরের কাগজে হুজুক করা নয়। সর্ব্বদা মনে রাখ্‌বে, নামযশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

বি—

---

(৪)

(বিখ্যাত চিকাগো-বক্তৃতার অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে মাদ্রাজী শিষ্যগণকে লিখিত)

ইংরাজীর অনুবাদ

ব্রিজি মেডোজ, মেটকাফ্, মাসাচুসেট্‌স্
২০শে আগষ্ট, ১৮৯৩

প্রিয় আ—

কাল তোমার পত্র পাইলাম। তুমি বোধ হয় এত দিনে জাপান হইতে আমার পত্র পাইয়াছ। জাপান হইতে আমি বঙ্কুবরে * পৌঁছিলাম। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশ দিয়া আমাকে যাইতে হইয়াছিল। খুব শীত ছিল। গরম কাপড়ের অভাবে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, কোনরূপে বঙ্কুবরে পৌঁছিয়া তথা হইতে কানাডা দিয়া চিকাগোয় পৌঁছিলাম। তথায় আন্দাজ বার দিন রহিলাম। এখানে প্রায় প্রতিদিনই মেলা দেখিতে যাইতাম। সে এক বিরাট ব্যাপার! অন্ততঃ দশ দিন না ঘুরিলে সমুদয় দেখা অসম্ভব। বরদা রাও যে মহিলাটির সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি ও তাঁহার

---

* কানাডার নিকট প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে একটি দ্বীপ। এখানে বঙ্কুবর নামে এক নগর আছে। তথা হইতে কানাডা-প্যাসিফিক্ রেল আরম্ভ হইয়াছে।

স্বামী চিকাগো সমাজের মহাগণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁহারা আমার প্রতি খুব সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানকার লোকে বিদেশীকে খুব যত্ন করিয়া থাকে, কেবল অপরকে তামাসা দেখাইবার জন্য; অর্থসাহায্য করিবার সময় প্রায় সকলেই হাত গুটাইয়া লয়। এ বৎসর এখানে বড় দুর্ব্বৎসর, ব্যবসায়ে সকলেরই ক্ষতি হইতেছে, সুতরাং আমি চিকাগোয় অধিক দিন রহিলাম না। চিকাগো হইতে আমি বোষ্টনে আসিলাম। লালুভাই বোষ্টন পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনিও আমার প্রতি খুব সহৃদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন।

এখানে আমার খরচ ভয়ানক হইতেছে। তোমার স্মরণ আছে, তুমি আমায় ১৭০ পাউণ্ড নোট ও নগদ ৯ পাউণ্ড দিয়াছিলে। এখন দাঁড়াইয়াছে ১৩০ পাউণ্ড। গড়ে আমার এক পাউণ্ড করিয়া প্রত্যহ খরচ পড়িতেছে। এখানে একটা চুরুটের দামই আমাদের দেশের আট আনা। আমেরিকানরা এত ধনী যে, তাহারা জলের মত টাকা খরচ করে, আর তাহারা আইন করিয়া সব জিনিষের মূল্য এত বেশী রাখিয়াছে যে, জগতের অপর কোন জাতি যেন কোন মতে এদেশে ঘেঁসিতে না পারে। সাধারণ কুলিতে গড়ে প্রতিদিন ৯।১০ টাকা করিয়া রোজগার করে ও উহা খরচ করিয়া থাকে। এখানে

আসিবার পূর্ব্বে যে সব সোণার স্বপন দেখিতাম, তাহা ভাঙ্গিয়াছে। এক্ষণে অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। শত শত বার মনে হইয়াছিল, এ দেশ হইতে চলিয়া যাই, কিন্তু আবার মনে হয়, আমি একগুঁয়ে দানা, আর আমি ভগবানের নিকট আদেশ পাইয়াছি। আমার দৃষ্টিতে কোন পথ লক্ষিত হইতেছে না, কিন্তু তাঁহার চক্ষু ত সব দেখিতেছে। মরি-বাঁচি, আমার উদ্দেশ্য ছাড়িতেছি না।

তুমি অনুগ্রহপূর্ব্বক থিওজফিষ্টদের সম্বন্ধে আমাকে যে সাবধান করিয়াছ, তাহা আমার ছেলেমানুষি বলিয়া বোধ হয়। এ গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ানের দেশ—এখানে উহাদের কেহ খোঁজখবর রাখে না বলিলেই হয়। এখনও পর্য্যন্ত কোন থিওজফিষ্টের সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই, আর দু'একবার অপরকে কথাপ্রসঙ্গে উহাদের বিষয় অতিশয় ঘৃণার সহিত উল্লেখ করিতে শুনিয়াছি। আমেরিকানরা উহাদিগকে জুয়াচোর বলিয়া বিশ্বাস করে।

আমি এক্ষণে বোষ্টনের এক গ্রামে এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার অতিথিরূপে বাস করিতেছি। ইঁহার সহিত রেলগাড়ীতে হঠাৎ আলাপ হয়। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার নিকট রাখিয়াছেন। এখানে থাকায় আমার এই সুবিধা হইয়াছে যে, আমার

প্রত্যহ এক পাউণ্ড করিয়া যে খরচ হইতেছিল, তাহা বাঁচিয়া যাইতেছে; আর তাঁহার লাভ এই যে, তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভারতাগত এক অদ্ভুত জীব দেখাইতেছেন!!! এ সব যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবেই। আমাকে—এখন অনাহার শীত, আমার অদ্ভুত পোষাকের দরুণ রাস্তার লোকের বিদ্রূপ, এইগুলির সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিতে হইতেছে। প্রিয় বৎস! জানিবে, কোন বড় কাজই গুরুতর পরিশ্রম ও কষ্টস্বীকার ব্যতীত হয় নাই। আমার মহিলাবন্ধুর এক জ্ঞাতিভাই আজ আমাকে দেখিতে আসিবেন। তিনি তাঁহার ভগিনীকে লিখিতেছেন, 'প্রকৃত হিন্দু সাধককে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ ও শিক্ষা হইতে পারে, সন্দেহ নাই, তবে আমি এখন বুড়া হইয়াছি। এসোটেরিক বৌদ্ধগণ আমাকে আর ঠকাইতে পারিতেছে না।' এই ত এখানে থিয়োজফির প্রভাব এবং উহার প্রতি ইহাদের শ্রদ্ধা! মো—র এক সময়ে বোষ্টনের একটি খুব ধনী মহিলার কাছে বিশেষ খাতির ছিল, কিন্তু তাঁর দরুণই বিশেষ উহাদের সব পসার মাটি হইয়াছে। এখন উক্ত মহিলা 'এসোটেরিক বৌদ্ধধর্ম্ম' ও ঐরূপ সমুদয় ব্যাপারের প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

জানিয়া রাখ, এই দেশ খৃষ্টিয়ানের দেশ। এখানে

আর কোন ধর্ম্ম বা মতের প্রতিষ্ঠা কিছুমাত্র নাই বলিলেই হয়। আমি জগতে কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার ভয়ও করি না। আমি এখানে মেরিতনয়ের সন্তানগণের মধ্যে বাস করিতেছি; প্রভু ঈশাই আমাকে সাহায্য করিবেন। একটি জিনিষ দেখিতে পাইতেছি, ইঁহারা আমার হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধীয় উদার মত ও নাজারাথের অবতারের প্রতি ভালবাসা দেখিয়া খুব আকৃষ্ট হইতেছেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়া থাকি যে, আমি সেই গালীলিয় মহাপুরুষের বিরুদ্ধে কিছুমাত্র বলি না, কেবল তাঁহারা যেমন যীশুকে মানেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় মহাপুরুষগণকেও মানা উচিত। এ কথা ইঁহারা আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন। এখন আমার কার্য্য এইটুকু হইয়াছে যে, লোকে আমার সম্বন্ধে কতকটা জানিতে পারিয়াছে। এখানে এইরূপেই কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। অর্থসাহায্য পাইতে হইলে অপেক্ষা করিতে হইবে। শীত আসিতেছে। আমাকে সকল রকম গরম কাপড় জোগাড় করিতে হইবে, আবার এখানকার অধিবাসী অপেক্ষা আমাদের অধিক কাপড়ের আবশ্যক হয়। বৎস! সাহস অবলম্বন কর। ভগবানের ইচ্ছায় ভারতে আমাদের দ্বারা মহৎ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। বিশ্বাস কর, আমরাই মহৎ কর্ম্ম করিব, এই

গরিব আমরা—যাহাদের লোকে ঘৃণা করে; কিন্তু যাহারা লোকের দুঃখ যথার্থ প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছে। রাজা রাজড়াদের দ্বারা মহৎ কার্য্য হইবার আশা অতি অল্প।)

চিকাগোয় সম্প্রতি একটা বড় মজা হইয়া গিয়াছে। ক—এর রাজা এখানে আসিয়াছিলেন, আর চিকাগো সমাজের কতকাংশ তাঁহাকে কেষ্ট-বিষ্টু করিয়া তুলিয়াছিল। আমার সঙ্গে মেলার জায়গায় এই রাজার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বড়লোক, আমার মত ফকিরের সঙ্গে কথা কহিবেন কেন? এখন একটি পাগ্‌লাটে ধুতিপরা মারহাট্টা ব্রাহ্মণ মেলায় কাগজের উপর নখের সাহায্যে প্রস্তুত ছবি বিক্রয় করিতেছিল। এ লোকটা খবরের কাগজের রিপোর্টারদের নিকট রাজার বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়াছিল—সে বলিয়াছিল—এ ব্যক্তি খুব নীচ জাতি—এই রাজারা ক্রীতদাসস্বরূপ, ইহারা দুর্নীতি-পরায়ণ ইত্যাদি; আর এই সত্যবাদী সম্পাদকেরা (?) —যাহার জন্য আমেরিকা বিখ্যাত—এই লোকটার কথায় কিছু গুরুত্ব আরোপের ইচ্ছায় তার পরদিন সংবাদপত্রে বড় বড় স্তম্ভ বাহির করিল—তাহারা ভারতাগত একজন জ্ঞানী পুরুষের বর্ণনা করিল—অবশ্য আমাকেই তাহারা লক্ষ্য করিয়াছিল—আমাকে তাহারা স্বর্গে তুলিয়া দিয়া আমার মুখ দিয়া এমন সকল কথা বাহির করিল,

যাহা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই—তারপর শেষে এই রাজার সম্বন্ধে মারহাট্টা ব্রাহ্মণটি যাহা যাহা বলিয়াছিল, আমার মুখে সব বসাইল। আর তাহাতেই চিকাগোসমাজ তাড়াতাড়ি রাজাকে পরিত্যাগ করিল। এই সত্যবাদী সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা আমাকে দিয়া আমার স্বদেশীকে বেশ ধাক্কা দিলেন। ইহাতে আরো বুঝাইতেছে যে, এই দেশে টাকা অথবা উপাধির জাঁকজমক অপেক্ষা বুদ্ধির আদর বেশী।

কাল রমণী-কারাগারের অধ্যক্ষ মিসেস্ জন্‌সন্ মহোদয়া এখানে আসিয়াছিলেন। (এখানে কারাগার বলে না, বলে সংশোধনাগার।) আমেরিকায় যাহা যাহা দেখিলাম, তাহার মধ্যে ইহা এক অত্যদ্ভুত জিনিস। কারাবাসিগণের সহিত কেমন সহৃদয় ব্যবহার করা হয়, কেমন তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হয়, আবার তাহারা ফিরিয়া গিয়া সমাজের আবশ্যকীয় অঙ্গরূপে পরিণত হয়। কি অদ্ভুত, কি সুন্দর! তোমরা না দেখিলে বিশ্বাস হইবে না। ইহা দেখিয়া তারপর যখন দেশের কথা ভাবিলাম, তখন আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষে আমরা গরিবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের কি ভাবিয়া থাকি! তাহাদের কোন উপায় নাই, পালাইবার কোন রাস্তা নাই, উঠিবার কোন উপায় নাই।

ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। সে যতই চেষ্টা করুক, তাহার উঠিবার উপায় নাই। তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর যে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে; তাহার বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, কিন্তু তাহারা জানে না, কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে। তাহারাও যে মানুষ, ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফল দাসত্ব ও পশুত্ব। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কিছুদিন হইতে সমাজের এই দুরবস্থা বুঝিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের ঘাড়ে এই দোষ চাপাইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, জগতের মধ্যে এই মহত্তম ধর্ম্মের নাশই সমাজের উন্নতির একমাত্র উপায়। শুন, সখে, প্রভুর কৃপায় আমি ইহার রহস্য আবিষ্কার করিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মের কোন দোষ নাই। হিন্দুধর্ম্ম ত শিখাইতেছেন, জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমার আত্মারই বহুরূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ, কেবল এই তত্ত্বকে কার্য্যে পরিণত না করা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব। প্রভু তোমাদের নিকট বুদ্ধরূপে আসিয়া শিখাইলেন, তোমাদিগকে গরিবের জন্য, দুঃখীর জন্য, পাপীর জন্য প্রাণ কাঁদাইতে, তাহাদের সহিত সহানু-

ভূতি করিতে, কিন্তু তোমরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলে না। তোমাদের পুরোহিতগণ, ভগবান ভ্রান্ত-মত প্রচার দ্বারা অসুরদিগকে মোহিত করিতে আসিয়াছিলেন, এই ভয়নক গল্প বানাইলেন। সত্য বটে, কিন্তু অসুর আমরা ; যাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহারা নহে। আর যেমন য়াহুদীরা প্রভু যীশুকে অস্বীকার করিয়া আজ সমগ্র জগতে গৃহশূন্য ভিক্ষুক হইয়া সকলের দ্বারা অত্যাচারিত ও বিতাড়িত হইয়া বেড়াইতেছে, সেইরূপ তোমরাও, যেকোন জাতি ইচ্ছা করিতেছে, তাহাদেরই ক্রীতদাস হইতেছ। অত্যাচারিগণ! তোমরা কি জান না, অত্যাচার ও দাসত্ব এক জিনিষেরই এপিঠ ওপিঠ? দুইই এক কথা?

বা—ও জি—র স্মরণ থাকিতে পারে, একদিন সায়ংকালে পণ্ডিচেরিতে এক পণ্ডিতের সঙ্গে আমাদের সমুদ্র-যাত্রা সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হইতেছিল। তাহার সেই বিরাট ভঙ্গী ও তাহার 'কদাপি ন' (কখনও না) এই কথা চিরকাল আমার স্মরণ থাকিবে। ইহাদের অজ্ঞতার গভীরতা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। তারা জানে না, ভারত জগতের এক অতি ক্ষুদ্রাংশ, আর সমুদয় জগৎ এই ত্রিশ কোটি লোককে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। তারা দেখে, এরা যেন কীটতুল্য, ভারতের

মনোরম ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে এবং এ উহার উপর অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিতেছে। সমাজের এই অবস্থাকে দূর করিতে হইবে, ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিয়া নহে, হিন্দুধর্ম্মের মহান উপদেশসমূহের অনুসরণ করিয়া এবং তাহার সহিত হিন্দুধর্ম্মের স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের অদ্ভুত হৃদয়বত্তা লইয়া। লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভগবানে দৃঢ়বিশ্বাস-রূপ বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া, দরিদ্র পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিজনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক। মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার করুক।

হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় আর কোন ধর্ম্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দুধর্ম্ম যেমন পৈশাচিক ভাবে গরিব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোন ধর্ম্মও এরূপ করে না। ভগবান আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে ধর্ম্মের কোন দোষ নাই। তবে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত আত্মাভিমানী কতকগুলি ভণ্ড 'পারমার্থিক ও ব্যবহারিক' * নামক মত দ্বারা সর্ব্ব-

---

* পারমার্থিক ও ব্যবহারিক,—যখন লোককে বলা যায়, তোমাদের শাস্ত্রে আছে, সকলের ভিতর এক আত্মা আছেন সুতরাং সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়া ও কাহাকেও ঘৃণা না করা শাস্ত্রের

প্রকার আসুরিক অত্যাচারের যন্ত্র ক্রমাগত আবিষ্কার করিতেছে।

নিরাশ হইও না। স্মরণ রাখিও, ভগবান গীতায় বলিতেছেন, 'কর্ম্মে তোমার অধিকার, ফলে নয়।' কোমর বাঁধ, বৎস, প্রভু আমাকে এই কাজের জন্য ডাকিয়াছেন। সমস্ত জীবন আমি নানা কুষ্টযন্ত্রণা ভুগিয়াছি। আমি প্রাণপ্রিয় আত্মীয়গণকে একরূপ অনাহারে মরিতে দেখিয়াছি। আমাকে লোকে উপহাস ও অবজ্ঞা করিয়াছে, জুয়াচোর বদমাস বলিয়াছে (মাদ্রাজের অনেকে এখনও আমাকে এইরূপ ভাবিয়া থাকে)। আমি এ সমস্তই সহ্য করিয়াছি, তাহাদেরই জন্য, যাহারা আমাকে উপহাস ও ঘৃণা করিয়াছে। বৎস! এই জগৎ দুঃখের আগার বটে, কিন্তু ইহা মহা-পুরুষগণের শিক্ষালয়স্বরূপ। এই দুঃখ হইতেই সহানু-ভূতি, সহিষ্ণুতা, সর্ব্বোপরি অদম্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয়, যে শক্তিবলে মানুষ সমগ্র জগৎ চূর্ণবিচূর্ণ

আদেশ, লোকে তখন এই ভাব কার্য্যে পরিণত করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়াই উত্তর দেয়, পারমার্থিক দৃষ্টিতে সব সমান বটে, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সব পৃথক। এই ভেদদৃষ্টি দূর করিবার চেষ্টা না করাতেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে এত দ্বেষহিংসা রহিয়াছে।

হইয়া গেলে একটুও কম্পিত হয় না। যাহারা আমাকে ভণ্ড বিবেচনা করে, আমার তাহাদের জন্য দুঃখ হয়। তাহাদের কিছু দোষ নাই। তাহারা বালক অতি বালক, যদিও সমাজে তাহারা মহাগণ্যমান্য বলিয়া বিবেচিত। তাহাদের চক্ষু নিজেদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিক্ষেত্রের বাহিরে আর কিছু দেখিতে পায় না।) তাহাদের নিয়মিত কার্য্য কেবল আহার, পান, অর্থোপার্জ্জন ও বংশবৃদ্ধি! এ সবগুলি যেন ঘড়ীর কাঁটার ন্যায় নিয়মিতরূপে তাহারা করিয়া থাকে। ইহার অতিরিক্ত আর তাহারা কিছু জানে না। বেশ সুখী তাহারা! তাহাদের ঘুমের ব্যাঘাত কিছুতেই হয় না। তাহারা মানুষের সম্বন্ধে যেসব সুখকর সিদ্ধান্ত করিয়াছে, তাহা আর কখন দুঃখ, দরিদ্রতা, পাপের ক্রন্দনে (শত শত শতাব্দীর পাশব অত্যাচারের ফলে যাহাতে ভারতগগন আচ্ছন্ন করিয়াছে) বিচলিত হয় না। সেই শত শত যুগব্যাপী মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক অত্যাচারের কথা, যাহাতে ভগবানের প্রতিমাস্বরূপ মানুষকে ভারবাহী গর্দ্দভে এবং ভগবতীর প্রতিমারূপা রমণীকে সন্তান উৎপাদন করিবার দাসীস্বরূপ করিয়া ফেলিয়াছে, এবং জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছে, তাহার কথা তাহাদের স্বপ্নেও মনে উদয় হয় না। কিন্তু অন্যান্য অনেকে আছেন,

যাঁহারা দেখিতেছেন, প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছেন, হৃদয়ের রক্তময় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, যাঁহারা মনে করেন, ইহার প্রতীকার আছে, আর যাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া ইহার প্রতীকারে প্রস্তুত আছেন। ইঁহাদিগকে লইয়াই স্বর্গরাজ্য বিরচিত। ইহা কি স্বাভাবিক নহে যে, উচ্চস্থানে অবস্থিত এই সকল মহাপুরুষের ঐ বিষোদ্গিরণকারী ঘৃণ্য কীটগণের প্রলাপবাক্য শুনিবার মোটেই অবকাশ নাই।

গণ্যমান্য, উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোন ভরসা রাখিও না। তাহাদের মধ্যে জীবনীশক্তি নাই—তাহারা একরূপ মৃতকল্প বলিলেই হয়। ভরসা তোমাদের উপর; পদমর্য্যাদাহীন, দরিদ্র, কিন্তু বিশ্বাসী—তোমাদের উপর। ভগবানে বিশ্বাস রাখ। কোন কৌশলের প্রয়োজন নাই। কৌশলে কিছুই হয় না। দুঃখীদের জন্য প্রাণে প্রাণে ক্রন্দন কর, আর ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। সাহায্য আসিবেই আসিবে। আমি দ্বাদশ বৎসর হৃদয়ে এই ভাব লইয়া ও মাথায় এই চিন্তা লইয়া বেড়াইয়াছি। আমি তথা-কথিত অনেক ধনী ও বড়লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছি, তাহারা আমাকে কেবল জুয়াচোর ভাবিয়াছে। হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করিতে করিতে আমি অর্দ্ধেক পৃথিবী

অতিক্রম করিয়া এই বিদেশে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। আর যদি আমার স্বদেশে লোকে আমায় জুয়াচোর ভাবিয়া থাকে, তবে যখন আমেরিকান্‌রা এক অপরিচিত বিদেশী ভিক্ষুককে অর্থ ভিক্ষা করিতে দেখিবে, তাহারা কি না ভাবিবে? কিন্তু ভগবান্‌ অনন্তশক্তিমান; আমি জানি, তিনি আমাকে সাহায্য করিবেন। আমি এইদেশে অনাহারে বা শীতে মরিতে পারি, কিন্তু হে মাদ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরিব, অজ্ঞ, অত্যাচারপীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা, দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। যাও, এই মুহূর্ত্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি তাঁহার বুদ্ধ অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও, এবং তাঁহার নিকট এক মহা বলি প্রদান কর; বলি—জীবন-বলি, তাহাদের জন্য—যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য। তোমরা সারা জীবন এই

ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।

এ একদিনের কাজ নয়। পথ ভয়ঙ্কর কণ্টকপূর্ণ। কিন্তু পার্থসারথি আমাদের সারথি হইতেও প্রস্তুত, আমরা তাহা জানি। তাঁহার নামে, তাঁহার প্রতি অনন্ত বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের শতশতযুগসঞ্চিত পর্ব্বতপ্রমাণ অনন্ত দুঃখরাশিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দাও, উহা ভস্মসাৎ হইবেই হইবে।

তবে এস, ভ্রাতৃগণ! স্পষ্ট করিয়া চক্ষু খুলিয়া দেখ, কি ভয়ানক দুঃখরাশি ভারত ব্যাপিয়া। এ ব্রত গুরুতর, আমরাও ক্ষুদ্রশক্তি। তা হউক, আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। ভগবানের মহিমা ঘোষিত হউক। আমরা সিদ্ধি লাভ করিবই করিব। শত শত লোক এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিবে, আবার শত শত লোক উঠিবে। প্রভুর জয়! আমি এখানে অকৃতকার্য্য হইয়া মরিতে পারি, আর একজন এই ভার গ্রহণ করিবে! তোমরা রোগ কি বুঝিলে, ঔষধও কি তাহা জানিলে, কেবল বিশ্বাসী হও। আমরা ধনী বা বড়লোককে গ্রাহ্য করি না। আমরা হৃদয়শূন্য মস্তিষ্কসার ব্যক্তিগণকে ও তাহাদের নিস্তেজ সংবাদপত্রপ্রবন্ধসমূহকেও গ্রাহ্য করি না। বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস,

অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু, জয় প্রভু! তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু! অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে। এইরূপেই আমরা অগ্রগামী হইব,—একজন পড়িবে, আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে!

এই গ্রাম হইতে কাল আমি বোষ্টনে যাইতেছি। এখানে একটি বৃহৎ মহিলা-সভা আছে, তথায় বক্তৃতা করিতে হইবে। এই সভার সভ্যেরা রমাবাইকে (খ্রীষ্টিয়ান) খুব সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু বোষ্টনে গিয়া আমাকে প্রথমে কাপড় কিনিতে হইবে। এখানে যদি বেশী দিন থাকিতে হয়, তবে আমার এ অপূর্ব্ব পোষাক চলিবে না। রাস্তায় আমায় দেখিবার জন্য শত শত লোক দাঁড়াইয়া যায়। আমাকে সুতরাং কাল রঙের লম্বা জামা পরিতে হইবে। কেবল বক্তৃতার সময় গেরুয়া আলখাল্লা ও পাগড়ী পরিব। কি করিব? এখানকার মহিলাগণ এই পরামর্শ দিতেছেন। তাঁহারাই এখানকার সর্ব্বময় কর্ত্রী; তাঁহাদের সহানুভূতি না পাইলে চলিবে না। এই পত্র তোমার নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমার সম্বল ৬০।৭০ পাউণ্ড দাঁড়াইবে। অতএব কিছু টাকা পাঠাইবার বিশেষ চেষ্টা করিবে। এখানে

কিছু কার্য্য করিতে হইলে কিছুদিন এখানে থাকা দরকার। আমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জন্য ফনোগ্রাফ দেখিতে যাইতে পারি নাই; কারণ, আমি তাঁহার পত্র এখানে পাইলাম। যদি আবার চিকাগোয় যাই, তবে উহার জন্য চেষ্টা করিব। আমি চিকাগোয় আর যাইব কি না, তাহা জানি না। আমার তথাকার বন্ধুগণ আমাকে ভারতের প্রতিনিধি হইতে বলিয়াছিলেন, আর বরদারাও যে ভদ্রলোকটির সহিত আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি চিকাগো মেলার একজন কর্ত্তা। কিন্তু তখন আমি অস্বীকার করি, কারণ, চিকাগোয় এক মাসের অধিক থাকিতে গেলে আমার সামান্য সম্বল সমুদয় ফুরাইয়া যাইত।

কানাডা ব্যতীত সমুদয় আমেরিকায় রেল গাড়ীতে ভিন্ন ভিন্ন ক্লাস নাই। সুতরাং আমাকে ফার্ষ্ট ক্লাসে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে, কারণ উহা ছাড়া আর ক্লাস নাই। আমি কিন্তু উহার পুল্‌মান গাড়ীতে চড়িতে ভরসা করি না। এ গাড়ীতে খুব আরাম; এখানে আহার পান নিদ্রা, এমন কি স্নানের পর্য্যন্ত সুবন্দোবস্ত আছে। তুমি যেন হোটেলে রহিয়াছ, বোধ করিবে। কিন্তু ইহাতে বেজায় খরচ।

এখানে সমাজের মধ্যে ঢুকিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা

দেওয়া মহা কঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ এখন কেহ সহরে নাই, সকলেই গ্রীষ্মাবাস সমূহে গিয়াছে। শীতে আবার সব সহরে আসিবে, তখন তাহাদিগকে পাইব। সুতরাং আমাকে এখানে কিছুদিন থাকিতে হইবে। এতটা চেষ্টার পর আমি সহজে ছাড়িতেছি না। তোমরা কেবল যতটা পার, আমায় সাহায্য কর। আর যদি তোমরা নাই পার, আমি শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া দেখিব। আর যদিই আমি এখানে রোগে, শীতে বা অনাহারে মরিয়া যাই, তোমরা এই ব্রত লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে। পবিত্রতা, সরলতা ও বিশ্বাস। আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমার নামে যে কোন চিঠি বা টাকা আসিবে, কুককোম্পানীকে তাহা আমার নিকট পাঠাইতে বলিয়া দিয়াছি। রোম একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই। যদি তোমরা টাকা পাঠাইয়া আমাকে অন্ততঃ ছয় মাস এখানে রাখিতে পার, আশা করি, সব সুবিধা হইয়া যাইবে। ইতিমধ্যে আমিও যে কোন কাষ্ঠখণ্ড সম্মুখে পাই, তাহাই ধরিয়া ভাসিতে চেষ্টা করিতেছি। যদি আমি আমার ভরণপোষণের কোন উপায় করিতে পারি, আমি তৎক্ষণাৎ তোমায় তার করিব।

রা—র পিতা ইংলণ্ডে গিয়াছেন। তিনি বাড়ী যাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত। তাঁহার অন্তরটা খুব ভাল—

উপরটায় কেবল বেণিয়াসুলভ কর্কশতা। চিঠি পৌঁছিতে বিশ দিনের অধিক সময় লাগিবে।

প্রথমে আমেরিকায় চেষ্টা করিব; এখানে অকৃতকার্য্য হইলে ইংলণ্ডে চেষ্টা করিব। তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইলে ভারতে ফিরিব ও ভগবানের পুনরাদেশের প্রতীক্ষা করিব।

এই নিউ ইংলণ্ডে এখনই এত শীত যে, প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রে আগুন জ্বালাইয়া রাখিতে হয়। কানাডায় আরও শীত। কানাডায় যত নীচু পাহাড়ে বরফ পড়িতে দেখিয়াছি, আর কোথাও সেরূপ দেখি নাই।

আমি আবার এই সোমবারে সালেমে এক বৃহৎ মহিলাসভায় বক্তৃতা করিতে যাইতেছি। তাহাতে আমার আরও অনেক সভাসমিতির সঙ্গে পরিচয় হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ আমার পথ করিতে পারিব। কিন্তু এরূপ করিতে হইলে এই ভয়ানক মহার্ঘ্য দেশে অনেক দিন থাকিতে হয়। ভারতে রূপার দর চড়িয়া যাওয়াতে এখানে লোকের মনে মহা আশঙ্কার উদয় হইয়াছে। অনেক মিল বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং এখন সাহায্যের চেষ্টা বৃথা। আমাকে এখন কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

এই মাত্র দরজীর কাছে গিয়াছিলাম। কিছু শীতবস্ত্রের অর্ডার দিয়া আসিলাম। তাহাতে ৩০০৲ টাকা

বা তাহারও উপর পড়িবে। ইহা যে খুব ভাল কাপড় হইবে, তাহা মনে করিও না, অমনি চলনসই গোছের হইবে। এখানকার স্ত্রীলোকেরা পুরুষের পোষাক সম্বন্ধে বড় খুঁৎখুঁতে, আর এদেশে তাহাদেরই প্রভুত্ব। মিশ-নারীরা ইহাদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া যথেষ্ট অর্থ আদায় করে। ইহারা প্রতি বৎসর রমাবাইকে খুব সাহায্য করিতেছে। যদি তোমরা আমাকে এখানে রাখিবার জন্য টাকা পাঠাইতে না পার, এ দেশ হইতে চলিয়া যাইবার জন্য কিছু টাকা পাঠাইও। ইতিমধ্যে যদি কিছু শুভ খবর হয়, আমি লিখিব বা তার করিব। 'কেব্‌লে' তার করিতে প্রতি শব্দে পড়ে ৪৲ টাকা। তোমাদেরি—

বিবেকানন্দ

(৫)

(চিকাগো বক্তৃতার অব্যবহিত পরে মাদ্রাজী শিষ্যগণের প্রতি)

ইংরাজীর অনুবাদ

চিকাগো

২রা নবেম্বর, ১৮৯৩

প্রিয়—

কাল তোমার পত্র পাইলাম। আমার এক মুহূর্ত্ত অবিশ্বাস ও দুর্ব্বলতার জন্য তোমরা সকলে এত কষ্ট

পাইয়াছ, তাহার জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত। যখন ছবিলদাস আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, আমি আপনাকে এত অসহায় ও নিঃসম্বল বোধ করিলাম যে, নিরাশ হইয়া তোমাদিগকে তার করিয়াছিলাম। তারপর হইতে ভগবান আমাকে অনেক বন্ধু ও সহায় দিয়াছেন। বোষ্টনের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে রাইট মহোদয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীকভাষার অধ্যাপক। তিনি আমার সহিত অতিশয় সহানুভূতি দেখাইলেন, ধর্ম্মমহাসভায় যাইবার বিশেষ আবশ্যকতা বুঝাইলেন—তিনি বলিলেন, উহাতে সমুদয় আমেরিকান জাতির সহিত আমার পরিচয় হইবে। আমার সহিত কাহারো আলাপ ছিল না, সুতরাং ঐ অধ্যাপক আমার জন্য সমুদয় বন্দোবস্ত করিবার ভার স্বয়ং লইলেন। এইরূপে আমি পুনরায় চিকাগোয় আসিলাম। এখানে এক ভদ্রলোকের গৃহে আমি স্থান পাইলাম। এই ধর্ম্মমহাসভার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল প্রতিনিধিই এই গৃহে স্থান পাইয়াছিলেন।

'মহাসভা' খুলিবার দিন প্রাতে আমরা সকলে 'শিল্পপ্রাসাদ' নামক বাটীতে সমবেত হইলাম। সেখানে মহাসভার অধিবেশনের জন্য একটি বৃহৎ ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থায়ী হল নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানে

সর্ব্বজাতীয় লোক সমবেত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও বোম্বাইএর নগরকার; বীরচাঁদ গান্ধি জৈনসমাজের প্রতিনিধি রূপে এবং এনিবেসাণ্ট ও চক্রবর্ত্তী থিয়সফির প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে মজুমদারের সহিত আমার পূর্ব্বপরিচয় ছিল, আর চক্রবর্ত্তী আমার নাম জানিতেন। বাসা হইতে শিল্প-প্রাসাদ পর্য্যন্ত খুব ধূমধামের সহিত যাওয়া হইল এবং আমাদের সকলকেই প্লাটফর্ম্মের উপর শ্রেণীবদ্ধভাবে বসান হইল। কল্পনা করিয়া দেখ, নীচে একটি হল, তাহার পরে এক প্রকাণ্ড গ্যালারি; তাহাতে আমেরিকার বাছা বাছা ৬।৭ হাজার সুশিক্ষিত নরনারী ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া উপবিষ্ট, আর প্লাটফর্ম্মের উপর পৃথিবীর সর্ব্বজাতীয় পণ্ডিতের সমাবেশ। আর আমি, যে জন্মাবচ্ছিন্নে কখন সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই, সে এই মহাসভায় বক্তৃতা করিবে! সঙ্গীতাদি, বক্তৃতা প্রভৃতি নিয়মিত রীতিপূর্ব্বক ধূমধামের সহিত সভা আরম্ভ হইল। তখন একজন একজন করিয়া প্রতিনিধিকে সভার সমক্ষে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল; তাঁহারাও অগ্রসর হইয়া কিছু কিছু বলিলেন। অবশ্য আমার বুক দুর্-দুর্ করিতেছিল ও জিহ্বা শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল। আমি এতদূর ঘাবড়াইয়া গেলাম যে পূর্ব্বাহ্নে বক্তৃতা

করিতে ভরসা করিলাম না। মজুমদার বেশ বলিলেন, চক্রবর্ত্তী আরও সুন্দর বলিলেন। খুব করতালিধ্বনি হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলেই বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। আমি নির্ব্বোধ, আমি কিছুই প্রস্তুত করি নাই। আমি দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইলাম। ব্যারোজ মহোদয় আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। আমার গৈরিক বসনে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত কিছু আকৃষ্ট হইয়াছিল; আমি আমেরিকাবাসী-দিগকে ধন্যবাদ দিয়া ও আরও দু এক কথা বলিয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলাম। যখন আমি 'আমেরিকা-বাসী ভাই ও ভগিনীগণ' বলিয়া সভাকে সম্বোধন করি-লাম, তখন দুই মিনিট ধরিয়া এমন করতালিধ্বনি হইতে লাগিল যে, কাণ যেন কালা করিয়া দেয়। তারপর আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম; যখন আমার বলা শেষ হইল, তখন আমি হৃদয়ের আবেগে একেবারে যেন অবশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। পরদিনে সব খবরের কাগজে বলিতে লাগিল, আমার বক্তৃতাই সেই দিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছিল; সুতরাং তখন সমগ্র আমে-রিকা আমাকে জানিতে পারিল। সেই শ্রেষ্ঠ টীকাকার শ্রীধর সত্যই বলিয়াছেন, 'মূকং করোতি বাচালং'—হে ভগবান, তুমি বোবাকেও মহাবক্তা করিয়া তুল। তাঁহার

নাম জয়যুক্ত হউক! সেই দিন হইতে আমি একজন বিখ্যাত লোক হইয়া পড়িলাম, আর যে দিন হিন্দুধর্ম্ম-সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা পাঠ করিলাম, সেই দিন হলে এত লোক হইয়াছিল যে, আর কখনও সেরূপ হয় নাই। একটি সংবাদপত্র হইতে আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি —'কেবল মহিলা—কেবল মহিলা—কেবল মহিলা—সমস্ত জায়গা জুড়িয়া, কোণ পর্য্যন্ত ফাঁক নাই—বিবেকানন্দের বক্তৃতা হইবার পূর্ব্বে অন্য যে সমুদয় প্রবন্ধ পঠিত হইতেছিল, তাহা ভাল না লাগিলেও কেবল বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনিবার জন্য অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত বসিয়াছিল।' ইত্যাদি। আমি যদি, সংবাদপত্রে আমার সম্বন্ধে যে সকল কথা বাহির হইয়াছে, তাহা কাটিয়া পাঠাইয়া দিই, তুমি আশ্চর্য্য হইবে। কিন্তু তুমি জান, আমি নাম-যশকে অতিশয় ঘৃণা করি। এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যখনই আমি প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইতাম, তখনই আমার জন্য কর্ণবধিরকারী করতালি পড়িয়া যাইত। প্রায় সকল কাগজেই আমাকে খুব প্রশংসা করিয়াছে। খুব গোঁড়াদের পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছে, 'এই সুন্দরমুখ বৈদ্যুতিকশক্তিশালী অদ্ভুত বক্তাই মহাসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন' ইত্যাদি ইত্যাদি। এইটুকু জানিলেই তোমাদের যথেষ্ট

হইবে যে, ইহার পূর্ব্বে প্রাচ্যদেশীয় কোন ব্যক্তিই আমেরিকান সমাজের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই।

আমেরিকানদের দয়ার কথা কি বলিব। আমার এক্ষণে আর কোন অভাব নাই। আমি খুব সুখে আছি, আর ইউরোপে যাইবার আমার যে খরচ লাগিবে, তাহা আমি এখান হইতেই পাইব। অতএব তোমাদের আর আমাকে কষ্ট করিয়া টাকা পাঠাইবার আবশ্যক নাই। একটা কথা—তোমরা কি একসঙ্গে ৮০০৲ টাকা পাঠাইয়াছিলে? আমি কুক কোম্পানীর নিকট হইতে কেবল ৩০ পাউণ্ড পাইয়াছি। যদি তুমি ও মহারাজ পৃথক পৃথক টাকা পাঠাইয়া থাক, তাহা হইলে বোধ হয় কতকটা টাকা এখনও আমার নিকট পৌঁছায় নাই। যদি একত্র পাঠাইয়া থাক, তবে একবার অনুসন্ধান করিও। নরসিংহাচার্য্য নামে একটি বালক আমাদের নিকট আসিয়া জুটিয়াছে। সে গত তিন বৎসর ধরিয়া চিকাগো সহরে অলসভাবে কাটাইতেছিল। যাহা হউক, আমি তাহাকে ভালবাসি। কিন্তু যদি তাহার সম্বন্ধে তোমার কিছু জানা থাকে, তাহা লিখিবে। সে তোমাকে জানে। যে বৎসর প্যারি একজিবিসন হয়, সেই বৎসর সে ইউরোপে আসে। আমার পোষাক

প্রভৃতির জন্য যে গুরুতর ব্যয় হইয়াছে, তাহা সব দিয়া আমার হাতে এখন ২০০ শত পাউণ্ড আছে। আর আমার বাটীভাড়া বা খাই খরচের জন্য এক পয়সাও লাগে না। কারণ, ইচ্ছা করিলেই এই সহরের অনেক সুন্দর সুন্দর বাটীতে আমি থাকিতে পারি। আর আমি বরাবরই কাহারও না কাহারও অতিথি হইয়া রহিয়াছি। এই জাতির এত অনুসন্ধিৎসা! তুমি আর কোথাও এরূপ দেখিবে না। ইহারা সব জিনিস জানিতে ইচ্ছা করে, আর ইহাদের রমণীগণ সকল স্থানের রমণীগণ অপেক্ষা উন্নত; আবার সাধারণতঃ আমেরিকান্ নারী, আমেরিকান্ পুরুষ অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত ও উন্নত। পুরুষে অর্থের জন্য সমুদয় জীবনটাকেই দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখে, আর স্ত্রীলোকেরা সাবকাশ পাইয়া আপনাদের উন্নতির চেষ্টা করে, ইহারা খুব সহৃদয় ও খোলা লোক। যে কোন ব্যক্তির মাথায় কোনরূপ খেয়াল আছে, সেই এখানে তাহা প্রচার করিতে আইসে, আর আমায় লজ্জার সহিত বলিতে হইতেছে, এখানে এইরূপে যে সমস্ত মত প্রচার করা হয়, তাহার অধিকাংশই যুক্তিসহ নয়। ইহাদের অনেক দোষও আছে। তা কোন্ জাতির নাই? আমি সংক্ষেপে জগতের সমুদয় জাতির কার্য্য ও লক্ষণ এইরূপে

নির্দ্দেশ করিতে চাই।—এসিয়া সভ্যতার বীজ বপন করিয়াছিল, ইউরোপ পুরুষের উন্নতি বিধান করিয়াছে, আর আমেরিকা নারীগণের এবং সাধারণ লোকের উন্নতি বিধান করিতেছে। এ যেন নারীগণের ও শ্রমজীবিগণের স্বর্গস্বরূপ—আমেরিকান্ রমণী ও সাধারণ লোকের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করিলে তৎক্ষণাৎ তোমার এই ভাব উদয় হইবে; আর এই দেশ দিন দিন উদারভাবাপন্ন হইতেছে।

ভারতে যে 'দৃঢ়চর্ম্ম খ্রীষ্টিয়ান' (ইহা ইহাদেরই কথা) দেখিতে পাও, তাহাদের দেখিয়া ইহাদিগের বিচার করিও না। এখানেও আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা দ্রুতবেগে কমিয়া যাইতেছে। আর এই মহান্ জাতি দ্রুতবেগে সেই আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, যাহা হিন্দুর প্রধান গৌরবের সামগ্রী।

হিন্দু যেন কখন তাহার ধর্ম্ম ত্যাগ না করে। তবে ধর্ম্মকে উহার নির্দ্দিষ্ট সীমার ভিতর রাখিতে হইবে, আর সমাজকে উন্নতি করিবার স্বাধীনতা দিতে হইবে। ভারতের সকল সংস্কারকই এই গুরুতর ভ্রমে পড়িয়াছেন যে, তাঁহারা ধর্ম্মকেই সমুদয় পৌরোহিত্যের অত্যাচার ও অবনতির জন্য দায়ী করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা হিন্দুর ধর্ম্মরূপ এই অবিনশ্বর দুর্গকে ভাঙ্গিতে উদ্যত হইলেন।

ইহার ফল কি হইল? ফল হইল এই যে, সকলেই অকৃতকার্য্য হইলেন। বুদ্ধ হইতে রামমোহন রায় পর্য্যন্ত সকলেই এই ভ্রম করিয়াছিলেন যে, জাতিভেদ একটি ধর্ম্মবিধান, সুতরাং তাঁহারা ধর্ম্ম ও জাতি উভয়কেই এক সঙ্গে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে পুরোহিত-গণ যাহাই বলুন, জাতি একটি সামাজিক বিধান মাত্র, এক্ষণে স্ফটিকের মত এক নির্দ্দিষ্ট বিশেষ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। উহা নিজের কার্য্য শেষ করিয়া এক্ষণে ভারত-গগনকে দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ইহা দূর হইতে পারে, কেবল যদি লোকের নিজের সামাজিক স্বত্ত্ববুদ্ধি জাগরিত করা যায়। এখানে যে কেহ জন্মিয়াছে, সেই জানে, আমি একজন মানুষ। ভারতে যে কেহ জন্মায় সেই জানে, সে সমাজের একজন ক্রীতদাস মাত্র। আর স্বাধীনতাই উন্নতির একমাত্র সহায়ক; স্বাধীনতা হরণ করিয়া লও, তাহার ফল অবনতি। আধুনিক প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষে কত দ্রুতবেগে জাতিভেদ উঠিয়া যাইতেছে। এখন উহাকে নাশ করিতে হইলে কোন ধর্ম্মের আবশ্যকতা নাই। আর্য্যাবর্ত্তে ব্রাহ্মণ দোকানদার, ব্রাহ্মণ জুতা-ব্যবসায়ী ও ব্রাহ্মণ শুঁড়ি খুব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কেবল প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষ। বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের অধীনে কাহারও আর তাহার জীবিকার জন্য

কোনরূপ বৃত্তি আশ্রয় করিতে বাধা নাই। ইহার ফল ঘোর প্রতিযোগিতা! সুতরাং সহস্র ব্যক্তি, যে উচ্চ পদের উপযুক্ত, তাহা পাইবার চেষ্টা করিয়া পাইতেছে; নীচে পড়িয়া থাকিয়া আর সুযোগ অবহেলা করিতেছে না।

আমি এই দেশে অন্ততঃ শীতকালটা থাকিব, তারপর ইউরোপে যাইব। আমার যাহা কিছু আবশ্যক, ভগবানই সব যোগাইয়া দিবেন। সুতরাং তোমরা সে বিষয়ে কিছু ভাবিও না। আমার প্রতি তোমাদের ভালবাসার জন্য তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমার অসাধ্য।

আমি দিন দিন বুঝিতেছি, প্রভু আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন, আর আমি তাঁহার আদেশ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। এই পত্রখানি খেতড়ির মহারাজকে পাঠাইয়া দিও, আর ইহা প্রকাশ করিও না। ** আমরা জগতের জন্য মহৎ মহৎ কর্ম্ম করিব, আর উহা নিঃস্বার্থভাবে করিব, নাম-যশের জন্য নহে।

আমাদের কার্য্য,—কাজ করিয়া মরা—'কেন' প্রশ্ন করিবার আমাদের অধিকার নাই। সাহস অবলম্বন কর, আমাদ্বারা ও তোমাদের দ্বারা মহৎ মহৎ কর্ম্ম হইবে; এই বিশ্বাস রাখ। ভগবান মহৎ মহৎ কার্য্য

করিবার জন্য আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, আর আমরা তাহা করিব। আপনাদিগকে প্রস্তুত করিয়া রাখ; অর্থাৎ পবিত্রতা, বিশুদ্ধ স্বভাব এবং নিঃস্বার্থ-প্রেম-সম্পন্ন হও। দরিদ্র, দুঃখী, পদদলিতদিগকে ভালবাস; ভগবান তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। সময়ে সময়ে রামনাদের রাজা ও আর আর সকল বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবে ও যাহাতে তাঁহারা ভারতের সাধারণ লোকের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হন, তাহার চেষ্টা করিবে। তাঁহাদিগকে বল, তাঁহারা তাঁহাদের উন্নতির প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়া আছেন, আর যদি তাঁহারা উহাদের উন্নতির চেষ্টা না করেন, তবে তাঁহারা মনুষ্য-নামের যোগ্য নহেন। ভয় ত্যাগ কর, প্রভু তোমার সঙ্গেই রহিয়াছেন। তিনি নিশ্চয়ই ভারতের লক্ষ লক্ষ অনশনক্লিষ্ট ও অজ্ঞানান্ধ জনগণকে উন্নত করিবেন। এখানকার একজন রেলের কুলি তোমাদের অনেক যুবক এবং অধিকাংশ রাজ, রাজড়া হইতে অধিক শিক্ষিত। আমরাও কেন না উহাদের মত শিক্ষিত হইব? অবশ্য হইব। প্রত্যেক আমেরিকান নারী, লক্ষ লক্ষ হিন্দুললনা হইতে অধিক শিক্ষিতা। আমাদের মহিলাগণও কেন না উহাদের মত শিক্ষিতা হইবেন? অবশ্য তাঁহাদিগকে সেইরূপ শিক্ষিতা করিতে হইবে।

মনে করিও না, আমরা দরিদ্র; অর্থ জগতে শক্তি নহে, সাধুতাই, পবিত্রতাই শক্তি। আসিয়া দেখ, সমগ্র জগতে ইহাই প্রকৃত শক্তি কি না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ

পুঃ—ভাল কথা,—র প্রবন্ধের মত অদ্ভুত ব্যাপার আমি আর কখন দেখি নাই। এ যেন ব্যবসাদারের বিজ্ঞাপনের মত। সুতরাং উহা ধর্ম্ম-মহাসভায় পাঠের যোগ্য বিবেচিত হয় নাই। তাই ন—একটা পাশের হলে উহা হইতে কতক কতক অংশ পাঠ করিলেন, কিন্তু কেহই উহার একটা কথাও বুঝিল না। তাহাকে এ বিষয় কিছু বলিও না। অনেকটা ভাব খুব অল্প কথার ভিতর প্রকাশ করা একটা বিশেষ শিল্পকলা বলিতে হইবে। এমনকি,—র প্রবন্ধও অনেক কাটছাঁট করিতে হইয়াছিল। প্রায় ১০০০ এর অধিক প্রবন্ধ পড়া হইয়াছিল, সুতরাং তাহাদের ওরূপ আবোল তাবোল বক্তৃতা শুনিবার সময়ই ছিল না। অন্যান্য বক্তাদিগকে সাধারণতঃ যে আধ ঘণ্টা সময় দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা আমাকে অনেকটা অধিক সময় দেওয়া হইয়াছিল, কারণ, সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় বক্তাদিগকে—শ্রোতৃবৃন্দকে ধরিয়া রাখিবার জন্য সর্ব্বশেষে রাখা হইত। ভগবান তাহা-

দিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমার প্রতি তাহাদের কি সহানুভূতি! আর তাহাদের ধৈর্য্যই বা কত! তাহারা প্রাতে বেলা ১০টা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিবে—মধ্যে কেবল খাইবার জন্য আধ ঘণ্টা ছুটি—ইতিমধ্যে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ পাঠ হইতেছে—তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বাজে ও অসার—কিন্তু তাহারা তাহাদের প্রিয় বক্তাদের বক্তৃতা শুনিবার জন্য এই সমুদয় ক্ষণ অপেক্ষা করিত। সিংহলের ধর্ম্মপালও তাহাদের একজন প্রিয় বক্তা ছিল। * * তিনি বড়ই মিষ্ট লোক, আর এই মহাসভার অধিবেশনের সময় আমাদের খুব মেশামিশি হইয়াছিল।

পুনা হইতে আগত মিস্ সোরাবজী নামক জনৈকা খ্রীষ্টিয়ান মহিলা আর জৈনধর্ম্মের প্রতিনিধি মিষ্টার গান্ধি এদেশে আরো কিছুদিন থাকিয়া বক্তৃতা দিয়া ঘুরিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিবেন। আশা করি, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে। এ দেশে বক্তৃতা করা খুব লাভ-জনক ব্যবসা—অনেক সময় ইহাতে টাকা পাওয়া যায়। তুমি যে পরিমাণে লোক আকর্ষণ করিতে পারিবে, তাহার উপরই টাকা নির্ভর করিবে। মিঃ ইঙ্গারসোল প্রতি বক্তৃতায় ৫০০ হইতে ৬০০ ডলার পর্য্যন্ত পাইয়া থাকেন। তিনি এই দেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বক্তা।

আমি খেতরি মহারাজকে আমার আমেরিকার ফটো-গ্রাফ পাঠাইয়াছি। ইতি বি—

---

(৬)

(শোলাপুরের ভূতপূর্ব্ব ফয়েষ্ট অফিসার
শ্রীহরিপদ মিত্রকে লিখিত)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৯৩
জর্জ্জ, ডবলিউ, হেলের বাটী
৫৪১ ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ,
চিকাগো

কল্যাণবরেষু,

বাবাজী, তোমার পত্র কাল পাইয়াছি। তোমরা যে আমাকে মনে রাখিয়াছ, ইহাতে আমার পরমানন্দ। ভারতবর্ষের খবরের কাগজে চিকাগো-বৃত্তান্ত হাজির—বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, কারণ, আমি যাহা করি, গোপন করিবার যথোচিত চেষ্টা করি। এদেশে আশ্চর্য্যের বিষয় অনেক। বিশেষ এদেশে দরিদ্র ও দীনদরিদ্র নাই বলিলেই হয় ও এদেশের স্ত্রীদের মত স্ত্রী কোথাও দেখি নাই! সৎপুরুষ আমাদের দেশেও অনেক, কিন্তু এদেশের মেয়েদের মত মেয়ে বড়ই কম। 'যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু' 'যে দেবী সুকৃতি পুরুষের গৃহে স্বয়ং

শ্রীরূপে বিরাজমানা,'—চণ্ডী ৪।৫, একথা বড়ই সত্য। এদেশের তুষার যেমন ধবল, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে দেখিয়াছি। আর এরা কেমন স্বাধীন। সকল কাজ এরাই করে। স্কুল কলেজ মেয়েতে ভরা। আমাদের পোড়া দেশে মেয়েছেলের পথ চলিবার যো নাই। আর এদের কত দয়া! যতদিন এখানে এসেছি, এদের মেয়েরা বাড়ীতে স্থান দিতেছে, খেতে দিচ্ছে —লেক্‌চার দেবার সব বন্দোবস্ত করে, সঙ্গে কোরে বাজারে নিয়ে যায়, কি না করে, বলিতে পারি না। শত শত জন্ম এদের সেবা কর্‌লেও এদের ঋণমুক্ত হব না।

বাবাজী, শাক্ত শব্দের অর্থ জান? শাক্ত মানে মদ-ভাঙ্‌ নয়, শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রী-জাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন। এরা তাই দেখে; এবং মনু মহারাজ বলিয়াছেন যে, 'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ'। ৩।৫৬—যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী, সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহাকৃপা। এরা তাই করে। আর এরা তাই সুখী, বিদ্বান, স্বাধীন, উদ্যোগী। আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা-হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল—আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।

এদেশের ধনের কথা কি বলিব? পৃথিবীতে এদের

মত ধনী জাতি আর নাই। ইংরেজরা ধনী বটে কিন্তু, অনেক দরিদ্র আছে। এদেশে দরিদ্র নাই বলিলেই হয়। একটা চাকর রাখতে গেলে রোজ ৬ টাকা খাওয়া-পরা বাদ দিতে হয়। ইংলণ্ডে এক টাকা রোজ। একটা কুলী ৬ টাকা রোজের কম খাটে না। কিন্তু খরচও তেমনি। চার আনার কম একটা খারাপ চুরুট মেলে না। ২৪ টাকায় এক জোড়া মজবুত জুতো। যেমন রোজগার তেমনি খরচ। কিন্তু এরা যেমন রোজগার করিতে, তেমনি খরচ করিতে।

আর এদের মেয়েরা কি পবিত্র! ২৫ বৎসর ৩০ বৎসরের কমে কারুর বিবাহ হয় না। আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন। বাজার হাট, রোজগার, দোকান, কলেজ, প্রোফেসর—সব কাজ করে, অথচ কি পবিত্র! যাদের পয়সা আছে, তারা দিন রাত গরিবদের উপকারে ব্যস্ত। আর আমরা কি করি? আমার মেয়ে ১১ বৎসরের, বে না হলে খারাপ হয়ে যাবে! আমারা কি মানুষ, বাবাজী? মনু বলেছেন, 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ'—ছেলেদের যেমন ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য কোরে বিদ্যাশিক্ষা হবে, তেমনি মেয়েদেরও করিতে হইবে। কিন্তু আমরা কি কর্‌ছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পার? তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।

দ্বিতীয় দরিদ্র লোক। যদি কারুর আমাদের দেশে নীচ-কুলে জন্ম হয়, তার আর আশা ভরসা নাই, সে গেল। কেন হে বাপু? কি অত্যাচার! এদেশের সকলের আশা আছে, ভরসা আছে, Opportunities (সুবিধা) আছে। আজ গরিব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান হবে, জগৎমান্য হবে। আর সকলে দরিদ্রের সহায়তা করিতে ব্যস্ত। গড়ে ভারতবাসীর মাসিক আয় ২৲ টাকা। সকলে চেঁচাচ্ছেন, আমরা বড় গরীব, কিন্তু ভারতের দরিদ্রের সহায়তা করিবার কয়টা সভা আছে? কজন লোকের লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্য প্রাণ কাঁদে? হে ভগবান, আমরা কি মানুষ! ঐ যে পশুবৎ হাড়ি, ডোম তোমার বাড়ীর চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছ, তাদের মুখে একগ্রাস অন্ন দেবার জন্য কি করেছ, বল্‌তে পার? তোমরা তাদের ছোঁওনা, 'দূর্ দূর্' কর, আমরা কি মানুষ? ঐ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু ব্রাহ্মণ ফির্‌ছেন, তাঁরা এই অধঃপতিত দরিদ্র পদ-দলিত গরিবদের জন্য কি কর্‌ছেন? খালি বল্‌ছেন, 'ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা। এমন সনাতন ধর্ম্মকে কি কোরে ফেলেছে! এখন ধর্ম্ম কোথায়? খালি ছুঁৎমার্গ —আমায় ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা।

আমি এদেশে এসেছি, দেশ দেখ্‌তে নয়, তামাসা

দেখ্‌তে নয়, নাম কর্‌তে নয়, এই দরিদ্রের জন্য উপায় দেখ্‌তে। সে উপায় কি, পরে জান্‌তে পার্‌বে, যদি ভগবান সহায় হন।

এদের অনেক দোষও আছে। ফল এই ধর্ম্মবিষয়ে এরা আমাদের চেয়ে অনেক নীচে, আর সামাজিক সম্বন্ধে এরা অনেক উচ্চে। এদের সামাজিক ভাব আমরা গ্রহণ করিব, আর এদের আমাদের অদ্ভুত ধর্ম্ম শিক্ষা দিব।

কবে দেশে যাব জানি না, প্রভুর ইচ্ছা বলবান। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

ইতি বিবেকানন্দ

---

(৭)

(মাদ্রাজীদের প্রতি ; ইংরাজীর অনুবাদ)

জর্জ্জ, ডব্‌লিউ, হেলের বাটী,
৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ
চিকাগো
২৪শে জানুয়ারি, ১৮৯৪

প্রিয় বন্ধুগণ,

তোমাদের পত্র পাইয়াছি। আমি আশ্চর্য্য হইলাম যে, আমার সম্বন্ধে অনেক কথা ভারতে পৌঁছিয়াছে।

'ইন্টিরিয়ার' পত্রিকার সমালোচনা—সমুদয় আমেরিকা-বাসীর ভাব বলিয়া বুঝিও না; এই পত্রিকা এখানে কেহ জানে না বলিলেই হয়, আর ইহাকে এখানকার লোকে 'নীলনাসিক প্রেস্‌বিটেরিয়ান'দের কাগজ বলে। এ সম্প্রদায় খুব গোঁড়া। অবশ্য এই নীলনাসিকগণ সকলেই যে অভদ্র, তা নয়। সাধারণে যাহাকে আকাশে তুলিয়া দিতেছে, তাহাকে আক্রমণ করিয়া একটু বিখ্যাত হইবার ইচ্ছায় এই পত্রিকা ঐরূপ লিখিয়াছিল। আমেরিকাবাসী জনসাধারণ এবং পুরোহিতগণের অনেকেই আমাকে খুব যত্ন করিতেছেন। এইরূপ কোন বড় লোককে গালাগালি দিয়া পত্রিকাসকল যে খ্যাতমামা হইতে চায়, এই কৌশল এখানকার সকলেই জানে, সুতরাং এখানকার লোকে উহা কিছু গ্রাহ্য করে না। অবশ্য ভারতীয় মিশনারিগণ যে ইহা লইয়া একটা হুজুগ করিবার চেষ্টা করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদিগকে বলিও,—'হে য়াহুদী, লক্ষ্য কর, তোমার উপর এখন ঈশ্বরের বিচার আসিয়াছে।' তাহাদের প্রাচীন গৃহের ভিত্তি পর্য্যন্ত এক্ষনে যায় যায় হইয়াছে, আর তাহারা পাগলের মত যতই চীৎকার করুক না কেন, উহা ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে। মিশনারিদের জন্য অবশ্য আমার দুঃখ হয়। প্রাচ্যদেশবাসিগণ এখানে দলে দলে

আসাতে তাহাদের ভারতে গিয়া বড়মানুষী করিবার উপায় অনেক কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহাদের প্রধান প্রধান পুরোহিতগণের মধ্যে একজনও আমার বিরোধী নহেন। যাই হোক, যখন পুকুরে নামিয়াছি, তখন ভাল করিয়াই স্নান করিব। আমি তাহাদের সম্মুখে আমাদের ধর্ম্মের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধে একটি সংবাদপত্র হইতে কাটিয়া পাঠাইয়া দিলাম। আমার অধিকাংশ বক্তৃতাই মুখে মুখে। আশা করি এদেশ হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে পুস্তকাকারে সেগুলিকে গ্রথিত করিতে পারিব। ভারত হইতে কোন সাহায্যের আমার আবশ্যক নাই, এখানে আমার যথেষ্ট আছে। বরং তোমাদের নিকট যে টাকা আছে, তাহাদ্বারা এই ক্ষুদ্র বক্তৃতাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত কর এবং ভিন্ন দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করাও। আর চারিদিকে উহার প্রচার কর। ইহাতে আমাদের জাতীয় মনের সম্মুখে আমাদের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী উদিত রাখিবে। আর সেই কেন্দ্র বিদ্যালয়ের কথা এবং উহা হইতে ভারতের চতুর্দ্দিকে শাখাবিদ্যালয় সকল সংস্থাপনের কথাও ভুলিও না। আমি এখানে প্রাণপণে সহায়তা লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছি, তোমরা ভারতেও চেষ্টা কর। খুব দৃঢ়ভাবে কার্য্য কর। রামনাথ বা যে কোন নাথকে পাও, তাহার নিকট হইতেই

সহায়তা লাভের চেষ্টা কর। এই কার্য্যের জন্য টাকা ধীরে ধীরে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে থাক। যদিও এখানে এবার অর্থের বড়ই অনটন, তথাপি আমার যতদূর সাধ্য করিতেছি। এখানে এবং ইউরোপে ভ্রমণ করিবার সমুদয় খরচ আমার যথেষ্ট জোগাড় হইয়া যাইবে।

আমি কিডির পত্র পাইয়াছি। জাতিভেদ উঠিয়া যাইবে কি থাকিবে, এ সম্বন্ধে আমার কিছুই করিবার নাই। আমার উদ্দেশ্য এই যে, ভারতান্তর্গত বা ভারত-বহির্ভূত মনুষ্যজাতি যে মহৎ চিন্তারাশি সৃজন করিয়াছেন, তাহা অতি হীন, অতি দরিদ্রের নিকট পর্য্যন্ত প্রচার; তারপর তারা নিজেরা ভাবুক। জাতিভেদ থাকা উচিত বা উঠিয়া যাওয়া উচিত, স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত বা অনুচিত, এ বিষয়ে আমার মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতাই জীবন, উন্নতি এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের একমাত্র সহায়। যেখানে তাহা নাই, সেই মানুষ, সেই জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী।

জাতিভেদ থাকুক বা নাই থাকুক, কোন প্রণালীবদ্ধ মত প্রচলিত থাকুক বা নাই থাকুক, যে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী বা বর্ণ বা জাতি বা সম্প্রদায় অপর কোন ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও কার্য্যের শক্তিতে বাধা দেয়, (অবশ্য

যতক্ষণ পর্য্যন্ত না উহা কাহারও অনিষ্ট করে)—সে অন্যায় করিতেছে বুঝিতে হইবে এবং তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।"

আমার জীবনে এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যে আমি এমন একটি চক্র প্রবর্ত্তন করিব, যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চ উচ্চ তত্ত্বরাশি বহন করিয়া লইয়া যাইবে। তারপর প্রত্যেক নরনারী আপন আপন অদৃষ্ট আপনিই গঠন করিয়া লইবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এবং অন্যান্য জাতিরা জীবনের গুরুতর সমস্যাসমূহের সম্বন্ধে কি চিন্তা করিয়াছেন, তাহা তাহারা ভাবুক। বিশেষতঃ তাহারা দেখুক অপরে এক্ষণে কি করিতেছে। তারপর তারা কি করিবে, আপনারাই স্থির করুক। রাসায়নিক দ্রব্যগুলি আমরা একসঙ্গে রাখিয়া দিব মাত্র, কিন্তু উহারা প্রকৃতির নিয়মে কোন বিশেষ আকার ধারণ করিবে। আমেরিকান্ মহিলাগণ সম্বন্ধে বক্তব্য এই—তাঁহারা আমার খুব বন্ধু। শুধু চিকাগোয় নয়, সমুদয় আমেরিকায়। তাঁহাদের দয়ার জন্য আমি যে কতদূর কৃতজ্ঞ তাহা প্রকাশ করা আমার অসাধ্য। প্রভু তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই দেশে মহিলাগণ সমুদয় জাতীয় উন্নতির প্রতিনিধিস্বরূপ। পুরুষেরা কার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত বলিয়া শিক্ষায় তত মনোযোগ দিতে পারে না।

এখানকার মহিলাগণ প্রত্যেক বড় বড় কার্য্যের জীবন-স্বরূপ।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিবে, আমি তাঁহার ফনোগ্রাফের কথা বিস্মৃত হই নাই, তবে এডিশন ইহার একটি নূতন সংস্কার করিয়াছেন। যতদিন না তাহা বাহির হইতেছে, ততদিন আমি উহা ক্রয় করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না।

দৃঢ়ভাবে কার্য্য করিয়া যাও, অবিচলিত অধ্যবসায়শীল হও ও প্রভুতে বিশ্বাস রাখ। কাজে লাগো। আমি আসিতেছি। আমাদের কার্য্যের এই মূল কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখিবে—জনসাধারণের উন্নতি-বিধান—ধর্ম্মে এক-বিন্দুও আঘাত না করিয়া। মনে রাখিবে—দরিদ্রের কুটীরেই আমাদের জাতির জীবন। কিন্তু হায়, কেহই ইহাদের জন্য কিছুই করেন নাই। আমাদের আধুনিক সংস্কারকগণ বিধবা বিবাহ লইয়া বিশেষ ব্যস্ত! অবশ্য সকল সংস্কারকার্য্যেই আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু বিধবাগণের স্বামীর সংখ্যার উপরে কোন জাতির অদৃষ্ট নির্ভর করে না, জাতির অদৃষ্ট নির্ভর করে—জনসাধারণের অবস্থার উপর। তাহাদিগকে উন্নত করিতে পার? তাহাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করিয়া তাহাদিগকে আপনার পায় আপনি দাঁড়াইতে শিখাইতে

পার? তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও সাধনে ঘোর হিন্দু হইতে পার? ইহাই করিতে হইবে এবং আমরাই ইহা করিব। তোমরা সকলে ইহা করিবার জন্যই আসিয়াছ। আপনাতে বিশ্বাস রাখ। প্রবল বিশ্বাসই বড় বড় কার্য্যের জনক। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। মৃত্যু পর্য্যন্ত গরিব, পদদলিতদের উপর সহানুভূতি করিতে হইবে। ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র। এগিয়ে যাও, বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ!

তোমাদের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ

পুঃ—একটি কেন্দ্রবিদ্যালয় করিয়া সাধারণ লোকের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিতে হইবে এবং এই বিদ্যালয়ে শিক্ষিত প্রচারকগণের দ্বারা গরিবের বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া তাহাদের নিকট বিদ্যা ও ধর্ম্মের বিস্তার—এই ভাবগুলি প্রচার করিতে থাক। সকলেই যাহাতে এ বিষয়ে সহানুভূতি করে, তাহার চেষ্টা কর।

আমি তোমাদের নিকট খুব ভাল ভাল কতকগুলি কাগজ হইতে স্থানে স্থানে কাটিয়া পাঠাইতেছি। ইহাদের মধ্যে ডাঃ টমসের লেখাটি বিশেষ মূল্যবান, কারণ, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ না হইলেও একজন প্রধান ও

গণ্যমান্য পুরোহিত বটেন। 'ইন্টিরিয়ার' কাগজটার অতিরিক্ত গোঁড়ামি ও আমাকে গালাগালি দিয়া একটা নাম জাহির করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও উহাদেরও স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, আমি সর্ব্বসাধারণের প্রিয় বক্তা ছিলাম। আমি উহা হইতেও কতকটা কাটিয়া পাঠাইতেছি।

ইতি বি—

---

(৮)

(কোন মাদ্রাজী শিষ্যের প্রতি ; ইংরাজীর অনুবাদ)

৫৪১ ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো

৩রা মার্চ্চ, ১৮৯৪

প্রিয় কিডি,

আমি তোমার চিঠি পেয়েছিলুম, কিন্তু কি জবাব দেব, ভেবে পাই নি। তোমার শেষ চিঠিখানিতে আশ্বস্ত হলুম * *

বিশ্বাসে যে অদ্ভুত অন্তর্দ্দৃষ্টি লাভ হয় এবং একমাত্র এতেই যে মানুষকে পরিত্রাণ করতে পারে, এই পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে আমার একমত, কিন্তু এতে আবার গোঁড়ামি আস্‌বার ও ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার রোধ হবার আশঙ্কা আছে।

জ্ঞানমার্গ খুব ঠিক, কিন্তু এতে আশঙ্কা এই পাছে শুষ্ক বাদ-বিতণ্ডায় দাঁড়ায়।

ভক্তি খুব বড় জিনিস, কিন্তু এতে নিরর্থক ভাবুকতা এসে আসল জিনিসটাই নষ্ট হবার যথেষ্ট ভয় আছে।

এই সবগুলির সামঞ্জস্যই দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এরূপ সমন্বয়পূর্ণ ছিল। কিন্তু এরূপ মহাপুরুষ-গণ কালেভদ্রে জগতে এসে থাকেন। তবে তাঁর জীবন ও উপদেশ আদর্শ-স্বরূপ সাম্‌নে রেখে আমরা এগুতে পারি। আর আমাদের মধ্যে একজনও যদি সেই আদর্শে পূর্ণতা লাভ কর্‌তে না পারে, তবু আমরা এক একজন জীবনে এক এক ভাবের বিকাশ কোরে এমন কোরে তুল্‌তে পারি, যাতে একঘেয়ে ভাবটা দূর হয়, যেন সবগুলো জীবনে মিলে একটা পূর্ণ জীবন, এক জনের যেটা অভাব, যেন অপরের জীবনের দ্বারা তা পূর্ণ হচ্চে। এতে প্রত্যেকের জীবনেই সমন্বয়ভাবের প্রকাশ হলো না বটে, কিন্তু এতে কতকগুলি লোকের মধ্যে একটা সমন্বয় হলো, আর তাই যে অন্য অন্য প্রচলিত ধর্ম্মমত হতে একটা সুনিশ্চিত উন্নতির সোপান হলো।

কোন ধর্ম্ম যদি মানুষের বা সমাজের জীবনে কিছু কার্য্য কর্‌তে চায়, তা হলে তাই নিয়ে একেবারে মেতে

যাওয়া দরকার ; এ কথা ঠিক, কিন্তু যেন উহাতে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব না আসে, এটি লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে। আমরা এই জন্যে একটি অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় হতে চাই। সম্প্রদায়ের যে সকল উপকারিতা, তাও তাতে পাব, আবার তাতে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের উদারভাব থাক্‌বে।

ভগবান্ যদিচ সর্ব্বত্র আছেন বটে, কিন্তু তাঁকে আমরা জান্‌তে পারি কেবল মানবচরিত্রের মধ্য দিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের মত এত উন্নত চরিত্র কোন কালে কোন মহাপুরুষের হয় নাই, সুতরাং আমাদের তাঁকেই কেন্দ্র-স্বরূপ কোরে তাঁকেই ধরে থাকা উচিত। অবশ্য যে তাঁকে যে ভাবে নিক্, তাতে কোন বাধা দেওয়া উচিত নয়। কেউ আচার্য্য বলুক, কেউ পরিত্রাতা বলুক, কেউ ঈশ্বর বলুক, কেউ আদর্শ পুরুষ বলুক, কেউ বা মহাপুরুষ বলুক, যার যা খুসি, সে তাঁকে সেই ভাবে নিক্।

আমরা সামাজিক সাম্যবাদ বা বৈষম্যবাদ কিছুই প্রচার করি না। তবে বলি যে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সকলেরই সমান অধিকার, আর তাঁর শিষ্যদের ভেতর যাতে কি মতে, কি কার্য্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে, এইটির দিকেই আমাদের বিশেষ দৃষ্টি। সমাজ আপনার ভাবনা আপনি ভাবুক গে। আমরা কোন মতাবলম্বীকেই বাদ দিতে চাই

না! একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসই হউক বা 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ'ই বলুক, অদ্বৈতবাদীই হউক বা বহুদেবে বিশ্বাসীই হউক, অজ্ঞেয়বাদীই হউক বা নাস্তিকই হউক, আমরা কাকেও বাদ দিতে চাই না; কিন্তু শিষ্য হতে গেলে তাকে কেবল এইটুকুমাত্র কর্‌তে হবে যে, তাকে এমন চরিত্র গঠন করতে হবে, তা যেমন উদার, তেমনি গভীর।

চরিত্র গঠন সম্বন্ধেও আমরা কোন বিশেষ নৈতিক মতের পোষকতা করি না বা খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধেও সকলকে এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চল্‌তে বলি না। অবশ্য যাতে অপরের কিছু অনিষ্ট হয়, তা কর্‌তে আমরা লোককে বারণ করে থাকি।

ধর্ম্মাধর্ম্মের এইটুকু লক্ষণ বোলে, আমরা লোককে তার পর নিজের বিচারের উপর নির্ভর কর্‌তে বলি। যাতে উন্নতির বিঘ্ন করে বা পতনের সহায়তা করে, তাই পাপ বা অধর্ম্ম, আর যাতে তাঁর মত হবার সাহায্য করে, তাই ধর্ম্ম।

তারপর কোন্ পথ তার ঠিক উপযোগী, কোন্‌টাতে তার উপকার হবে, সে বিষয় প্রত্যেকে নিজে নিজে বেছে নিয়ে সেই পথে যাক্; এ বিষয়ে আমরা সকলকে স্বাধীনতা দিই। একজনের হয় ত মাংস খেলে উন্নতি সহজে হতে পারে, আর একজনের ফলমূল খেয়ে থাক্‌লে হয়! যার

যা নিজের ভাব, সে তা করুক। কিন্তু একজন যা কচ্ছে, তা যদি অপরে করে, তার ক্ষতি হতে পারে বোলে সেই অপরের কোন অধিকার নাই যে, সে তাকে গাল দেবে, অপরকে নিজের মতে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করা ত দূরের কথা। কতকগুলি লোকের হয় ত সহধর্ম্মিণী দ্বারা উন্নতির খুব সাহায্য হতে পারে, অপরের পক্ষে হয় ত তাতে বিশেষ ক্ষতি করে। তা বলে অবিবাহিত ব্যক্তির বিবাহিত শিষ্যকে বলবার কোন অধিকার নেই যে, তুমি ভুল পথে যাচ্চ, জোর কোরে তাকে নিজের মতে আন্‌বার চেষ্টা ত দূরের কথা।

আমাদের বিশ্বাস—সব প্রাণীই ব্রহ্মস্বরূপ। প্রত্যেক আত্মাই যেন মেঘে ঢাকা সূর্য্যের মত, আর, একজনের সঙ্গে আর একজনের তফাত কেবল এই,—কোথাও সূর্য্যের উপর মেঘের ঘন আবরণ, কোথাও এই আবরণ একটু তরল। আমাদের বিশ্বাস—জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইহা সকল ধর্ম্মেরই ভিত্তিস্বরূপ; আর ভৌতিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক ভূমিতে মানবের উন্নতির সমগ্র ইতিহাসের সার কথাটাই এই,—আত্মার স্বরূপের কখন ব্যক্ত, কখন বা অব্যক্ত ভাব হচ্চে।

এক আত্মাই বিভিন্ন উপাধির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছেন।

আমাদের বিশ্বাস,—ইহাই বেদের সার রহস্য।

আমাদের বিশ্বাস,—প্রত্যেক ব্যক্তির অপর ব্যক্তিকে এই ভাবে অর্থাৎ ঈশ্বর বলিয়া চিন্তা করা ও তার সহিত সেইরূপ ভাবে অর্থাৎ ঈশ্বরের মত ব্যবহার করা উচিত, আর তাকে কোন মতে বা কোনরূপে ঘৃণা, নিন্দা বা কোনরূপে তার অনিষ্টের চেষ্টা করা উচিত নয়। আর ইহা যে শুধু সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য, তা নয়, সকল নর-নারীরই ইহা কর্ত্তব্য।

আমাদের বিশ্বাস,—আত্মাতে লিঙ্গভেদ বা জাতিভেদ নাই বা তাঁতে অপূর্ণতা নাই।

আমাদের বিশ্বাস,—সমুদয় বেদ, দর্শন, পুরাণ ও তন্ত্র-রাশির ভিতর কোথাও এ কথা নাই যে, আত্মাতে লিঙ্গ, ধর্ম্ম বা জাতিভেদ আছে। এই হেতু যাঁরা বলেন, ধর্ম্মের সহিত সমাজ-সংস্কারের কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁদের সহিত আমরা একমত। কিন্তু তাঁদিকে আবার আমাদের এ কথা মানতে হবে যে, তা হলেই ধর্ম্মেরও কোনরূপ সামাজিক বিধান দিবার বা সকল জীবের মধ্যে বৈষম্যবাদ প্রচার কর্‌বার কোন অধিকার নেই, যখন ধর্ম্মের লক্ষ্যই হচ্চে—এই কাল্পনিক ও ভয়ানক বৈষম্যকে একেবারে নাশ কোরে ফেলা।

যদি একথা বলা হয়, এই বৈষম্যের ভিতর দিয়ে

গিয়েই আমরা চরমে সমত্ব ও একত্বভাব লাভ কর্‌ব,—তাতে আমাদের উত্তর এই, তাঁরা যে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বল্‌ছেন, সেই ধর্ম্মেই পুনঃপুনঃ বলেছে, পাঁক দিয়ে পাঁক ধোয়া যায় না।

বৈষম্যের ভিতর দিয়ে সমত্বে যাওয়া কি রকম, না, যেন অসৎকার্য্য কোরে সৎ হওয়া।

সুতরাং সিদ্ধান্ত হচ্চে, সামাজিক বিধানগুলি সমাজের নানা প্রকার অবস্থাসজ্ঘাত হতে উৎপন্ন—ধর্ম্মের অনুমোদনে। ধর্ম্মের ভয়ানক ভ্রম হয়েছে যে, সামাজিক ব্যাপারে ধর্ম্ম হাত দিলেন, কিন্তু এখন আবার ভণ্ডামি করে বল্‌চেন, সমাজসংস্কারের সঙ্গে ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ। এ কথা বলায় ধর্ম্ম নিজের আচরণ নিজেই খণ্ডন কচ্চেন। সত্য, এখন দরকার হচ্চে যেন ধর্ম্ম সমাজসংস্কারে না দাঁড়ান, কিন্তু আমরা সেইজন্যই একথাও বলি, ধর্ম্ম যেন সমাজের বিধানদাতা না হন, অন্ততঃ বর্ত্তমান কালে।

অপরের অধিকারে হাত দিতে যেও না, আপনার সীমার ভিতর আপনাকে রাখ, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

১ম, শিক্ষা হচ্চে,—মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম হতেই বর্ত্তমান, তারই প্রকাশ করা।

২য়, ধর্ম্ম হচ্চে,—মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম হতেই বর্ত্তমান, তারই প্রকাশ।

সুতরাং উভয় স্থলেই উপদেষ্টার কার্য্য কেবল পথ থেকে বাধাবিঘ্নগুলি সরিয়ে দেওয়া। আমি যেমন সর্ব্বদা বোলে থাকি, অপরের অধিকারে হাত দিও না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

অর্থাৎ আমাদের কর্ত্তব্য,—রাস্তা সাফ কোরে দেওয়া—তিনিই সব করেন!

সুতরাং তোমার এইটুকু বিশেষ কোরে মনে রাখা দরকার; কারণ, দেখ্ছি, আমার দিন রাত মনে হয়, ধর্ম্মের কাজ কেবল আত্মাকে নিয়ে, সামাজিক বিষয়ের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সংস্রব রাখবার দরকার নেই। তোমার এ কথাও ভাবা উচিত যে, যে যুক্তিতে এখন ধর্ম্মকে সমাজসংস্কার থেকে পৃথক্ কোর্ছো, ঠিক সেই যুক্তিই, ধর্ম্ম, সমাজের বিধান প্রস্তুত কোরে দিয়ে পূর্ব্বে থেকেই যে অনর্থ কোরে বোসে আছে, ধর্ম্মের সেই অনধিকার-চর্চ্চাতেও দোষারোপ করে। এখন ধর্ম্মকে সমাজ থেকে পৃথক্ কর্বার চেষ্টা কি রকম জান? যেন কোন লোক জোর কোরে একজনের বিষয় কেড়ে নিয়েছে। এখন সে ব্যক্তি যখন তার বিষয় পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পাচ্চে, তখন সে নাকে কেঁদে মানবাধিকারের পবিত্রতার মত ঘোষণা কর্ছে!!!

দুষ্ট পুরুতগুলোর সমাজের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে

অত গায়ে পড়ে বিধান দেবার কি দরকার ছিল? তাইতেই ত লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন কষ্ট পাচ্চে!

তুমি মাংসভুক্ ক্ষত্রিয়গণের কথা বলেছ। ক্ষত্রিয়েরা মাংসই খাক্, আর নাই খাক্, তারাই, হিন্দুধর্ম্মের ভিতর যা কিছু মহৎ ও সুন্দর জিনিস দেখ্তে পাচ্চ, তার জন্মদাতা। উপনিষদ্ লিখেছিল কারা? রাম কি ছিলেন? কৃষ্ণ কি ছিলেন? বুদ্ধ কি ছিলেন? জৈনদের তীর্থঙ্করেরা কি ছিলেন? যখনই ক্ষত্রিয়েরা ধর্ম্ম উপদেশ দিয়েছেন, তাঁরা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সব্বাইকে ধর্ম্মের অধিকার দিয়েছেন, আর যখনি ব্রাহ্মণেরা কিছু লিখেছেন, তাঁরা অপরকে সকল রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন, এই ভাব তাঁদের দেখা যায়। আহাম্মক, গীতা আর ব্যাসসূত্র পড় অথবা আর কারু ঠেঙ্গে শুনে নাও। গীতায় মুক্তির রাস্তায় সকল নরনারী, সকল জাতি, সকল বর্ণের অধিকার দিয়েছেন, আর ব্যাস গরিব শূদ্রদের বঞ্চিত কর্বার জন্য বেদের স্বকপোলকল্পিত অর্থ করছেন। ঈশ্বর কি তোমার মত আহাম্মক, তিনি কি এতই ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান যে, এক টুক্রা মাংসে তাঁর দয়া-নদীতে চড়া পড়ে যাবে? যদি তিনি সেই রকম হন, তবে তাঁর মূল্য এক কড়া কানা কড়িও নয়। যাক্, ঠাট্টা থাক্,—বৎস,

তোমায় আমার বক্তব্য এই, কি প্রণালীতে তোমার চিন্তাকে নিয়মিত কর্তে হবে, এই চিঠিতে তার গোটা কতক সঙ্কেত দিলাম।

আমার কাছ থেকে কিছু আশা কোরো না। তোমাকে আমি পূর্ব্বেই লিখেছি, পূর্ব্বেই তোমাকে বলেছি, আমার স্থির বিশ্বাস এই, মাদ্রাজীদের দ্বারাই ভারতের উন্নতি হবে। তাই বল্‌ছি, হে মাদ্রাজবাসী যুবকবৃন্দ, তোমাদের মধ্যে গোটা কতক লোক এই নূতন ভগবান রামকৃষ্ণকে কেন্দ্র কোরে এই নূতন ভাবে একেবারে মেতে উঠ্‌তে পার কি? উপাদান সংগ্রহ কোরে একখানা সংক্ষিপ্ত রামকৃষ্ণ-জীবনী লেখ দেখি। সাবধান, যেন তার মধ্যে কোন অলৌকিক ঘটনাসমাবেশ কোরো না—অর্থাৎ জীবনীটি লেখা হবে তাঁর উপদেশের উদাহরণস্বরূপে। কেবল তাঁর কথা তার মধ্যে থাকবে। খবরদার, তার মধ্যে আমাকে বা অন্য কোন জীবিত ব্যক্তিকে যেন এনো না। প্রধান লক্ষ্য থাক্‌বে, তাঁর শিক্ষা, তাঁর উপদেশ জগৎকে দেওয়া, আর জীবনীটি তারই উদাহরণস্বরূপ হবে। তাঁর জীবনের অন্যান্য ঘটনা সাধারণ লোকের জন্য নয়। আমি নিজে অযোগ্য হলেও আমার একটি কাজ ছিল এই, যে-রত্নের কৌটা আমার হাতে দেওয়া হয়েছিল, তা মাদ্রাজে নিয়ে এসে তোমাদের হাতে দেওয়া।

কপট, হিংসুক, দাসভাবাপন্ন, কাপুরুষ, যারা কেবল জড়ে বিশ্বাসী, তারা কখন কিছু করতে পারে না। ঈর্ষ্যাই আমাদের দাসসুলভ জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ক-স্বরূপ। এমন কি, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ পর্য্যন্ত এই ঈর্ষ্যার দরুণ কিছু কর্‌তে পারেন না।

আমাকে মনে কর, আমার করবার যা কিছু কোরে চুকিছি—এখন মরে গেছি ; এইটি ভাব যে, সব কাজের ভার তোমাদের ঘাড়ে। হে মাদ্রাজবাসী যুবকবৃন্দ, ভাব যে, তোমরা এই কাজ কর্‌বার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট। তোমরা কাজে লাগো, ঈশ্বর তোমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ভুলে যাও, কেবল রামকৃষ্ণকে প্রচার কর, তাঁর উপদেশ, তাঁর জীবনী প্রচার কর। কোন লোকের বিরুদ্ধে, কোন সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে কিছু বোলো না। জাতিভেদের স্বপক্ষে বিপক্ষে কিছু বোলো না, অথবা সামাজিক কোন কুরীতির বিরুদ্ধেও কিছু বল্‌বার দরকার নাই। কেবল লোককে বল, গায়ে পড়ে কারু অধিকারে হস্তক্ষেপ কর্‌তে যেও না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

সাহসী, দৃঢ়নিষ্ঠ, প্রেমিক যুবকবৃন্দ, তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জান্‌বে। ইতি—

তোমাদেরই বিবেকানন্দ

(৯)

(মাদ্রাজীদের প্রতি)

ইংরাজীর অনুবাদ

চিকাগো,

২৮শে মে, ১৮৯৪

প্রিয় আ—

আমি তোমার পত্রের উত্তর পূর্ব্বে দিতে পারি নাই, কারণ, আমি নিউইয়র্ক হইতে বোষ্টন পর্য্যন্ত নানা স্থানে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম আর আমি ন—র পত্রের অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমার সম্বন্ধে কিছু লিখিবার পূর্ব্বে তোমাকে ন—র কথা কিছু বলিব। কতকগুলো বিট্‌কেল দুষ্ট লোক ও মাগীর সঙ্গে মিশিয়া সে একেবারে গোল্লায় গিয়াছে—এখন কেউ তাহাকে কাছে ঘেঁসিতে দেয় না। যাহা হউক, অধোগতির চরম সীমায় পৌঁছিয়া সে আমাকে সাহায্যের জন্য লেখে। আমিও তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব। যাহা হউক, তুমি তাহার আত্মীয়স্বজনকে বলিবে, তাহারা যেন শীঘ্র তাহাকে দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য ভাড়া পাঠায়। তাহারা কুক কোম্পানীর নামে টাকা পাঠাইতে পারে—তাহারা ওকে নগদ টাকা না দিয়া ভারতের একখানা টিকিট দেবে। আমার বোধ হয় প্রশান্ত মহাসাগরের রাস্তায় যাওয়াই তাহার

পক্ষে ভাল—ঐ রাস্তার পথে কোথাও নামিয়া পড়িবার প্রলোভন কিছু নেই। বেচারা বিশেষ কষ্টে পড়িয়াছে—অবশ্য যাহাতে সে অনশনক্লেশ না পায়, সেই দিকে আমি দৃষ্টি রাখিবো। ফটোগ্রাফ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই, এখন আমার নিকট একখানাও নাই—খানকতক পাঠাইবার জন্য অর্ডার দিব। খেতড়ির মহারাজকে আমি কয়েকখানা পাঠাইয়াছিলাম এবং তিনি তাহা হইতে কতকগুলি ছাপাইয়াছিলেন—ইতিমধ্যে তুমি তাহা হইতে কতকগুলি পাঠাইবার জন্য লিখিতে পার।

জানি না, আমি কবে ভারতে যাইব। সমুদয় ভার তাঁহার উপর ফেলিয়া দেওয়া ভাল, যিনি আমার পশ্চাতে থাকিয়া আমাকে চালাইতেছেন।

আমাকে ছাড়িয়া কাজ করিবার চেষ্টা কর, যেন আমি কখন ছিলাম না। কোন ব্যক্তির বা কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা করিও না। যাহা পার করিয়া যাও, কাহারও উপর কোন আশা রাখিও না। ধর্ম্মপাল যে তোমাদের বলেছিল, আমি এদেশ থেকে যত ইচ্ছা টাকা পাইতে পারি, সে কথা ঠিক নয়। এ বছরটা এদেশে বড়ই দুর্ব্বৎসর—উহারা নিজেদের দরিদ্রদেরই সব অভাব দূর করিতে পারিতেছে না। যাহা হউক্, এরূপ সময়েও আমি যে উহাদের নিজেদের বক্তাদের অপেক্ষা

অনেক সুবিধা করিতে পারিয়াছি, তাহার জন্য উহাদিগকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

কিন্তু এখানে ভয়ানক খরচ হয়। যদিও প্রায় সর্ব্বদাই ও সর্ব্বত্রই আমি ভাল ভাল ও বড় বড় পরিবারের মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছি, তথাপি টাকা যেন উড়িয়া যায়।

আমি বলিতে পারি না, আগামী গ্রীষ্মকালে এদেশ হইতে চলিয়া যাইব কি না; সম্ভবতঃ, না।

ইতিমধ্যে তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে এবং আমাদের উদ্দেশ্য যাহাতে অগ্রসর হয়, তাহার চেষ্টা কর। বিশ্বাস কর যে তোমরা সব করিতে পার। জানিয়া রাখ যে, প্রভু আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন, আর অগ্রসর হও, হে বীরহৃদয় বালকগণ!

আমার দেশ আমাকে যথেষ্ট আদর করিয়াছে। আদর করুক আর নাই করুক, তোমরা ঘুমাইয়া থাকিও না, তোমরা শিথিল-প্রযত্ন হইও না। মনে রাখিবে যে, আমাদের উদ্দেশ্যের এক বিন্দুও এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। শিক্ষিত যুবকগণের উপর কার্য্য কর, তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া সংঘবদ্ধ কর। বড় বড় কাজ কেবল খুব স্বার্থত্যাগ দ্বারাই হইতে পারে। স্বার্থের আবশ্যকতা নাই, নামেরও নয়, যশেরও নয়, তা

তোমারও নয়, আমারও নয় বা আমার গুরুর পর্য্যন্ত নয়। উদ্দেশ্য, লক্ষ্য যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা কর; হে বীরহৃদয় মহদাশয় বালকগণ! উঠে পড়ে লাগো! নাম, যশ বা অন্য কিছু তুচ্ছ জিনিষের জন্য পশ্চাতে চাহিও না। স্বার্থকে একেবারে বিসর্জ্জন দাও ও কার্য্য কর। মনে রাখিও,—'তৃণৈর্গুণত্ব-মাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ'—অনেকগুলি তৃণগুচ্ছ একত্র করিয়া রজ্জু প্রস্তুত হইলে তাহাতে মত্ত হস্তীকেও বাঁধা যায়। তোমাদের সকলের উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক! তাঁহার শক্তি তোমাদের সকলের ভিতর আসুক,—আমি বিশ্বাস করি, তাঁর শক্তি তোমাদের মধ্যে বর্ত্তমানই রহিয়াছে। বেদ বলিতেছেন, 'উঠ, জাগো, যত দিন না লক্ষ্যস্থলে পঁহুছিতেছ, থামিও না'। জাগো, জাগো, দীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়। দিবার আলো দেখা যাইতেছে। মহাতরঙ্গ উঠিয়াছে। কিছুতেই উহার বেগ রোধ করিতে পারিবে না। আমি পত্রের উত্তর দিতে দেরী করিলে বিষণ্ণ হইও না বা নিরাশ হইও না। লেখায় কি ফল? উৎসাহ, বৎস, উৎসাহ—প্রেম, বৎস, প্রেম। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা। আর ভয় করিও না, সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ—ভয়!

সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ। মাদ্রাজের যে সকল

মহোদয় ব্যক্তি আমাদের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই আমার অনন্ত কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা। কিন্তু আমি তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তাঁহারা কার্য্যে শৈথিল্য না দেন, আর চারিদিকে ভাব ছড়াইতে থাক।

অহঙ্কৃত হইও না। গোঁড়াদের মত জোর করিয়া কাহাকেও কিছু বিশ্বাস করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিও না, কোন কিছুর বিরুদ্ধেও বলিও না। আমাদের কাজ কেবল ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য একত্রে রাখিয়া দেওয়া। প্রভু জানেন, কিরূপে ও কখন তাহারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিবে। সর্ব্বোপরি আমার বা তোমাদের কৃতকার্য্যতায় অহঙ্কৃত হইও না, বড় বড় কাজ এখনও করিতে বাকি। যাহা ভবিষ্যতে হইবে, তাহার সহিত তুলনায় এই সামান্য সিদ্ধি অতি তুচ্ছ। বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, প্রভুর আজ্ঞা—ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে, সাধারণে এবং দরিদ্র ব্যক্তিরা সুখী হইবে; আর আনন্দিত হও যে, তোমরাই তাঁহার কার্য্য করিবার নির্ব্বাচিত যন্ত্র। ধর্ম্মের বন্যা আসিয়াছে। আমি দেখিতেছি, উহা পৃথিবীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, কিছুতে উহাকে বাধা দিতে পারিতেছে না—অনন্ত, অনন্ত, সর্ব্বগ্রাসী; সকলেই সম্মুখে যাও, সকলের

শুভেচ্ছা উহার সহিত যোগ দাও। সকল হস্ত উহার পথের বাধা সরাইয়া দিক্। জয়! প্রভুর জয়!

সু—, কৃ—, ভ—এবং আমার অন্যান্য বন্ধুগণকে আমার গভীর ভালবাসা শ্রদ্ধা জানাইবে। তাঁহাদিগকে বলিবে, যদিও সময়াভাবে তাঁহাদিগকে কিছু লিখিতে পারি না, কিন্তু হৃদয় তাঁহাদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট আছে। আমি তাঁহাদিগের ধার কখন শুধিতে পারিব না। প্রভু তাঁহাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আমার কোন সাহায্যের আবশ্যকতা নাই তোমরা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটি ফণ্ড করিবার চেষ্টা কর। সহরের সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্রগণের যেখানে বাস, সেখানে একটি মৃত্তিকানির্ম্মিত কুটীর ও হল প্রস্তুত কর। গোটা-কতক ম্যাজিক লণ্ঠন, কতকগুলি ম্যাপ, গ্লোব এবং কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য যোগাড় কর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে গরিবদিগকে, এমন কি, চণ্ডাল-গণকে পর্য্যন্ত জড় কর, তাহাদিগকে প্রথমে ধর্ম্ম উপদেশ দাও, তারপর ঐ ম্যাজিক লণ্ঠন ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতি চলিত ভাষায় শিক্ষা দাও। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত এক যুবকদল গঠন কর। তোমাদের উৎসাহাগ্নি তাহাদের ভিতর জ্বালিয়া দাও।

আর ক্রমশঃ এই দল বাড়াইতে থাক—ক্রমশঃ উহার পরিধি বাড়িতে থাকুক। তোমরা যতটুকু পার, কর। যখন নদীতে জল কিছুই থাকিবে না—তখনই পার হইব বলিয়া বসিয়া থাকিবে না। পত্রিকা, সংবাদপত্র প্রভৃতি পরিচালন ভাল, সন্দেহ নাই, কিন্তু চিরকাল চীৎকার ও কলমপেশা হইতে প্রকৃত কার্য্য, যতই সামান্য হউক, অনেক ভাল। ভ—এর গৃহে একটি সভা আহ্বান কর। কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বে আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, সেইগুলি ক্রয় কর। একটি কুটীর ভাড়া লও এবং কাজে লাগিয়া যাও। পত্রিকাদি গৌণ, কিন্তু ইহাই মুখ্য। যে কোনরূপেই হউক, সাধারণ দরিদ্রলোকের উন্নতিবিধান করিতেই হইবে। কার্য্যের আরম্ভ খুব সামান্য হইল বলিয়া ভয় পাইও না। এই ছোট হইতেই বড় হইয়া থাকে। সাহস অবলম্বন কর। নেতা হইতে যাইও না, সেবা কর। নেতৃত্বের এই পাশব-প্রবৃত্তি জীবনসমুদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবাইয়াছে। এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হও অর্থাৎ মৃত্যুকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া নিঃস্বার্থ হও ও কাজ কর। আমার যাহা যাহা বলিবার ছিল, তোমাদিগকে সব লিখিতে পারিলাম না। হে বীরহৃদয় বালকগণ! প্রভু তোমাদিগকে সব বুঝাইয়া দিবেন। লাগো, লাগো বৎসগণ! প্রভুর জয়! কিডিকে

আমার ভালবাসা জানাইবে। আমি সেক্রেটারী সাহেবের পত্র পাইয়াছি।

তোমাদের স্নেহের
বিবেকানন্দ

(১০)

(মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব মহারাজের প্রতি)
ইংরাজীর অনুবাদ

চিকাগো,
২৩শে জুন, ১৮৯৪

মহারাজ,

শ্রীনারায়ণ আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের কল্যাণ করুন। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি এদেশে আসিতে সমর্থ হইয়াছি। এখানে আসার পর আমাকে এদেশে সকলে বিশেষরূপ জানিতে পারিয়াছে। আর এদেশের আতিথেয় ব্যক্তিবর্গ আমার সমুদয় অভাব পূরণ করিয়া দিয়াছে। অনেক বিষয়ে এ এক আশ্চর্য্য দেশ—ও এক অদ্ভুত জাতি! প্রথমতঃ, জগতের মধ্যে কল কারখানার উন্নতি বিষয়ে এ জাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এদেশের লোক নানাপ্রকার শক্তিকে যেমন কাজে লাগায়, অন্য কোথাও তদ্রূপ

নহে—এখানে কেবল কল আর কল! আবার দেখুন, ইহাদের সংখ্যা সমুদয় জগতের লোকসংখ্যার বিশ ভাগের এক ভাগ হইবে, কিন্তু ইহারা জগতের ধনরাশির পুরা এক ষষ্ঠাংশ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। ইহাদের ঐশ্বর্য্যবিলাসের সীমা নাই, আবার সব জিনিসই এখানে অতিশয় দুর্ম্মূল্য। এখানে পরিশ্রমের মাহিনা জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তথাপি শ্রমজীবী ও মূলধনীদের মধ্যে নিত্য বিবাদ চলিয়াছে।

তারপর, আমেরিকান্ মহিলাগণের অবস্থার দিকে সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পৃথিবীর আর কোথাও স্ত্রীলোকের এত অধিকার নাই। ক্রমশঃ তাহারা সব আপনাদের হাতে লইতেছে, আর আশ্চর্য্যের বিষয়, এখানে শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যা শিক্ষিত পুরুষ হইতে অধিক। অবশ্য খুব উচ্চপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অধিকাংশই পুরুষ। এই পর্য্যন্ত ইহাদের ভাল দিক্ বলা গেল। এখন ইহাদের দোষের কথা বলি। প্রথমতঃ, মিশনরিগণ ভারতবর্ষে তাঁহাদের দেশের লোকের ধর্ম্মপ্রবণতা সম্বন্ধে যতই বাজে গল্প করুন না কেন, প্রকৃত পক্ষে এদেশের ৬ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের ভিতর জোর এক কোটি নব্বই লক্ষ লোকে একটু আধটু ধর্ম্ম করিয়া থাকে। অবশিষ্ট লোকে কেবল খাওয়া দাওয়া ও টাকা

রোজগার ছাড়া আর কিছুর জন্য মাথা ঘামায় না। পাশ্চাত্যেরা আমাদের জাতিভেদ সম্বন্ধে যতই তীব্র সমালোচনা করুন না কেন, তাঁহাদের আবার আমাদের অপেক্ষা জঘন্য জাতিভেদ আছে—অর্থগত জাতিভেদ। আমেরিকানরা বলে সর্ব্বশক্তিমান্ ডলার এখানে সব করিতে পারে; এদিকে আবার গরিবদের টাকা নেই। নিগ্রোদের (যাহারা অধিকাংশ দক্ষিণবিভাগে বাস করে) উপর তাহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে বক্তব্য এই, উহা পৈশাচিক। সামান্য অপরাধে ইহাদিগকে বিনা বিচারে জীবিত অবস্থায় চামড়া ছাড়াইয়া মারিয়া ফেলে। এদেশে যত আইন কানুন, অন্য কোন দেশে এত নাই, আবার এদেশের লোকে আইনের যত কম মর্য্যাদা রাখিয়া চলে, আর কোন দেশেই তত নয়।

মোটের উপর আমাদের দরিদ্র হিন্দুরা এই পাশ্চাত্যগণ হইতে অনেক অধিক নীতিপরায়ণ। ইহাদের ধর্ম্ম হয় ভণ্ডামি, না হয় গোঁড়ামি। পণ্ডিতেরা নাস্তিক, আর যাঁহারা একটু স্থিরবুদ্ধি ও চিন্তাশীল, তাঁহারা তাঁহাদের কুসংস্কার ও দুর্নীতিপূর্ণ ধর্ম্মের উপর একেবারে বিরক্ত, তাঁহারা নূতন আলোকের জন্য ভারতের দিকে তাকাইয়া আছেন। মহারাজ, আপনি না দেখিলে বুঝিতে পারিবেন না, ইহারা পবিত্র বেদের গভীর

চিন্তারাশির অতি সামান্য অংশও কত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে, কারণ, আধুনিক বিজ্ঞান, ধর্ম্মের উপর যে পুনঃ পুনঃ তীব্র আক্রমণ করিতেছে, বেদই কেবল উহাকে বাধা দিতে পারে এবং ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে। ইহাদের শূন্য হইতে সৃষ্টির মতে, আত্মা সৃষ্টপদার্থ এই মতে—স্বর্গনামক স্থানে সিংহাসনে উপবিষ্ট একজন মহাক্রূর ও অত্যাচারী ঈশ্বরের মতে, অনন্ত নরকের মতে সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই বিরক্ত হইয়াছেন, আর সৃষ্টির অনাদিত্ব এবং আত্মা ও আত্মায় অবস্থিত পরমাত্মা সম্বন্ধে বেদের গভীর উপদেশ-সকল কোন না কোন আকারে গ্রহণ করিতেছেন। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে জগতের সমুদয় শিক্ষিত ব্যক্তিই আমাদের পবিত্র বেদের শিক্ষানুযায়ী আত্মা ও সৃষ্টি উভয়েরই অনাদিত্বে বিশ্বাসবান্ হইবেন, আর ঈশ্বরকে আত্মারই সর্ব্বোচ্চ পূর্ণ অবস্থা বলিয়া বুঝিবেন। এখন হইতেই ইহাদের সকল বিদ্বান্ পুরোহিতগণই এই ভাবে বাইবেলের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভারত-বর্ষে যে সকল মিশনরী দেখিতে পান, তাহারা কোনরূপেই খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিনিধি নহে। আমার সিদ্ধান্ত এই, পাশ্চাত্যগণের আরও ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজন, আর আমাদের আরও ঐহিক উন্নতির প্রয়োজন।

ভারতের সমুদয় দুর্দ্দশার মূল—জন সাধারণের দারিদ্র্য। পাশ্চাত্যদেশের দরিদ্রগণ পিশাচপ্রকৃতি আর আমাদের—দেবপ্রকৃতি। সুতরাং আমাদের পক্ষে দরিদ্রের অবস্থার উন্নতিসাধন অপেক্ষাকৃত সহজ। আমাদের নিম্ন-শ্রেণীর জন্য কর্ত্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া। তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যে, এই সংসারে তোমরাও মানুষ, তোমরাও চেষ্টা করিলে আপনাদের সব রকম উন্নতিবিধান করিতে পার। এখন তাহারা এই ভাব হারাইয়া ফেলিয়াছে। আমাদের সর্ব্বসাধারণ এবং রাজন্যগণের সম্মুখে এই এক বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কিছুই চেষ্টা করা হয় নাই। পুরোহিতগণ, বিদেশীয় রাজগণ তাহাদিগকে শত শত শতাব্দী ধরিয়া পদদলিত করিয়াছে, অবশেষে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহারাও মানুষ। তাহাদিগকে ভাব দিতে হইবে। তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা জগতে কোথায় কি হইতেছে, জানিতে পারে। তাহা হইলে তাহারা আপনাদের উদ্ধার আপনারাই সাধন করিবে। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক নরনারী আপনাদের উদ্ধার আপনারাই সাধন করিয়া লইবে। তাহাদের এইটুকু সাহায্য করিতে হইবে, তাহাদিগকে কতকগুলি ভাব দিতে হইবে। অবশিষ্ট যাহা কিছু

তাহার ফলস্বরূপ আপনা আপনিই আসিবে। আমাদের কেবল উপাদানগুলি জোগান দরকার। সেইগুলি মিলিত হইয়া রাসায়নিক সংযোগে নির্দ্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হইবে—আপনা আপনি, প্রকৃতির নিয়মে। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য—কেবল তাহাদের মাথায় কতকগুলি ভাব প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া, বাকি যা কিছু, তাহারা নিজেরাই করিয়া লইবে।

ভারতে এই কাজটি করা বিশেষ দরকার। এই চিন্তা অনেক দিন হইতে আমার মনে রহিয়াছে। ভারতে আমি ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই, সেইজন্য আমি এদেশে আসিয়াছি। দরিদ্রদিগকে শিক্ষাদানের প্রধান বাধা এই, মনে করুন, মহারাজ গ্রামে গ্রামে গরিবদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, তথাপি তাহাতে কোন উপকার হইবে না, কারণ, ভারতে দারিদ্র্য এত অধিক যে, দরিদ্র বালকেরা বিদ্যালয়ে না গিয়া বরং মাঠে গিয়া পিতাকে তাহার কৃষিকার্য্যে সহায়তা করিবে, অথবা অন্য কোনরূপে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিবে; সুতরাং যেমন পর্ব্বত মহম্মদের নিকট না যাওয়াতে মহম্মদই পর্ব্বতের নিকট গিয়াছিলেন, *

* প্রবাদ আছে, মহম্মদ একবার ঘোষণা করিয়াছিলেন, আমি পর্ব্বতকে আমার নিকট ডাকিলে উহা আমার নিকট উপস্থিত

সেইরূপ দরিদ্র বালকগণ যদি শিক্ষা লইতে আসিতে না পারে, তবে তাহাদের নিকট গিয়া তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে।

আমাদের দেশে সহস্র সহস্র দৃঢ়চিত্ত নিঃস্বার্থ সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহারা এখন গ্রামে গ্রামে যাইয়া লোককে ধর্ম্ম শিখাইতেছেন। যদি তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলিকেও সাংসারিক প্রয়োজনীয় বিদ্যাসমূহের শিক্ষকরূপে সংগঠন করা যায়, তবে তাঁহারা এখন যেমন এক স্থান হইতে অপর স্থানে, লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া বেড়াই-তেছেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাও শিক্ষাইবেন। মনে করুন, এইরূপ দুইজন লোক একখানি ক্যামেরা, একটি গোলক ও কতকগুলি ম্যাপ প্রভৃতি লইয়া কোন গ্রামে গেলেন। এই ক্যামেরা ম্যাপ প্রভৃতির সাহায্যে তাঁহারা অজ্ঞ লোকদিগকে জ্যোতিষ ও ভূগোলের অনেক তত্ত্ব শিখাইতে পারেন। তারপর যদি বিভিন্ন জাতির—

হইবে। এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিবার জন্য মহাজনতা হয়। মহম্মদ পর্ব্বতকে পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন, তথাপি পর্ব্বত একটুও বিচলিত হইল না। তাহাতে মহম্মদ কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিয়া উঠিলেন, পর্ব্বত যদি মহম্মদের নিকট না আসে, মহম্মদ পর্ব্বতের নিকট যাইবে! তদবধি ইহা একটি প্রবাদবাক্য স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সঃ

জগতের প্রত্যেক দেশের লোকের বিবরণ গল্পচ্ছলে তাহাদের নিকট বলা যায়, তবে সমস্ত জীবন বই পড়াইলে তাহারা যা না শিখিতে পারিত, তাহা অপেক্ষা শত গুণে অধিক এইরূপ মুখে মুখে শিখিতে পারে। ইহা করিতে হইলে একটি দলগঠনের আবশ্যক হয়, তাহাতে আবার টাকার দরকার। ভারতে এইজন্য কাজ করিবার যথেষ্ট লোক আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, টাকা নাই। একটি চক্রকে গতিশীল করিতে প্রথমে অনেক কষ্ট; একবার ঘুরিতে আরম্ভ করিলে, উহা উত্তরোত্তর অধিকতর বেগে ঘুরিতে থাকে। আমি আমার স্বদেশে এই বিষয়ের জন্য যথেষ্ট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি; কিন্তু ধনিগণের নিকট আমি এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সহানুভূতি পাই নাই। এখন আমি মহারাজের সাহায্যে এখানে আসিয়াছি। ভারতের দরিদ্রেরা মরুক বাঁচুক, আমেরিকান্‌দের সে বিষয়ে খেয়াল নাই। কেনই বা থাকিবে? আমাদের দেশের লোকেই যখন কিছুই ভাবে না, কেবল নিজেদের স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত।

হে মহামনাঃ রাজন্! এই জীবন ক্ষণভঙ্গুর—জগতের ধন মান ঐশ্বর্য্য—এ সকলই ক্ষণস্থায়ী। তাহারাই যথার্থ জীবিত, যাহারা অপরের জন্য জীবনধারণ করে! অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাঁচিয়া নাই, মরিয়া আছে। মহারাজের ন্যায়

মহান্, উচ্চমনাঃ একজন রাজবংশধর ইচ্ছা করিলে ইহাকে আবার ইহার নিজের পায়ে দাঁড় করাইয়া দিতে পারেন। তাহাতে চিরকালের জন্য জগতের লোক আপনার সুনাম গাহিবে ও আপনাকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করিবে। ঈশ্বর করুন, যেন আপনার মহৎ অন্তঃকরণ অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন ভারতের লক্ষ লক্ষ দীন হীন সন্তানের জন্য কাঁদে, ইহাই বিবেকানন্দের প্রার্থনা।

ইতি বিবেকানন্দ

---

(১১)

(মান্দ্রাজীদের প্রতি ; ইংরাজীর অনুবাদ।)

১৯শে নবেম্বর, ১৮৯৪।

হে বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ !

তোমাদের গত ১১ই অক্টোবর, ১৮৯৪এর পত্র কাল পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। এ পর্য্যন্ত আমাদের কার্য্যে কোন বিঘ্ন না হইয়া বরং ইহার উন্নতিই হইয়াছে ইহাতে আমি পরম আনন্দিত। যে কোন রূপেই হউক, সম্প্রদায়ের যাহাতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি হইতে পারে, তাহা করিতেই হইবে, আর আমরা ইহাতে নিশ্চয়ই কৃত-কার্য্য হইব ! নিশ্চয়ই ! 'না' বলিলে চলিবে না ! আর

কিছুতেই আবশ্যক নাই, আবশ্যক কেবল প্রেম, অকপটতা ও সহিষ্ণুতা। জীবনের অর্থ উন্নতি, উন্নতি অর্থে হৃদয়ের বিস্তার, আর হৃদয়ের বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমই জীবন—উহাই একমাত্র জীবনগতি নিয়ামক। আর স্বার্থপরতাই মৃত্যু; জীবন থাকিতেও ইহা মৃত্যু, আর দেহাবসানেও এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যুস্বরূপ! দেহাবসানে কিছুই থাকে না, একথাও যদি কেহ বলে, তথাপি তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই স্বার্থপরতাই যথার্থ মৃত্যু।

পরোপকারই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু। জগতের অধিকাংশ নরপশুই মৃত প্রেততুল্য; কারণ, হে যুবকবৃন্দ, যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, সে মৃত, প্রেত বই আর কি। হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র, অজ্ঞ ও অত্যাচার-নিপীড়িত জনগণের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদুক, প্রাণ কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘূর্ণ্যমান হউক, তোমাদের পাগল হইবার উপক্রম হউক! তখন গিয়া ভগবানের পাদপদ্মে তোমাদের অন্তরের বেদনা জানাও। তবে তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ও সাহায্য আসিবে—অদম্য উৎসাহ—অনন্ত শক্তি আসিবে! গত দশ বৎসর ধরিয়া আমার মূলমন্ত্র ছিল—এগিয়ে যাও, এখনও আমি বলিতেছি, এগিয়ে যাও। যখন চতুর্দ্দিকে অন্ধকার বই

আর কিছুই দেখিতে পাই নাই, তখনও বলিয়াছি এগিয়ে যাও। এখন একটু একটু আলো দেখা যাইতেছে, এখনও বলিতেছি এগিয়ে যাও। বৎস, ভয় পাইও না! উপরে অনন্ত-তারকাখচিত অনন্ত আকাশমণ্ডলের দিকে সভয়দৃষ্টিতে চাহিয়া মনে করিও না, উহা তোমাকে পিষিয়া ফেলিবে। অপেক্ষা কর, দেখিবে, অল্পক্ষণের মধ্যে দেখিবে, সমুদয়ই তোমার পদতলে। টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।

এক্ষণে আমাদের সম্মুখে সমস্যা এই স্বাধীনতা না দিলে কোনরূপ উন্নতিই সম্ভবপর নহে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ধর্ম্মচিন্তায় স্বাধীনতা দিয়াছিলেন; তাহাতেই আমাদের এই অপূর্ব্ব ধর্ম্ম দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা সমাজের পায়ে অতি গুরু শৃঙ্খল পরাইলেন। আমাদের সমাজ, দুচার কথায় বলিতে গেলে, ভয়াবহ পৈশাচিকতাপূর্ণ। পাশ্চাত্যদেশে সমাজ চিরকাল স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়াছে—তাহাদের সমাজের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখ। আবার অপর দিকে তাহাদের ধর্ম্ম কিরূপ, তাহার দিকেও দৃষ্টিপাত করিও।

উন্নতির মুখ্য সহায়—স্বাধীনতা। যেমন মানুষের

চিন্তা করিবার ও উহা ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তদ্রূপ তাহার খাওয়া দাওয়া, পোষাক, বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা আবশ্যক—যতক্ষণ না তাহার দ্বারা অপর কাহারও অনিষ্ট হয়।

আমরা মূর্খের ন্যায় বাহ্য সভ্যতার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতেছি। না করিবই বা কেন? আঙ্গুর হাত বাড়াইয়া না পাইলে উহাকে টক বলিব না ত আর কি। ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলেও ভারতে এক লক্ষ নরনারীর অধিক যথার্থ ধার্ম্মিক লোক নাই, ইহা মানিতেই হইবে। এই মুষ্টিমেয় লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভারতের ত্রিশ কোটি লোককে অসভ্য অবস্থায় থাকিতে হইবে ও না খাইয়া মরিতে হইবে? কেন একজন লোকও না খাইয়া মরিবে? মুসলমানগণ হিন্দুগণকে জয় করিল—এ ঘটনা সম্ভব হইল কেন? এই বাহ্য সভ্যতার অভাব। মুসলমানেরা হিন্দুগণকে দরজীর সেলাই করা কাপড় চোপড় পর্য্যন্ত পরিতে শিখাইয়াছিল। যদি হিন্দুগণ আপনাদের আহারীয় দ্রব্যের সঙ্গে রাস্তার ধূলি না মিশিতে দিয়া মুসলমানগণের নিকট পরিষ্কাররূপে আহারের প্রণালী শিখিত ত কত ভালই হইত। বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে; প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিব লোকের জন্য

নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। অন্ন—অন্ন! যে ভগবান্ এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পুরোহিতের দলকে এমন ধাক্কা দিতে হইবে যে, তাহারা যেন ঘুরপাক খাইতে খাইতে একেবারে আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়া পড়ে—ব্রাহ্মণই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, আর যিনিই হউন। পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় ও উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে। আমাদের নির্ব্বোধ যুবকগণ ইংরাজগণের নিকট হইতে অধিক ক্ষমতা লাভের জন্য সভাসমিতি করিয়া থাকে—তাহারা হাস্য করে। যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোন মতেই স্বাধীনতার উপযুক্ত নয়। মনে কর ইংরাজেরা তোমাদের হস্তে সব শক্তি দিলেন—তাতে কি হবে? রাজপুতেরা উঠিয়া সব লোকের নিকট হইতে সব শক্তি কাড়িয়া লইবে আর পুরোহিতগণকে ঘুষ দিয়া লোককে চাপিয়া ধরিতে বলিবে, ও নিজেরা উহাদের গলা কাটিবে। দাসেরা শক্তি চায়, অপরকে

দাস করিয়া রাখিবার জন্য। তাই বলি, এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্ম্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে, এই ধর্ম্মই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মত করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্য্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার প্রধান উপায়—মধ্যভারতে একটি উপনিবেশস্থাপন। যে ব্যক্তি তোমাদের ভাব মানিয়া চলিবে, তাহাকে কেবল সেখানে রাখা হইবে। তারপর এই অল্পসংখ্যক লোক সমস্ত জগতে সেই ভাব বিস্তার করিবে। অবশ্য ইহাতে টাকার দরকার কিন্তু এ টাকা আসিবে। ইতিমধ্যে একটি কেন্দ্রসমিতি করিয়া সমুদায় ভারতে তাহার শাখাসমাজ স্থাপন করিয়া যাও। এখন কেবল ধর্ম্মভিত্তিতে এই সমিতি স্থাপন কর। এখন কোনরূপ ভয়ঙ্কর সামাজিক সংস্কার প্রচার করিও না। কেবলমাত্র এইটুকু দেখিলেই হইবে যে, অজ্ঞলোকের কুসংস্কারের প্রশ্রয় যেন না দেওয়া হয়। রামানুজ যেমন সকলের প্রতি সমভাব দেখাইয়া ও মুক্তিতে সকলেরই অধিকার আছে বলিয়া সর্ব্বসাধারণে ধর্ম্মপ্রচার

করিয়াছিলেন, সেইরূপ পূর্ব্বকালীন রামানুজের ন্যায় প্রচার করিতে হইবে। রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতি প্রাচীন নামের মধ্য দিয়া এ সকল সত্য প্রচারিত হইলে লোকে সহজে গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐ সঙ্গে নগর সংকীর্ত্তন প্রভৃতিরও বন্দোবস্ত কর।

মনে কর, প্রথম সমিতি খুলিবার সময় একটি মহোৎসব করিলে। নিশান প্রভৃতি লইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া নগরসঙ্কীর্ত্তন হইল, বক্তৃতাদি হইল। তারপর প্রতি সপ্তাহে এক বার বা ততোধিক বার সমিতির অধিবেশন হউক। নিজের ভিতর উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত কর আর চারিদিকে বিস্তার করিতে থাক। কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগো। নেতৃত্বকার্য্য করিবার সময় দাসভাবাপন্ন হও, নিঃস্বার্থপর হও, আর একজন বন্ধু অপরবন্ধুকে গোপনে নিন্দা করিতেছে, শুনিও না। অনন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, সিদ্ধি তোমার করতলে। ভারতের কোন কাগজ বা কোন ঠিকানা আর পাঠাইবার আবশ্যকতা নাই। আমার নিকট বিস্তর আসিয়াছে, আর না। একটুকু বুঝ যে, যেখানে যেখানে তোমরা কোন সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিয়াছ, সেইখানেই কাজ করিবার একটু সুবিধা পাইয়াছ। সেই সুবিধার সহায়তা লইয়া কাজ কর, কাজ কর, কাজ কর; পরের হিতের জন্য কাজ

করাই জীবনের লক্ষণ। আমি আয়ারকে পৃথক্ কোন পত্র লিখি নাই, কিন্তু অভিনন্দনপত্রের যে উত্তর পাঠাইয়াছি, তাহাই বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইবে। তাঁহাকে ও অপরাপর বন্ধুগণকে আমার হৃদয়ের ভালবাসা, সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা জানাইবে। তাঁহারা সকলেই মহাশয় ব্যক্তি। একটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবে। আমি তোমার নিকটেই আমার সমুদয় পত্র পাঠাই বলিয়া, অন্যান্য বন্ধুগণের নিকট তুমি নিজে যেন একটা মস্ত লোক, এটা দেখাইতে যাইও না। আমি জানি, তুমি এত নির্ব্বোধ হইতেই পার না। তথাপি আমি তোমাকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। ইহাতেই সব সম্প্রদায় ভাঙ্গিয়া যায়। আমি চাই, যেন আমাদের মধ্যে কোনরূপ কপটতা, কোনরূপ লুকোচুরি ভাব, কোনরূপ দুষ্টামি না থাকে। আমি বরাবরই প্রভুর উপর নির্ভর করিয়াছি, দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল সত্যের উপর নির্ভর করিয়াছি। যেন আমার বিবেকের উপর এই কলঙ্ক লইয়া মরিতে না হয় যে, আমি নাম লইবার জন্য, এমন কি, পরের উপকার করিবার জন্য লুকোচুরি খেলিয়াছি। একবিন্দু দুর্নীতি, একবিন্দু বদ মতলবের দাগ পর্য্যন্ত যেন না থাকে।

গুপ্ত বদমাইসি, লুকোনো জুয়াচুরি যেন কিছু আমাদের মধ্যে না থাকে; কিছুই লুকাইয়া করা হইবে না। কেহ যেন আপনাকে গুরুর বিশেষ প্রিয়পাত্র মনে করিয়া অভীমানে স্ফীত না হন। এমন কি, আমাদের মধ্যে গুরুও কেহ থাকিবে না। গুরুগিরিও চলিবে না। হে বীরহৃদয় বালকগণ, কার্য্যে অগ্রসর হও। টাকা থাক্ বা না থাক্, মানুষের সহায়তা পাও আর নাই পাও, তোমার ত প্রেম আছে? ভগবান্ ত তোমার সহায় আছেন? অগ্রসর হও, তোমার গতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না।

থিওজফিষ্টদের ভারত হইতে প্রকাশিত একখানি কাগজে লিখিতেছে, তাঁহারা আমার কৃতকার্য্য হইবার পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বটেই ত!!! খাঁটি বাজে কথা—থিওজফিষ্টেরা আমার পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে! * *

গোড়া হইতে সাবধান, আমাদের মধ্যে যাহাতে কিছু মাত্র অসত্য প্রবেশ না করে। সত্যকে ধরিয়া থাক, আমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব। হইতে পারে বিলম্বে, কিন্তু নিশ্চিত যে কৃতকার্য্য হইব, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই! কাজ করিয়া যাও। মনে কর, আমি জীবিত নাই। এই মনে করিয়া কাজে লাগ,

যেন তোমাদের প্রত্যেকের উপর সমুদয় কাজের ভার। ভাবী পঞ্চাশৎ শতাব্দী তোমাদের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে। ভারতের ভবিষ্যৎ তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। কাজ করিয়া যাও। ইংলণ্ড হইতে অক্ষয়ের একখানি সুন্দর পত্র পাইয়াছিলাম। জানি না, কবে ভারতে যাইতে পারিব। এস্থানে প্রচারেরও যেমন সুবিধা, সাহায্য প্রাপ্তিরও সেইরূপ আশা আছে। ভারতে আমার খুব জোর প্রশংসা করিতে পারে, কিন্তু কেহ এক পয়সা দিতে রাজি নয়। পাবেই বা কোথায়? নিজেরা যে ভিক্ষুক! তারপর ভারতবাসীরা বিগত দুই সহস্র বা ততোধিক বর্ষ ধরিয়া লোকহিতকর কার্য্য করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। জাতি (Nation), সাধারণ (Public) প্রভৃতি তত্ত্ব সম্বন্ধে তাহারা এই নূতন ভাব পাইতেছে। সুতরাং আমার তাহাদিগের উপর দোষারোপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। পরে আরো বিস্তারিত লিখিতেছি। তোমাদিগকে অনন্তকালের জন্য আশীর্ব্বাদ। ইতি—

বিবেকানন্দ

পুঃ—তোমাদের ফনোগ্রাফ সম্বন্ধে আর খবর লইবার

প্রয়োজন নাই। আমি এইমাত্র খেতড়ি হইতে খবর পাইলাম যে, উহা নিরাপদে তথায় পৌঁছিয়াছে।

ইতি বিঃ—

---

(১২)

(কলিকাতার জনৈক ব্যক্তিকে লিখিত)

ইংরাজীর অনুবাদ

৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ,

চিকাগো, ২রা মে, '৯৫

ভাই,

তোমার অনুকম্পাপূর্ণ সুন্দর পত্রখানি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তুমি যে আমাদের কার্য্য আদর-পূর্ব্বক অনুমোদন করিয়াছ, তজ্জন্য তোমায় অগণ্য ধন্যবাদ। নাগমহাশয় একজন মহাপুরুষ। এরূপ মহাত্মার দয়া যখন তুমি পাইয়াছ, তখন তুমি অতি সৌভাগ্যবান্। এই জগতে মহাপুরুষের কৃপালাভই জীবের সর্ব্বোচ্চ সৌভাগ্য। তুমি এই সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছ। "মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ," তুমি যখন তাঁহার একজন শিষ্যকে তোমার জীবনের পথ প্রদর্শক-রূপে পাইয়াছ, তখন তুমি তাঁহাকেই পাইয়াছ জানিবে।

তুমি সংসার ত্যাগের কল্পনা করিতেছ। তোমার এই ইচ্ছায় আমার সহানুভূতি আছে। স্বার্থত্যাগ অপেক্ষা

জগতে বড় কিছু নাই। কিন্তু তোমার বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, প্রভু যাহাদিগের ভার তোমার উপর দিয়াছেন, তাহাদের কল্যাণোদ্দেশ্যে তোমার মনের প্রবল আবেগ দমন করা বড় কম স্বার্থত্যাগ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ, বিশেষতঃ, তাঁহার নিষ্কলঙ্কজীবনী প্রচার কর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরিবারবর্গেরও তত্ত্বাবধান করিও। তোমার কর্ত্তব্য তুমি করিয়া যাও, আর যাহা কিছু, তাঁহার ভার।

প্রেমে বাঙাল বাঙ্গালী, আর্য্য ম্লেচ্ছ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, এমন কি, নর নারী পর্য্যন্ত ভেদ নাই। প্রেম সব এক করিয়া দেয়। যথার্থ উন্নতি ধীরে ধীরে হয়, কিন্তু উহা অব্যর্থ। বাঙ্গলা দেশের এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের যুবকদলের উপর সব নির্ভর করিতেছে। এই সকল যুবকদের—বিশেষতঃ অবিবাহিত যুবকদের মধ্যে কার্য্য কর। তাহাদিগকে জাগাও; এরূপ শত শত যুবক ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া একত্রিত হউক।

সকল বিষয়ে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর—কেবল নিজ ধর্ম্মবিশ্বাস ছাড়া। পরস্পরের অধীন হইয়া চলা ব্যতীত কখন শক্তির কেন্দ্রীকরণ হইতে পারে না, আর এইরূপ কেন্দ্রীভূত শক্তি ব্যতীত কোন বড় কাজ হইতে পারে না। মঠ এই কেন্দ্র। অন্যান্য সকল স্থানের

ভক্তগণের এই কেন্দ্রের সহিত এক যোগে কার্য্য করা উচিত।

অহংভাব ও ঈর্ষা তাড়াইয়া দাও—অপরের সহিত একযোগে এবং অপরের জন্য কাজ করিতে শিখ। আমাদের দেশে এইটির বিশেষ অভাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিরন্তর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

তোমার বিবেকানন্দ

পুঃ—নাগমহাশয়কে আমার অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ জানাইবে।

বি—

(১৩)

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক শিষ্যের প্রতি)

দার্জ্জিলং। ১৯শে মার্চ্চ, ১৮৯৭

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

শুভমস্তু। আশীর্ব্বাদপ্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বকমিদং ভবতু তব প্রীতয়ে। পাঞ্চভৌতিকং মে পিঞ্জরমধুনা কিঞ্চিৎ সুস্থতরম্। অচলগুরোর্হিমনিমণ্ডিতশিখরাণি পুনরুজ্জীবয়ন্তি মৃতপ্রায়ানপি জনান্ ইতি মন্যে। শ্রমবাধাপি কথঞ্চিৎ দূরীভূতেত্যনুভবামি। যত্তে হৃদয়োদ্বেগকরং মুমুক্ষুত্বং লিপিভঙ্গ্যা ব্যঞ্জিতং, তন্ময়া অনুভূতং পূর্ব্বম্। তদেব শাশ্বতে ব্রহ্মণি মনঃ সমাধাতুং প্রসরতি। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" জ্বলতু সা ভাবনা অধিকমধিকং যাবন্না-

ধিগতানামেকান্তক্ষয়ঃ কৃতাকৃতানাম্। তদনু সহসৈব ব্রহ্ম-প্রকাশঃ সহ সমস্তবিষয়প্রধ্বংসৈঃ। আগামিনী সা জীবন্মুক্তিস্তব হিতায় তবানুরাগদার্ঢ্যেনৈবানুমেয়া। যাচে পুনস্তং লোকগুরুং মহাসমন্বয়াচার্য্য-শ্রী১০৮রামকৃষ্ণং আবির্ভবতুং তব হৃদয়োদ্দেশং যেন বৈ কৃতকৃতার্থস্ত্বং আবিষ্কৃত-মহাশৌর্য্যঃ লোকান্ সমুদ্ধর্ত্তুং মহামোহসাগরাৎ সম্যগ্ যতিষ্যসে। ভব চিরাধিষ্ঠিত ওজসি। বীরাণামেব করতলগতা মুক্তির্নকাপুরুষাণাম্। হে বীরাঃ, বদ্ধপরিকরাঃ ভবত; সম্মুখে শত্রবঃ মহামোহরূপাঃ। "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" ইতি নিশ্চিতেঽপি সমধিকতরং কুরুত যত্নম্। পশ্যত ইমান্ লোকান্ মোহগ্রাহগ্রস্তান্। শৃণুত অহো তেষাং হৃদয়-ভেদকরং কারুণ্যপূর্ণং শোকনাদম্। অগ্রগাঃ ভবত অগ্রগাঃ হে বীরাঃ, মোচয়িতুং পাশং বদ্ধানাং, শ্লথয়িতুং ক্লেশভারং দীনানাং, দ্যোতয়িতুং হৃদয়ান্ধকূপং অজ্ঞানাম্ অভীরভীরিতি ঘোষয়তি বেদান্তডিণ্ডিমঃ। ভূয়াৎ স ভেদায় হৃদয়গ্রন্থীনাং সর্ব্বেষাং জগনিবাসিনামিতি।

তবৈকান্তশুভভাবুকঃ বিবেকানন্দঃ

বঙ্গানুবাদ

শুভ হউক। আশীর্ব্বাদ ও প্রেমালিঙ্গনপূর্ণ পত্রখানি তোমাকে সুখী করুক। অধুনা আমার পাঞ্চভৌতিক

দেহপিঞ্জর পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু সুস্থ আছে। আমার মনে হয়, পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের হিমনিমণ্ডিত শিখরগুলি মৃতপ্রায় মানবদিগকেও সজীব করিয়া তোলে। রাস্তার শ্রমও কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। লিখন ভঙ্গিতে তোমার হৃদয়োদ্বেগকর যে মুমুক্ষুত্ব প্রকটিত হইয়াছে, তাহা আমি পূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছি। সেই মুমুক্ষুত্বই ক্রমশঃ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মে মনের একাগ্রতা আনিয়া দেয়। মুক্তিলাভের আর অন্য পন্থা নাই। সেই ভাবনা তোমার উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, যতদিন না সমুদয় কর্ম্মের সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হয়। তৎপরে তোমার হৃদয়ে সহসা ব্রহ্মের প্রকাশ হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় বিষয়বাসনা নষ্ট হইয়া যাইবে। তোমার অনুরাগদার্ঢ্য দ্বারা জানা যাইতেছে, তোমার পরমকল্যাণসাধিকা সেই জীবন্মুক্তি অবস্থা তুমি শীঘ্রই লাভ করিবে। এক্ষণে সেই লোকগুরু মহাসমন্বয়াচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তিনি তোমার হৃদয়ে আবির্ভূত হন, যাহাতে তুমি কৃতকৃতার্থ ও মহা-শৌর্য্যশালী হইয়া মহামোহসাগর হইতে লোকদিগকেও উদ্ধার করিতে সম্যক্ যত্ন করিবে। চিরদিন তেজস্বী হও। বীরদিগেরই মুক্তি করতলগতা, কাপুরুষদিগের নহে। হে বীরগণ! বদ্ধপরিকর হও, মহামোহরূপ শত্রুগণ সম্মুখে। শ্রেয়োলাভে বহু বিঘ্ন ঘটে,

ইহা নিশ্চিত হইলেও, তজ্জন্য সমধিক যত্ন কর। দেখ দেখ, জীবগণ মোহরূপ হাঙ্গরের কবলে পড়িয়া কি কষ্ট পাইতেছে। আহা! তাহাদের হৃদয়ভেদকর কারুণ্যপূর্ণ আর্তনাদ শ্রবণ কর।' "হে বীরগণ, বদ্ধদিগের পাশ মোচন করিতে, দরিদ্রের ক্লেশভার কমাইতে ও অজ্ঞ জনগণের হৃদয়ান্ধকার দূর করিতে অগ্রসর হও—অগ্রসর হও। ঐ শুন, বেদান্তদুন্দুভি ঘোষণা করিতেছে—"ভয় নাই," "ভয় নাই"। সেই দুন্দুভিধ্বনি নিখিলজগদ্বাসিগণের হৃদয়গ্রন্থিভেদে সক্ষম হউক।

তোমার পরমশুভাকাঙ্ক্ষী বিবেকানন্দ

---

(১৪)

('ভারতী'-সম্পাদিকার প্রতি)

ওঁ তৎসৎ

রোজ্ ব্যাঙ্ক,
বর্দ্ধমান রাজবাটী, দার্জিলিং
৬ই এপ্রেল, ১৮৯৭

মান্যবরাসু—

মহাশয়ার প্রেরিত 'ভারতী' পাইয়া বিশেষ অনুগৃহীত বোধ করিতেছি, এবং যে উদ্দেশ্যে আমার ক্ষুদ্র জীবন ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা যে ভবদীয়ার ন্যায় মহানুভাবাদের

সাধুবাদ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাতে আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি।

এ জীবনসংগ্রামে নবীন ভাবের সমুদ্যাতার উত্তেজক অতি বিরল, উৎসাহয়িত্রীর কথা ত দূরে থাকুক; বিশেষতঃ আমাদের হতভাগ্য দেশে। এজন্য বঙ্গ-বিদুষী নারীর সাধুবাদ সমগ্র ভারতীয় পুরুষের উচ্চকণ্ঠ ধন্যবাদাপেক্ষাও অধিক শ্লাঘ্য।

প্রভু করুন, যেন আপনার মত অনেক রমণী এদেশে জন্মগ্রহণ করেন ও স্বদেশের উন্নতি-কল্পে জীবন উৎসর্গ করেন।

আপনার লিখিত 'ভারতী' পত্রিকায় মৎসম্বন্ধী প্রবন্ধ বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ মন্তব্য আছে; তাহা এই—

পাশ্চাত্যদেশে ধর্ম্মপ্রচার ভারতের মঙ্গলের জন্যই করা হইয়াছে এবং হইবে। পাশ্চাত্যেরা সহায়তা না করিলে যে আমরা উঠিতে পারিব না, ইহা চিরধারণা। এদেশে এখনও গুণের আদর নাই, অর্থবল নাই, এবং সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় এই যে, কৃতকর্ম্মতা (Practicality) আদৌ নাই।

উদ্দেশ্য অনেক আছে, উপায় এদেশে নাই। আমাদের মস্তক আছে, হস্ত নাই। আমাদের বেদান্ত-মত আছে, কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের

পুস্তকে মহাসাম্যবাদ আছে, আমাদের কার্য্যে মহা-ভেদবুদ্ধি। মহা নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যে আমরা অতি নির্দ্দয়, অতি হৃদয়-হীন, নিজের মাংসপিণ্ড শরীর ছাড়া অন্য কিছুই ভাবিতে পারি না।

তথাপি উপস্থিত অবস্থার মধ্য দিয়াই কেবল কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারা যায়, অন্য উপায় নাই। ভাল মন্দ বিচারের শক্তি সকলের আছে, কিন্তু তিনিই বীর, যিনি এই সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ ও দুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাৎপদ না হইয়া, একহস্তে অশ্রুবারি মোচন করেন ও অপর অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন! এক দিকে গতানুগতিক জড়পিণ্ডবৎ সমাজ, অন্য দিকে অস্থির ধৈর্য্যহীন অগ্নিবর্ষণকারী সংস্কারক; কল্যাণের পথ এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী। জাপানে শুনিয়াছিলাম যে, সে দেশের বালিকাদিগের বিশ্বাস এই যে, যদি ক্রীড়া-পুত্তলিকাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা যায়, সে জীবিত হইবে। জাপানী বালিকা কখনও পুতুল ভাঙ্গে না। হে মহাভাগে, আমারও বিশ্বাস যে, যদি কেউ এই হতশ্রী বিগতভাগ্য, লুপ্তবুদ্ধি, পরপদবিদলিত, চিরবুভুক্ষিত, কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে। যবে

শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল বিলাসভোগসুখেচ্ছা বিসর্জ্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার ঘনাবর্ত্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটি কোটি স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে। আমার ন্যায় ক্ষুদ্রজীবনেও ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, সদুদ্দেশ্য, অকপটতা ও অনন্তপ্রেম বিশ্ব বিজয় করিতে সক্ষম। উক্ত গুণশালী একজন কোটি কোটি কপট ও নিষ্ঠুরের দুর্ব্বুদ্ধিনাশ করিতে সক্ষম।

আমার পুনর্ব্বার পাশ্চাত্যদেশে গমন অনিশ্চিত; যদি যাই, তাহাও জানিবেন ভারতের জন্য—এদেশে লোকবল কোথায়? অর্থবল কোথায়? অনেক পাশ্চাত্য নরনারী ভারতের কল্যাণের জন্য ভারতীয় ভাবে ভারতীয় ধর্ম্মের মধ্য দিয়া অতি নীচ চণ্ডালাদিরও সেবা করিতে প্রস্তুত আছেন। দেশে কয়জন? আর অর্থবল!! আমাকে অভ্যর্থনা করিবার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য কলিকাতাবাসীরা টিকিট বিক্রয় করিয়া লেকচার দেওয়াইলেন এবং তাহাতেও সঙ্কুলান না হওয়ায় ৩০০্ টাকার এক বিল আমার নিকট প্রেরণ করেন!!! ইহাতে কাহারও দোষ দিতেছি না বা কুসমালোচনাও করিতেছি না, কিন্তু পাশ্চাত্য অর্থবল ও লোকবল না

হইলে যে আমাদের কল্যাণ অসম্ভব, ইহারই পোষণ করিতেছি। ইতি শম্

চিরকৃতজ্ঞ ও সদা প্রভুসন্নিধানে
ভবৎকল্যাণ-কামনাকারী
বিবেকানন্দ

---

(১৫)

('ভারতী'-সম্পাদিকার প্রতি)

দার্জ্জিলিং,
এম্, এন্, বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী
২৪শে এপ্রিল, ১৮৯৭

মহাশয়াসু—

আপনার সহানুভূতির জন্য হৃদয়ের সহিত আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু নানা কারণবশতঃ এ সম্বন্ধে আপাততঃ প্রকাশ্য আলোচনা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। তন্মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, যে টাকা আমার নিকট চাওয়া হয়, তাহা ইংলণ্ড হইতে আমার সমভিব্যাহারী ইংরেজ বন্ধুদিগের আহ্বানের নিমিত্তই অধিকাংশ খরচ হইয়াছিল। অতএব এ কথা প্রকাশ করিলে, যে অপ-যশের ভয় আপনি করেন, তাহাই হইবে। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা, আমি উক্ত টাকা দিতে অপারক হওয়ায়,

আপনা আপনির মধ্যে উহা সারিয়া লইয়াছেন, শুনিতেছি।

আপনি কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—তদ্বিষয়ে প্রথমে বক্তব্য এই যে "ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ"ই হওয়া উচিত, তবে আমার অতি প্রিয়বন্ধু মিঃ মূলরের প্রমুখাৎ আপনার উদারবুদ্ধি, স্বদেশবাৎসল্য ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের অনেক কথা শুনিয়াছি এবং আপনার বিদুষীত্বের প্রমাণ প্রত্যক্ষ। অতএব আপনি যে আমার ক্ষুদ্র জীবনের অতিক্ষুদ্র চেষ্টার কথা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা পরম সৌভাগ্য মনে করিয়া, অত্র ক্ষুদ্র পত্রে যথাসম্ভব নিবেদন করিলাম। কিন্তু প্রথমতঃ আপনার বিচারের জন্য আমার অনুভবসিদ্ধ সিদ্ধান্ত ভবৎসন্নিধানে উপস্থিত করিতেছি; আমরা চিরকাল পরাধীন, অর্থাৎ এ ভারতভূমে সাধারণ মানবের আত্মস্বত্ববুদ্ধি কখনও উদ্দীপিত হইতে দেওয়া হয় নাই। পাশ্চাত্যভূমি আজ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া দ্রুতপদে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এ ভারতে কৌলিন্য-প্রথা হইতে ভোজ্যাভোজ্য পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় রাজাই নির্দ্ধারণ করিতেন। পাশ্চাত্যদেশে সমস্তই প্রজারা আপনারা করেন।

এক্ষণে রাজা সামাজিক কোনও বিষয়ে হাত দেন না,

অথচ ভারতীয় জনমানবের আত্মনির্ভরতা দূরে থাকুক, আত্মপ্রত্যয় পর্য্যন্ত এখনও অণুমাত্র হয় নাই। যে আত্ম-প্রত্যয় বেদান্তের ভিত্তি, তাহা এখনও ব্যবহারিক অবস্থায় কিছুমাত্রও পরিণত হয় নাই। এইজন্যই পাশ্চাত্য-প্রণালী অর্থাৎ প্রথমতঃ উদ্দিষ্ট বিষয়ের আন্দোলন, পরে সকলে মিলিয়া কর্ত্তব্য সাধন, এ দেশে এখনও ফলদায়ক হয় না, এই জন্যই আমরা বিজাতীয় রাজার অধীনে এত অধিক স্থিতিশীল বলিয়া প্রতীত হই। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সাধারণে আন্দোলনের দ্বারা কোনও মহৎকার্য্য সাধন করার চেষ্টা বৃথা, "মাথা নেই তার মাথা ব্যথা"—সাধারণ কোথা? তাহার উপর আমরা এতই বীর্য্যহীন যে, কোনও বিষয়ের আন্দোলন করিতে গেলে তাহাতেই আমাদের বল নিঃশেষিত হয়, কার্য্যের জন্য কিছুমাত্রও বাকী থাকে না; এজন্যই বোধ হয় আমরা প্রায়ই বঙ্গভূমে "বহ্বারম্ভে লঘুঃক্রিয়া" সতত প্রত্যক্ষ করি। দ্বিতীয়তঃ, যে প্রকার পূর্ব্বেই লিখিয়াছি—ভারতবর্ষের ধনীদিগের নিকট কোনও আশা করি না। যাহাদের উপর আশা, অর্থাৎ যুবক-সম্প্রদায়—ধীর, স্থির অথচ নিঃশব্দে তাহাদিগের মধ্যে কার্য্য করাই ভাল। এক্ষণে কার্য্য;—"আধুনিক সভ্যতা"—পাশ্চাত্য দেশের—ও "প্রাচীন সভ্যতা"—ভারত, মিসর, রোমকাদি দেশের—

মধ্যে সেই দিন হইতেই প্রভেদ আরম্ভ হইল, যে দিন হইতে শিক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতি উচ্চজাতি হইতে ক্রমশঃ নিম্নজাতিদিগের মধ্যে প্রসারিত হইতে লাগিল। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ঐটি, দেশীয় সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে রাজশাসন ও দম্ভবলে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া। আজ অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া সমাজসংস্কারের ধূম উঠিয়াছে। ১০ বৎসর যাবৎ ভারতের নানা স্থল বিচরণ করিয়া দেখিলাম সমাজসংস্কার সভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের রুধিরশোষণের দ্বারা "ভদ্রলোক" নামে প্রথিত ব্যক্তিরা "ভদ্রলোক" হইয়াছেন এবং রহিতেছেন, তাহাদের জন্য একটি সভাও দেখিলাম না! মুসলমান কয়জন সিপাহী আনিয়াছিল? ইংরাজ কয়জন আছে? ৬ টাকার জন্য নিজের পিতা ভ্রাতার গলা কাটিতে পারে, এমন লক্ষ লক্ষ লোক ভারত ছাড়া কোথায় পাওয়া যায়? ৭০০ বৎসর মুসলমান রাজত্বে ৬ কোটি মুসলমান ১০০ বৎসর ক্রীশ্চান রাজত্বে ২০ লক্ষ ক্রীশ্চান—কেন,

এমন হয়? Originality (মৌলিকতা) একেবারে দেশেকে কেন ত্যাগ করিয়াছে? আমাদের দক্ষহস্ত শিল্পী কেন ইউরোপীয়দের সহিত সমকক্ষতা করিতে না পারিয়া দিন দিন উৎসন্ন যাইতেছে? কি বলেই বা জর্ম্মান্ শ্রমজীবী ইংরাজ শ্রমজীবীর বহুশতাব্দীপ্রোথিত দৃঢ় আসন টলমলায়মান করিয়া তুলিয়াছে?

কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! ইউরোপের বহু নগর পর্য্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রেরও সুখস্বচ্ছন্দ ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরিবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল?—শিক্ষা, জবাব পাইলাম।—শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়-বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন, আর আমাদের ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন। নিউইয়র্কে দেখিতাম, Irish colonists (আইরিশ উপনিবেশবাসী) আসি-তেছে—ইংরাজ-পদ-নিপীড়িত, বিগতশ্রী, হৃতসর্ব্বস্ব মহা-দরিদ্র, মহামূর্খ—সম্বল একটি লাঠি ও তার অগ্রবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁট্‌লি। তার চলন সভয়, তার চাউনি সভয়। ছ মাস পরে আর এক দৃশ্য—সে সোজা হয়ে চল্‌ছে, তার বেশভূষা বদ্‌লে গেছে, তার চাউনীতে তার চলনে আর সে 'ভয় ভয়' ভাব নাই। কেন এমন হল? আমার বেদান্ত বল্‌ছেন যে, ঐ Irishmanকে

তাহার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল—সমস্ত প্রকৃতি একবাক্যে বল্‌ছিল, "Pat, তোর আর আশা নাই, তুই জন্মিছিস্ গোলাম্ থাক্‌বি গোলাম্"—আজন্ম শুনিতে শুনিতে Patএর তাই বিশ্বাস হল, নিজেকে Pat হিপ্‌নটাইজ্ কর্লে যে, সে অতি নীচ, তার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামিবামাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠিল—"Pat তুইও মানুষ, আমরাও মানুষ, মানুষেই ত সব করেছে, তোর আমার মত মানুষ, সব কর্ত্তে পারে, বুকে সাহস বাঁধ্",—Pat ঘাড় তুল্লে, দেখ্‌লে ঠিক কথাই ত, ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠ্‌লেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বল্লেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" ইত্যাদি।

ঐ প্রকার আমাদের বালকদের যে বিদ্যাশিক্ষা হচ্ছে, তাও একান্ত অনস্তিভাবপূর্ণ (Negative)—স্কুল-বালক কিছুই শিখে না, কেবল সব ভেঙ্গে চুরে যায়,—ফল "শ্রদ্ধাহীনত্ব।" যে শ্রদ্ধা বেদ বেদান্তের মূলমন্ত্র, যে শ্রদ্ধা নচিকেতাকে যমের মুখে যাইয়া প্রশ্ন করিতে সাহসী করিয়াছিল, যে শ্রদ্ধাবলে এই জগৎ চলিতেছে, সে "শ্রদ্ধা"র লোপ। "অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানঃ বিনশ্যতি"—গীতা। তাই আমরা বিনাশের এত নিকট। এক্ষণে উপায়—শিক্ষার প্রচার। প্রথম আত্মবিদ্যা—ঐ কথা বল্লেই যে

জটাজুট, দণ্ড, কমণ্ডলু ও গিরিগুহা মনে আসে, আমার মন্তব্য তা নয়। তবে কি? যে জ্ঞানে ভববন্ধন হতে মুক্তি পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, তাতে আর সামান্য বৈষয়িক উন্নতি হয় না? অবশ্যই হয়। মুক্তি, বৈরাগ্য, ত্যাগ এ সকল ত মহাশ্রেষ্ঠ আদর্শ, কিন্তু "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, শৈবসিদ্ধান্ত, বৈষ্ণব, শাক্ত, এমন কি, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি যে কোনও সম্প্রদায় এ ভারতে উঠিয়াছে, সকলেই এইখানে একবাক্য যে, "এই জীবাত্মাতেই" অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, পিপীলিকা হতে উচ্চতম সিদ্ধপুরুষ পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে সেই "আত্মা," তফাৎ কেবল "প্রকাশের তারতম্যে", "বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ"—পাতঞ্জল যোগসূত্র। অবকাশ ও উপযুক্ত দেশ কাল পেলেই সেই শক্তির বিকাশ হয়। কিন্তু বিকাশ হউক বা না হউক, সে শক্তি প্রত্যেক জীবে বর্ত্তমান—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত। এই শক্তির উদ্বোধন কর্ত্তে হবে দ্বারে দ্বারে যাইয়া। দ্বিতীয়, এই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা দিতে হবে। কথা ত হলো সোজা, কিন্তু কার্য্যে পরিণত হয় কি প্রকারে? এই আমাদের দেশে সহস্র সহস্র নিঃস্বার্থ, দয়াবান্, ত্যাগী পুরুষ আছেন, ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ এক অর্দ্ধেকভাগকে যেমন তাঁহারা বিনা বেতনে পর্য্যটন কোরে ধর্ম্মশিক্ষা

দিচ্চেন, ঐ প্রকার বিদ্যাশিক্ষক করান যেতে পারে। তাহার জন্য চাই, প্রথমতঃ এক এক রাজধানীতে এক এক কেন্দ্র ও সেথা হইতে ধীরে ধীরে ভারতের সর্ব্বস্থানে ব্যাপ্ত হওয়া। মাদ্রাজ ও কলিকাতায় সম্প্রতি দুইটি কেন্দ্র হইয়াছে, আরও শীঘ্র হইবার আশা আছে। তারপর দরিদ্রদের শিক্ষা অধিকাংশই শ্রুতির দ্বারা হওয়া চাই। স্কুল ইত্যাদির এখনও সময় আইসে নাই। ক্রমশঃ ঐ সকল প্রধান কেন্দ্রে কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি শিখান যাবে এবং শিল্পাদিরও যাহাতে এদেশে উন্নতি হয়, তদুপায়ে কর্ম্মশালা খুলা যাবে, ঐ কর্ম্মশালার মালবিক্রয় যাহাতে ইউরোপে ও আমেরিকায় হয়, তজ্জন্য উক্ত দেশসমূহেও সভা স্থাপনা হইয়াছে ও হইবে। কেবল মুস্কিল এক, যে প্রকার পুরুষদের জন্য হইবে, ঠিক ঐ ভাবেই স্ত্রীলোকদের জন্য চাই, কিন্তু এদেশে তাহা, অতীব কঠিন, আপনি বিদিত আছেন। পুনশ্চ এই সমস্ত কার্য্যের জন্য যে অর্থ চাই, তাহাও ইংলণ্ড হইতে আসিবে। যে সাপে কামড়ায়, সে নিজের বিষ উঠাইয়া লইবে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং তজ্জন্য আমাদের ধর্ম্ম ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচার হওয়া চাই। আধুনিক বিজ্ঞান খ্রীষ্টাদি ধর্ম্মের ভিত্তি একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপর বিলাস ধর্ম্মবৃত্তিই প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিল।

ইউরোপ ও আমেরিকা আশাপূর্ণনেত্রে ভারতের দিকে তাকাইতেছে—এই সময় পরোপকারের, এই সময় শত্রুর দুর্গ অধিকার করিবার। পাশ্চাত্যদেশে নারীর রাজ্য, নারীর বল, নারীর প্রভুত্ব। যদি আপনার ন্যায় তেজস্বিনী বিদুষী বেদান্তজ্ঞ কেউ এই সময়ে ইংলণ্ডে যায়, আমি নিশ্চিত বলিতেছি, এক এক বৎসরে অন্ততঃ দশ হাজার নরনারী ভারতের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়। এক রমাবাই অস্মদ্দেশ হইতে গিয়াছিলেন, তাঁহার ইংরাজী ভাষা বা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিল্পাদিবোধ অল্পই ছিল, তথাপি তিনি সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। যদি আপনার ন্যায় কেউ যান ত ইংলণ্ড তোলপাড় হইয়া যাইতে পারে, আমেরিকার কা কথা। দেশীয় নারী দেশীয় পরিচ্ছদে ভারতের ঋষিমুখাগত ধর্ম্মপ্রচার করিলে, আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, এক মহান্ তরঙ্গ উঠিবে, যাহা সমগ্র পাশ্চাত্যভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। এ মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, সাবিত্রী ও উভয়ভারতীর জন্মভূমিতে কি আর কোনও নারীর এ সাহস হইবে না? প্রভু জানেন। ইংলণ্ড, ইংলণ্ড, ইংলণ্ড আমরা ধর্ম্মবলে অধিকার করিব, জয় করিব, 'নান্যঃ' পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' এ দুর্দ্দান্ত অসুরের হস্ত হইতে কি সভা সমিতি দ্বারা উদ্ধার হয়? অসুরকে দেবতা করিতে হইবে। আমি

দীন ভিক্ষুক পরিব্রাজক কি করিতে পারি, আমি একা অসহায়। আপনাদের ধনবল, বুদ্ধি-বল, বিদ্যা-বল আপনারা এ সুযোগ ত্যাগ করিবেন কি? এই এখন মহামন্ত্র—ইংলণ্ড বিজয়, ইউরোপ বিজয়, আমেরিকা বিজয়, তাহাতেই দেশের কল্যাণ। Expansion is the sign of life and we must spread the world over with our spiritual ideals. * হায় হায়! শরীর ক্ষুদ্র জিনিস, তায় বাঙ্গালীর শরীর, এই পরিশ্রমেই অতি কঠিন প্রাণহর ব্যাধি আক্রমণ করিল; কিন্তু আশা এই—"উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা, কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।"†

নিরামিষ ভোজন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—প্রথমতঃ আমার গুরু নিরামিষাশী ছিলেন, তবে দেবীর প্রসাদ মাংস কেহ দিলে অঙ্গুলি দ্বারা মস্তকে স্পর্শ করিতেন। জীবহত্যা পাপ, তাহাতে আর সন্দেহ

---

* বিস্তারই জীবনের চিহ্ন, এবং আমাদিগকে সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া আমাদের ধর্ম্মাদর্শগুলি প্রচার করিতে হইবে।

† আমার সমানধর্ম্মা অন্য কোন ব্যক্তি আছেন বা উৎপন্ন হইবেন; কারণ, কালের অন্ত নাই এবং পৃথিবীও বিপুলা (ভবভূতি প্রণীত 'মালতী-মাধব'।)

নাই, তবে যত দিন রাসায়নিক উন্নতির দ্বারা উদ্ভিজ্জাদি মনুষ্যশরীরের উপযোগী খাদ্য না হয়, ততদিন মাংসভোজন ভিন্ন উপায় নাই। যতদিন মনুষ্যকে আধুনিক অবস্থার মধ্যে থাকিয়া রজোগুণেরক্রিয়া করিতে হইবে, ততদিন মাংসাদন বিনা উপায় নাই। মহারাজ অশোক তরবারির দ্বারা দশ বিশ লক্ষ জানোয়ারের প্রাণ বাঁচাইলেন বটে, কিন্তু ১০০শ বৎসরের দাসত্ব কি তদপেক্ষা আরও ভয়ানক নহে? দু দশটা ছাগলের প্রাণনাশ বা আমার স্ত্রী-কন্যার মর্য্যাদা রাখিতে অক্ষমতা ও আমার বালকবালিকার মুখের গ্রাস পরের হাত হইতে রক্ষা করিতে অক্ষমতা, এ কয়েকটির মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর পাপ? যাঁহারা উচ্চ-শ্রেণীর, এবং শারীরিক পরিশ্রম করিয়া অন্ন সংগ্রহ করেন না, তাঁহারা বরং না খান, যাহাদের দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে হইবে, বলপূর্ব্বক তাহা-দিগকে নিরামিষাশী করা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা বিলুপ্তির অন্যতম কারণ। উত্তম পুষ্টিকর খাদ্য কি করিতে পারে, জাপান তাহার নিদর্শন। সর্ব্বশক্তিমতী বিশ্বেশ্বরী আপনার হৃদয়ে অবতীর্ণা হউন।)

ইতি—

বিবেকানন্দ

---

(১৬)

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক শিষ্যের প্রতি)

আলমোড়া,

৩রা জুলাই ; ১৮৯৭

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

যস্য বীর্য্যেণ কৃতিনো বয়ং চ ভুবনানি চ।
রামকৃষ্ণং সদা বন্দে শর্ব্বং স্বতন্ত্রমীশ্বরম্॥

"প্রভবতি ভগবান্ বিধি"-রিত্যাগমিনাঃ অপ্রয়োগনিপুণাঃ প্রয়োগনিপুণাশ্চ পৌরুষং বহুমন্যমানাঃ। তয়োঃ পৌরুষাপৌরুষেয়-প্রতীকারবলয়োঃ বিবেকাগ্রহনিবন্ধনঃ কলহ ইতি মত্বা যতস্বায়ুষ্মন্ শরচ্চন্দ্র আক্রমিতুম্ জ্ঞানগিরিগুরোর্গরিষ্ঠং শিখরম্।

যদুক্তং "তত্ত্বনিকষগ্রাবা বিপদিতি" উচ্যেত তদপি শতশঃ "তৎ ত্বমসি" তত্ত্বাধিকারে। ইদমেব তন্নিদানং বৈরাগ্যরুজঃ। ধন্যং কস্যাপি জীবনং তল্লক্ষণাক্রান্তস্য। অরোচিষ্ণু অপি নির্দ্দিশামি পদং প্রাচীনং—"কালঃ কশ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতাম্" ইতি। সমারূঢ়ক্ষেপণীক্ষেপণশ্রমঃ বিশ্রাম্যতাং তন্নির্ভরঃ। পূর্ব্বাহিতো বেগঃ পারং নেষ্যতি নাবম্। তদেবোক্তং,—"তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।" "ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমনশুঃ" ইত্যত্র ত্যাগেন বৈরাগ্যমেব লক্ষ্যতে।

তদ্বৈরাগ্যং বস্তুশূন্যং বস্তুভূতং বা। প্রথমং যদি, ন তত্র যতেত কোঽপি কীটভক্ষিতমস্তিষ্কেন বিনা; যদ্যপরং তদেদং আপততি,—ত্যাগঃ মনসঃ সঙ্কোচনং অন্যস্মাৎ বস্তুনঃ, পিণ্ডীকরণঞ্চ ঈশ্বরে বা আত্মনি। সর্ব্বেশ্বরস্তু ব্যক্তিবিশেষো ভবিতুং নার্হতি, সমষ্টিরিত্যেব গ্রহণীয়ং। আত্মেতি বৈরাগ্যবতো জীবাত্মা ইতি নাপদ্যতে, পরন্তু সর্ব্বগঃ সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বস্যাত্মরূপেণাবস্থিতঃ সর্ব্বেশ্বর এব লক্ষ্যীকৃতঃ। স তু সমষ্টিরূপেণ সর্ব্বেষাং প্রত্যক্ষঃ। এবং সতি জীবেশ্বরয়োঃ স্বরূপতঃ অভেদভাবাৎ তয়োঃ সেবা প্রেমরূপকর্ম্মণোরভেদঃ। অয়মেব বিশেষঃ—জীবে জীববুদ্ধ্যা যা সেবা সমর্পিতা সা দয়া, ন প্রেম, যদাত্মবুদ্ধ্যা জীবঃ সেব্যতে, তৎ প্রেম। আত্মনা হি প্রেমাস্পদত্বং শ্রুতিস্মৃতিপ্রত্যক্ষপ্রসিদ্ধত্বাৎ। তদ্ যুক্তমেব যদবাদীৎ ভগবান্ চৈতন্যঃ,—প্রেম ঈশ্বরে, দয়া জীবে ইতি। দ্বৈতবাদিত্বাৎ তত্রভগবতঃ সিদ্ধান্তো জীবেশ্বরয়োর্ভেদ বিজ্ঞাপকঃ সমীচীনঃ। অস্মাকন্তু অদ্বৈতপরাণাং জীববুদ্ধির্বন্ধনায় ইতি। তদস্মাকং প্রেম এব শরণং, ন দয়া। জীবে প্রযুক্তঃ দয়াশব্দোঽপি সাহসিকজল্পিত ইতি মন্যামহে। বয়ং ন দয়ামহে, অপি তু সেবামহে; নানুকম্পানুভূতিরস্মাকং অপি তু প্রেমানুভবঃ স্বানুভবঃ সর্ব্বস্মিন্।

সৈব সর্ব্ববৈষম্যসাম্যকরী ভবব্যাধিনীরুজকরী প্রবঞ্চা-

বশ্যস্তাব্যাত্রিতাপহরণকরী সর্ব্ববস্তুস্বরূপপ্রকাশকরী মায়াধ্বান্তবিধ্বংসকরী আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তস্বাত্মরূপপ্রকটনকরী প্রেমানুভূতির্বৈরাগ্যরূপা ভবতু তে শর্ম্মণে শর্ম্মন্।

ইত্যনুদিবসং প্রার্থয়তি

ত্বয়ি ধৃতচিরপ্রেমবন্ধঃ বিবেকানন্দঃ

(বঙ্গানুবাদ)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

যাঁহার শক্তিতে আমরা এবং সমুদয় জগৎ কৃতার্থ, সেই শিবস্বরূপ স্বাধীন ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি সদা বন্দনা করি।

হে আয়ুষ্মন্ শরচ্চন্দ্র, যে সকল শাস্ত্রকার উদ্যোগশীল নহেন, তাঁহারা বলেন ভগবান্ বিধিই প্রবল, তিনি যাহা করেন, তাহাই হয়; আর যাঁহারা উদ্যোগী ও কর্ম্মকুশল, তাঁহারা পুরুষকারকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। এই যে কেহ পুরুষকারকে দুঃখ প্রতীকারের উপায় মনে করিয়া সেই বলের উপর নির্ভর করেন, আবার কেহ কেহ বা দৈববলের উপর নির্ভর করেন, তাঁহাদের বিবাদ কেবল অজ্ঞানজনিত, ইহা জানিয়া তুমি জ্ঞানরূপ গিরিবরের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণের জন্য যত্ন কর।

"বিপদই তত্ত্বজ্ঞানের কষ্টিপাথর-স্বরূপ", নীতিশাস্ত্রে এই যে বাক্য কথিত হইয়াছে, 'তত্ত্বমসি' জ্ঞান সম্বন্ধেও সে কথা শত শত বার বলা যাইতে পারে। ইহাই (অর্থাৎ, বিপদে অবিচলিত ভাবই) বৈরাগ্যরূপ রোগের নিদান অর্থাৎ লক্ষণ-স্বরূপ।

ধন্য তিনি, যাঁহার জীবনে ইহার লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়াছে। তোমার ভাল না লাগিলেও আমি সেই প্রাচীন উক্তি তোমায় বলিতেছি, "কিছু সময় অপেক্ষা কর।" দাঁড় চালাইতে চালাইতে শ্রম হইয়াছে, এক্ষণে উহার উপর নির্ভর করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর; পূর্ব্বের বেগই নৌকাকে পারে লইয়া যাইবে। এই জন্যই বলা হইয়াছে, "যোগে সিদ্ধ হইলে কালে আত্মায় আপনা আপনি সেই জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে।" আর এই যে কথিত হইয়াছে, "ধন বা সন্তান দ্বারা অমরত্ব লাভ হয় না, কিন্তু একমাত্র ত্যাগ দ্বারাই অমরত্ব লাভ হয়," এখানে 'ত্যাগ' শব্দের দ্বারা বৈরাগ্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই বৈরাগ্য দুই প্রকার হইতে পারে, হয় বস্তুশূন্য বা অভাবাত্মক, নয় বস্তুভূত, বা ভাবাত্মক। যদি বৈরাগ্য অভাবাত্মক হয়, তবে কীটভক্ষিতমস্তিষ্ক ব্যক্তি ভিন্ন কেহই তল্লাভে যত্ন করিবে না। আর যদি বৈরাগ্য ভাবাত্মক হয়, তবে এই দাঁড়ায় যে, ত্যাগ অর্থে

অন্যবস্তুসমূহ হইতে মনকে সরাইয়া আনিয়া ঈশ্বর বা আত্মায় সংগৃহীত ও সংলগ্ন করা। সর্ব্বেশ্বর যিনি, তিনি ব্যক্তিবিশেষ হইতে পারেন না, তিনি সকলের সমষ্টি-স্বরূপ। বৈরাগ্যবান ব্যক্তির নিকট আত্মা বলিতে জীবাত্মা বুঝায় না, কিন্তু সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তর্যামী, সকলের আত্মারূপে অবস্থিত সর্ব্বেশ্বরই বুঝিতে হইবে। তিনি সমষ্টিরূপে সকলের প্রত্যক্ষ। অতএব যখন জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন, তখন জীবের সেবা ও ঈশ্বরে প্রেম দুই একই। বিশেষ এই, জীবকে জীববুদ্ধিতে যে সেবা করা হয়, তাহা দয়া, প্রেম নহে, আর আত্মবুদ্ধিতে যে জীবের সেবা করা হয়, তাহা প্রেম। আত্মা যে সকলেরই প্রেমাস্পদ, তাহা শ্রুতি, স্মৃতি, প্রত্যক্ষ, সর্ব্বপ্রকার প্রমাণ দ্বারাই জানা যাইতেছে। এই জন্যই ভগবান্ চৈতন্য যে ঈশ্বরে প্রেম ও জীবে দয়া করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিযুক্ত ; তিনি দ্বৈতবাদী ছিলেন ; অতএব তাঁহার এই সিদ্ধান্ত, যাহা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সূচনা করে, তাহা সমীচীনই হইয়াছে। অদ্বৈতনিষ্ঠ আমাদের কিন্তু জীববুদ্ধি বন্ধনের কারণ। অতএব আমাদের অবলম্বন—প্রেম, দয়া নহে। জীবে প্রযুক্ত 'দয়া' শব্দও আমাদের বোধ হয় জোর করিয়া বলা মাত্র। আমরা দয়া করি না, সেবা করি। কাহাকেও

দয়া করিতেছি, এ অনুভব আমাদের নাই, তৎপরিবর্তে আমরা সকলের মধ্যে প্রেমানুভূতি এবং আত্মানুভব করিয়া থাকি।

হে শর্ম্মন্ (ব্রাহ্মণ), সেই বৈরাগ্যরূপ প্রেমানুভব, যাহাতে সমস্ত বৈষম্যের সমতা সাধন করে, যাহা দ্বারা ভবরোগ আরোগ্য হয়, যাহা দ্বারা—এই জগতে যাহার হাত এড়াইবার উপায় নাই সেই ত্রিতাপ নাশ হয়, যাহা দ্বারা সমুদয় বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়, যাহা দ্বারা মায়ারূপ অন্ধকার একেবারে নাশ হইয়া যায়, যাহা দ্বারা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয় জগৎকেই আত্মস্বরূপ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই তোমার কল্যাণের জন্য তোমার হৃদয়ে উদিত হউক। ইহাই তোমার প্রতি চিরপ্রেমে আবদ্ধ বিবেকানন্দ দিবারাত্র প্রার্থনা করিতেছে।

---

(১৭)

(বড়-জাগুলিয়া-নিবাসিনী জনৈক শিষ্যার প্রতি)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

দেওঘর, বৈদ্যনাথ,

৩রা জানুয়ারী, ১৮৯৮

মা,

তোমার পত্রে কয়েকটি অতি গুরুতর প্রশ্নের সমুত্থান

হইয়াছে। একখানি ক্ষুদ্র লিপিতে ঐ সকল প্রশ্নের সদুত্তর সম্ভব নহে, তবে যথাসম্ভব সংক্ষেপে উত্তর লিখিতেছি।

১। ঋষি, মুনি, দেবতা কাঁহারও সাধ্য নাই যে, সামাজিক নিয়মের প্রবর্ত্তন করেন। সমাজের পশ্চাতে যখন তাৎকালিক আবশ্যকতার বেগ লাগে, তখন আত্ম-রক্ষার জন্য আপনা আপনি কতকগুলি আচারের আশ্রয় লয়। ঋষিরা ঐ সকল আচার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। আত্মরক্ষার জন্য মনুষ্য যেমন অনেক সময় তৎকালে রক্ষা পাইবার উপযোগী অনেক আগামী-অতি-অহিতকর উপায় অবলম্বন করে, সেই প্রকার সমাজও অনেক সময় সেই সময়ের জন্য রক্ষা পান, কিন্তু যে উপায়ে বাঁচেন, তাহা পরিণামে ভয়ঙ্কর হয়।

যথা আমাদের দেশে বিধবা-বিবাহ প্রতিষেধ। মনে করিও না যে, ঋষি দুষ্ট পুরুষরা ঐ সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। পুরুষ জাতির স্ত্রীকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন রাখিবার ইচ্ছা থাকিলেও সমাজের সাময়িক আবশ্যকতার সহায় অবলম্বন ব্যতিরেকে কখনও সফল-কাম হয় না। এই আচারের মধ্যে দুটি অঙ্গ বিশেষ দ্রষ্টব্য।

(ক) ছোট জাতিদের মধ্যে বিধবার বিবাহ হয়।

(খ) ভদ্র জাতিদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা অধিক।

এক্ষণে যদি প্রত্যেক কন্যাকেই বিবাহ দেওয়া নিয়ম হয়, তাহা হইলে এক একটির এক একটি পাত্র মিলাই কঠিন, এক এক জনের দুই তিনটি কোথা হইতে হয়? কাজেই সমাজ এক পক্ষের হানি করিয়াছে, অর্থাৎ যে একবার পতি পাইয়াছে তাহাকে আর পতি দেয় না; দিলে একটি কুমারী পতি পাইবে না। যে সকল জাতিতে আবার স্ত্রীর সংখ্যা কম, তাহাদের পূর্ব্বোক্ত বাধা না থাকায় বিধবার বিবাহ হয়।

ঐ প্রকার জাতিভেদ বিষয়েও এবং অন্যান্য সামাজিক আচার সম্বন্ধেও।

পাশ্চাত্যদেশে ঐ প্রকার কুমারীদের পতি পাওয়া বড়ই সঙ্কট হইতেছে।

ঐ প্রকার যদি সামাজিক কোনও আচারের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হয়, তাহা হইলে ঐ আচারের মূলে কি আবশ্যকতা আছে, সেইটি প্রথমে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে এবং সেইটি পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেই উক্ত আচারটি আপনা হইতে নষ্ট হইয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন নিন্দা বা স্তুতির দ্বারা কাজ হইবে না।

২। এক্ষণে কথা এই, সমাজ এই যে সকল নিয়ম

করেন, অথবা সমাজে যে সংগঠিত হয়, তাহা কি সামাজিক সাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত? অনেকে বলেন, হাঁ. আবার কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, তাহা নহে। কতকগুলি লোক অপেক্ষাকৃত শক্তিমান্ হইয়া ধীরে ধীরে অপর সকলকে আপনার অধীন করিয়া ফেলে এবং ছলে বলে বা কৌশলে স্বকামনা পূর্ণ করে। যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে অজ্ঞ লোকদিগকে স্বাধীনতা দেওয়ায় ভয় আছে, এ কথার মানে কি? স্বাধীনতা মানেই বা কি?

আমার তোমার ধনাদি অপহরণের কোনও বাধা না থাকার নাম কিছু স্বাধীনতা নহে, কিন্তু আমার নিজের শরীর বা বুদ্ধি বা ধন অপরের অনিষ্ট না করিয়া যে প্রকার ইচ্ছা, সে প্রকার ব্যবহার করিতে পাইব, ইহা আমার স্বাভাবিক অধিকার, এবং উক্ত ধন বা বিদ্যা বা জ্ঞানার্জ্জনের, সকল সামাজিক ব্যক্তির সমান সুবিধা যাহাতে থাকে, তাহাও হওয়া উচিত। দ্বিতীয় কথা এই যে যাঁহারা বলেন যে, অজ্ঞ বা গরিবদিগকে স্বাধীনতা দিলে অর্থাৎ তাহাদের শরীর, ধন ইত্যাদিতে তাহাদের পূর্ণ অধিকার দিলে এবং তাহাদের সন্তানদের ধনী এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সন্তানদের ন্যায়, জ্ঞানার্জ্জনের এবং আপনার অবস্থার উন্নতি করিবার সমান সুবিধা হইলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে, তাঁহারা কি এ কথা

সমাজের কল্যাণের জন্য বলেন অথবা স্বার্থে অন্ধ হইয়া বলেন? ইংলণ্ডেও একথা শুনিয়াছি—"ছোট লোকেরা লেখাপড়া শিখিলে আমাদের চাকুরী কে করিবে?"

মুষ্টিমেয় ধনীদের বিলাসের জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী অজ্ঞতার অন্ধকারে ও অভাবের নরকে ডুবিয়া থাকুক, তাহাদের ধন হইলে বা তাহারা বিদ্যা শিখিলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইবে !!!

সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা? না, এই তুমি আমি দশ জন বড় জাত !!!

আর যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলেও তোমার আমার কি অহঙ্কার যে, আমরা অন্য সকলকে পথ দেখাই? আমরা কি সবজান্তা?

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং"—আপনিই আপনার উদ্ধার কর। যে যার আপনার উদ্ধার করুক। সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ। যাহাতে অপরে—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সে বিষয়ে সহায়তা করা ও নিজে সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই পরম পুরুষার্থ। যে সকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত করে, তাহা অকল্যাণকর এবং যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয়, তাহাই করা উচিত। যে সকল

নিয়মের দ্বারা জীবকুল স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়, তাহার সহায়তা করা উচিত।

এ জন্মে যে হঠাৎ দেখিবামাত্র তাদৃকগুণাদিসম্পন্ন না হইলেও ব্যক্তিবিশেষের উপর আমাদের আন্তরিক প্রেম আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা পূর্ব্ব জন্মজনিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে তোমার প্রশ্নটি বড়ই সুন্দর এবং ঐটিই বুঝিবার বিষয়। সকল ধর্ম্মের ইহাই সার—বাসনার বিনাশ, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয় ইচ্ছারও বিনাশ হইল, কারণ, বাসনা ইচ্ছাবিশেষের নাম মাত্র। তবে আবার এ জগৎ কেন? এ সকল ইচ্ছার বিকাশই বা কেন? কয়েকটি ধর্ম্ম বলেন যে, অসদিচ্ছারই নাশ হওয়া উচিত; সত্যের নহে। বাসনাত্যাগ ইহলোকে, পরলোকে ভোগের দ্বারা পরিপূরিত হইবে। এ উত্তরে অবশ্যই পণ্ডিতেরা সন্তুষ্ট নহেন। বৌদ্ধাদি অপর দিকে বলিতেছেন যে, বাসনা দুঃখের মূল; তাহার নাশই শ্রেয়ঃ কিন্তু মশা মার্‌তে মানুষ মারার মত বৌদ্ধাদি মতে দুঃখনাশ করতে নিজেকেও নাশ কোরে ফেল্‌লুম।

সিদ্ধান্ত এই যে, যাহাকে আমরা ইচ্ছা বলি, তাহা তদপেক্ষা আরও উচ্চতর অবস্থার নিম্নপরিণাম। নিষ্কাম মানে ইচ্ছাশক্তিরূপ নিম্নপরিণামের ত্যাগ এবং উচ্চ

পরিণামের আবির্ভাব। ঐরূপ মনোবুদ্ধির অগোচর, কিন্তু যেমন মোহর দেখিতে টাকা এবং পয়সা হইতে অত্যন্ত পৃথক হইলেও নিশ্চিত জানি যে, মোহর দুয়ের অপেক্ষা বড়, সেই প্রকার ঐ উচ্চতম অবস্থা বা মুক্তি বা নির্ব্বাণ যাহাই বল, মনোবুদ্ধির অগোচর হইলেও ইচ্ছাদি সমস্ত শক্তি অপেক্ষা বড়; যদিও তাহা শক্তি নহে, কিন্তু শক্তি তাহার পরিণাম, এ জন্য সে বড়; যদিও সে ইচ্ছা নহে, কিন্তু ইচ্ছা তাহার নিম্ন পরিণাম, এজন্য তাহা বড়। এখন বোঝ, সকাম ও পরে নিষ্কাম-ভাবে যথাযথ ইচ্ছাশক্তির পরিচালনায় ফল এই যে, ইচ্ছাশক্তিটিই তদপেক্ষা অনেক উন্নত অবস্থা লাভ করিবে।

গুরুমূর্ত্তি প্রথমে ধ্যান করিতে হয়, পরে তাহা লয় করিয়া ইষ্টমূর্ত্তি বসাইতে হয়। এস্থলে প্রীতিপাত্রই ইষ্টরূপে গ্রাহ্য। * * *

মনুষ্যে ঈশ্বর আরোপ বড়ই মুস্কিল, কিন্তু চেষ্টা করিতে করিতে নিশ্চয়ই সফল হওয়া যায়। প্রতি মনুষ্যে তিনি আছেন, সে জানুক বা না জানুক, তোমার ভক্তিতে সেই ঈশ্বরত্ব উদয় তাহার মধ্যে হইবেই হইবে।

সতত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী

বিবেকানন্দ

---

(১৮)

('ভারতী'-সম্পাদিকার প্রতি)

বেলুড় মঠ,
১৬ই এপ্রেল, ১৮৯৯

মহাশয়াসু—

আপনার পত্রে সাতিশয় আনন্দলাভ করিলাম। যদি আমার বা আমার গুরুভ্রাতাদিগের কোনও একটি বিশেষ আদরের বস্তু ত্যাগ করিলে অনেক শুদ্ধসত্ত্ব এবং যথার্থ স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা আমাদের কার্য্যের সহায় হন, তাহা হইলে সে ত্যাগে আমাদের মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইবে না বা এক ফোঁটাও চক্ষের জল পড়িবে না জানিবেন এবং কার্য্যকালে দেখিবেন। তবে এতদিন কাহাকেও ত দেখি নাই সে প্রকার সহায়তায় অগ্রসর। দু একজন আমাদের hobbyর (খেয়ালের) জায়গায় তাঁহাদের hobby বসাইতে চাহিয়াছেন এই পর্য্যন্ত। যদি যথার্থ স্বদেশের বা মনুষ্যকুলের কল্যাণ হয়, শ্রীগুরুর পূজা ছাড়া কি কথা, কোনও উৎকট পাপ করিয়া খৃষ্টিয়ানদের অনন্ত নরক ভোগ করিতেও প্রস্তুত আছি জানিবেন। তবে মানুষ দেখ্‌তে দেখ্‌তে বৃদ্ধ হতে চলিলাম। এ সংসার বড়ই কঠিন স্থান। গ্রীক্‌দার্শনিকের লণ্ঠন হাতে করিয়া

অনেক দিন হইতেই বেড়াইতেছি। আমার গুরুঠাকুর সর্ব্বদা একটি বাউলের গান গাহিতেন—সেইটি মনে পড়্‌ল।

"মনের মানুষ হয় যে জনা
নয়নে তার যায় গো জানা,
সে দু এক জনা,
সে রসের মানুষ উজান পথে করে আনাগোনা।"

এই ত গেল আমার তরফ্ থেকে। আর একটিও অতিরঞ্জিত নয় জানিবেন এবং কার্য্যকালে দেখিবেন।

তারপর যে সকল দেশহিতৈষী মহাত্মা গুরুপূজাটি ছাড়্‌লেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, তাঁদের সম্বন্ধেও আমার একটুকু খুঁৎ আছে। বলি, এত দেশের জন্য বুক ধড়ফড়, কলিজা ছেঁড় ছেঁড়, প্রাণ যায় যায়, কণ্ঠে ঘড় ঘড় ইত্যাদি—আর একটি ঠাকুরেই সব বন্ধ কোরে দিলে?

এই যে প্রবল তরঙ্গশালিনী নদী, যার বেগে পাহাড় পর্ব্বত যেন ভেসে যায়, একটি ঠাকুরে একেবারে হিমালয়ে ফিরিয়ে দিলে! বলি, ওরকম দেশহিতৈষিতাতে কি বড় কাজ হবে মনে করেন, বা ওরকম সহায়তায় বড় বিশেষ উপকার হতে পারে? আপনারা জানেন, আমিত কিছুই বুঝিতে পারি না। তৃষ্ণার্ত্তের এত জলের বিচার, ক্ষুধায় মৃতপ্রায়ের এত অন্নবিচার, এত নাক সিঁট্‌কান? কে

জানে কার কি মতিগতি। আমার যেন মনে হয় ওসব লোক গ্লাসকেসের ভিতর ভাল, কাজের সময় যত ওরা পিছনে থাকে, ততই কল্যাণ।

প্রীত ন মানে জাত কুজাত!
ভুখ ন মানে বাসী ভাত॥

আমি ত এই জানি। তবে আমার সব ভুল হতে পারে, ঠাকুরের আঁটিটি গলায় আট্‌কে যদি সব মারা যায় ত না হয় আঁটিটি ছাড়িয়া দেওয়া যায়।

যাহা হউক, এসম্বন্ধে আপনাদের সঙ্গে অনেক কথা কহিবার অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা রহিল।

এ সকল কথা কহিবার জন্য রোগ শোক মৃত্যু সকলেই আমায় এ পর্য্যন্ত সময় দিয়াছেন, বিশ্বাস এখনও দিবেন।

এই নববর্ষে আপনার সমস্ত কামনা পূর্ণ হউক।

কিমধিকমিতি
বিবেকানন্দ

---

(১৯)

(বড়-জাগুলিয়া নিবাসিনী জনৈকা শিষ্যার প্রতি)

দেওঘর, বৈদ্যনাথ,
C/o বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়,
২৩শে ডিসেম্বর, ১৯০০

মা, তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম; তুমি যা বুঝিয়াছ, তাহা ঠিক। "স ঈশ অনির্ব্বচনীয়ঃ প্রেমস্বরূপঃ," সেই ঈশ্বর অনির্ব্বচনীয় প্রেমস্বরূপ, এই নারদোক্ত লক্ষণটি যে প্রত্যক্ষ এবং সর্ব্ববাদিসম্মত, আমার জীবনের ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত। অনেকগুলি ব্যক্তি একত্রের নাম "সমষ্টি," এক একটির নাম "ব্যষ্টি"। তুমি আমি "ব্যষ্টি," সমাজ সমষ্টি"। তুমি আমি পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ. বৃক্ষ লতা পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্রাদি এক একটি "ব্যষ্টি," আর এই জগৎটি "সমষ্টি"—বেদান্তে ইহাকেই বিরাট্ বা হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর বলে। পৌরাণিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দেবী ইত্যাদি নাম।

ব্যষ্টির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে কি না এবং কত পরিমাণে হওয়া উচিত, সমষ্টির নিকট ব্যষ্টির একেবারে সম্পূর্ণ আত্মেচ্ছা, আত্মসুখ ত্যাগ করা উচিত কি না, এই প্রশ্নই সমাজের অনাদি কালের বিচার্য্য! এই প্রশ্নের

সিদ্ধান্ত লইয়াই সকল সমাজ ব্যস্ত ; আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে ইহাই প্রবল তরঙ্গরূপ ধারণ করিয়া সমুত্থিত হইয়াছে। যে মতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজের প্রভুতার সম্মুখে বলি দিতে চায়, তাহার ইংরাজী নাম সোসিয়ালিজম্, ব্যক্তিত্বসমর্থক মতের নাম ইন্‌ডিভি-জুয়ালিজম্।

সমাজের নিকট ব্যক্তির—নিয়মের ও শিক্ষার শাসন দ্বারা চিরদাসত্বের ও বলপূর্ব্বক আত্মবিসর্জ্জনের কি ফল ও পরিণাম, আমাদের মাতৃভূমিই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এদেশে লোকে শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে জন্মায়, ভোজনপানাদি আজীবন নিয়মানুসারে করে, বিবাহাদিও সেই প্রকার ; এমন কি, মরিবার সময়ও সেই সকল শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে প্রাণত্যাগ করে। এ কঠোর শিক্ষার একটি মহৎ গুণ আছে, আর সকলই দোষ। গুণটি এই যে, দুটি একটি কার্য্য পুরুষানুক্রমে প্রত্যহ অভ্যাস করিয়া অতি অল্পায়াসে সুন্দর রকমে লোকে করিতে পারে। তিনখানা মাটির ঢিপি ও খানকতক কাষ্ঠ লইয়া এদেশের রাঁধুনি যে সুস্বাদ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে, তাহা আর কোথাও নাই। একটা মান্ধাতার আমলের এক টাকা দামের তাঁত ও একটা গর্ত্তের ভিতর পা, এই সরঞ্জামে ২০৲ টাকা গজের কিংখাব কেবল

এদেশেই হওয়া সম্ভব। একখানা ছেঁড়া মাতুর, একটা মাটির প্রদীপ, তায় রেড়ির তেল, এই উপাদান সহায়ে দিগ্‌গজ পণ্ডিত এদেশেই হয়। খেঁদা বোঁচা স্ত্রীর উপর সর্ব্বসহিষ্ণু মহত্ত্ব ও নির্গুণ মহাতুষ্ট পতির উপর আজন্ম ভক্তি এদেশেই হয়। এই ত গেল গুণ।

কিন্তু এই সমস্তগুলিই মনুষ্যে প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হয়ে করে; তাতে মনোবৃত্তির স্ফূর্ত্তি নাই, হৃদয়ের বিকাশ নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই, আশার তরঙ্গ নাই, ইচ্ছাশক্তির প্রবল উত্তেজনা নাই, তীব্র সুখানুভূতি নাই, বিকট দুঃখেরও স্পর্শ নাই, উদ্ভাবনী শক্তির উদ্দীপনা একেবারেই নাই, নূতনত্বের ইচ্ছা নাই, নূতন জিনিসের আদর নাই। এ হৃদয়াকাশের মেঘ কখন কাটে না, প্রাতঃসূর্য্যের উজ্জ্বলছবি কখনও মনকে মুগ্ধ করে না। এ অবস্থার অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট আছে কি না, মনেও আসে না, আসিলেও বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হইলেও উদ্যোগ হয় না, উদ্যোগ হইলেও উৎসাহের অভাবে তাহা মনেই লীন হইয়া যায়।

নিয়মে চলিতে পারিলেই যদি ভাল হয়, পূর্ব্ব-পুরুষানুক্রমে সমাগত রীতিনীতির অখণ্ড অনুসরণ করাই যদি ধর্ম্ম হয়, বল, বৃক্ষের অপেক্ষা ধার্ম্মিক কে? রেলের গাড়ীর চেয়ে ভক্ত সাধু কে? প্রস্তরখণ্ডকে কে কবে

প্রাকৃতিক নিয়মভঙ্গ করিতে দেখিয়াছে? গোমহিষাদিকে কে কবে পাপ করিতে দেখিয়াছে?

অতি প্রকাণ্ড কলের জাহাজ, মহাবলবান্ রেলের গাড়ীর ইঞ্জিন,—তাহারাও জড়; চলে ফেরে; ধাবমান হয়, কিন্তু জড়। আর ঐ যে ক্ষুদ্র কীটাণুটি রেলের গাড়ীর পথ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সরিয়া গেল, ওটি চৈতন্যশালী কেন? যন্ত্রে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ নাই, যন্ত্র নিয়মকে অতিক্রম করিতে চায় না; কীটটি নিয়মকে বাধা দিতে চায়, পারুক বা নাই পারুক, নিয়মের বিপক্ষে উত্থিত হয়, তাই সে চেতন। এই ইচ্ছাশক্তির যেথায় যত সফল বিকাশ, সেথায় সুখ তত অধিক, সে জীব তত বড়। ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ সফলতা, তাই তিনি সর্ব্বোচ্চ।

✓ বিদ্যাশিক্ষা কাকে বলি? বইপড়া? না, নানাবিধ জ্ঞানার্জ্জন! তাও নয়। যে শিক্ষা দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্ত্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা। এখন বোঝ, যে শিক্ষার ফলে এই ইচ্ছাশক্তি ক্রমাগত পুরুষানুক্রমে বলপূর্ব্বক নিরুদ্ধ হইয়া এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, যাহার শাসনে নূতন ভাবের কথা দূরে থাক্, পুরাতনগুলিই একে একে অন্তর্হিত হইতেছে, যাহা মনুষ্যকে ধীরে ধীরে যন্ত্রের ন্যায়

করিয়া ফেলিতেছে, সে কি শিক্ষা? চালিত যন্ত্রের ন্যায় ভাল হওয়ার চেয়ে স্বাধীন ইচ্ছা, চৈতন্য শক্তির প্রেরণায় মন্দ হওয়াও আমার মতে কল্যাণকর। আর এই মৃৎপিণ্ডপ্রায়, প্রাণহীন যন্ত্রগুলির মত উপলরাশির ন্যায় স্তূপীকৃত মনুষ্যসমষ্টির দ্বারায় যে সমাজ গঠিত হয়, সে কি সমাজ? তাহার কল্যাণ কোথায়? কল্যাণ যদি সম্ভব হইত, তবে সহস্র বৎসরের দাস না হইয়া আমরাই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ জাতি হইতাম, মহামূর্খতার আকর না হইয়া ভারতভূমিই বিদ্যার চিরপ্রস্রবণ হইত।

তবে কি আত্মত্যাগ ধর্ম্ম নহে? বহুর জন্য একের সুখ, একের কল্যাণ উৎসর্গ করা কি একমাত্র পুণ্য নহে? ঠিক কথা, কিন্তু আমাদের ভাষায় বলে, "ঘষে মেজে রূপ কি হয়? ধরে বেঁধে প্রীতি কি হয়?" চিরভিখারীর ত্যাগে কি মাহাত্ম্য? ইন্দ্রিয়হীনের ইন্দ্রিয়সংযমে কি পুণ্য? ভাবহীন, হৃদয়হীন, উচ্চ-আশাহীনের, সমাজের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব জ্ঞানহীনের আবার আত্মোৎসর্গ কি? বলপূর্ব্বক সতীদাহে কি সতীত্বের বিকাশ? কুসংস্কার শিখাইয়া পুণ্য করানই বা কেন? আমি বলি, বন্ধন খোল, জীবের বন্ধন খোল, যতদূর পার বন্ধন খোল। কাদা দিয়ে কাদা ধোয়া যায়? বন্ধনের দ্বারা কি বন্ধন কাটে? কার কেটেছে? সমাজের জন্য যখন সমস্ত

নিজের সুখেচ্ছা বলি দিতে পার্‌বে, তখন ত তুমিই বুদ্ধ হবে, তুমিই মুক্ত হবে, সে ঢের দূর! আবার তার রাস্তা কি জুলুমের উপর দিয়ে? আহা!! আমাদের বিধবাগুলি কি নিঃস্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত, এমন রীতি কি আর হয়!!! আহা, বাল্য-বিবাহ কি মধুর!! সে স্ত্রীপুরুষে ভালবাসা না হয়ে কি যায়!!! এই বোলে নাকে কান্নার এক ধুয়া উঠেছে! আর পুরুষের বেলা অর্থাৎ যাঁহাদের হাতে চাবুক, তাঁদের বেলা ত্যাগের কিছুই দরকার নাই। সেবাধর্ম্মের চেয়ে কি আর ধর্ম্ম আছে। কিন্তু সেটা বামুন ঠাকুরের বেলা নহে, তোমরাই কর। আসল কথা, মা বাপ আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি এদেশের, নিজের স্বার্থের জন্য, নিজে সামাজিক অবমাননা হইতে বাঁচিবার জন্য পুত্র-কন্যাদি সব নির্ম্মম হইয়া বলিদান করিতে পারেন, এবং পুরুষানুক্রমে শিক্ষা মানসিক জড়ত্ব বিধান করিয়া উহার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে। যে বীর, সেই ত্যাগ কর্‌তে পারে; যে কাপুরুষ, সে চাবুকের ভয়ে এক হাতে চোক মুচ্‌ছে আর এক হাতে দান কর্‌ছে; তার দানে কি ফল? জগৎপ্রেম অনেক দূর। চারাগাছটিকে ঘিরে রাখ্‌তে হয়, যত্ন কর্‌তে হয়। একটিকে নিঃস্বার্থ ভালবাসতে শিখতে পার্‌লে ক্রমে বিশ্বব্যাপী প্রেমের আশা করা যায়। ইষ্টদেবতা-

বিশেষে ভক্তি হলে ক্রমে বিরাট্ ব্রহ্মে প্রীতি হইতে পারে।

অতএব একজনের জন্য আত্মত্যাগ কর্‌তে পার্‌লে তবে সমাজের জন্য ত্যাগের কথা কহা উচিত, তার আগে নয়। সকাম থেকেই নিষ্কাম হয়। কামনা না আগে থাক্‌লে কি কখন তাহার ত্যাগ হয়? আর তার মানেই বা কি? অন্ধকার না থাক্‌লে কি কখন আলোকের মানে হয়?

সকাম, সপ্রেম পূজাই প্রথম। ছোটর পূজাই প্রথম, তারপর আপনা আপনি বড় আস্‌বে।

মা, তুমি চিন্তিত হয়ো না। বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে। কাঠ নেড়ে দিলে বেশী জ্বলে, সাপের মাথায় আঘাত লাগ্‌লে তবে সে ফণা ধরে" ইত্যাদি। যখন হৃদয়ের মধ্যে মহাযাতনা উপস্থিত হয়, চারিদিকে দুঃখের ঝড় উঠে, বোধ হয় যেন এ যাত্রা আলো দেখতে পাব না, যখন আশা ভরসা প্রায় ছাড়ে ছাড়ে, তখনই এই মহা আধ্যাত্মিক দুর্যোগের মধ্য হইতে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম-জ্যোতি স্ফূর্ত্তি পায়। ক্ষীরননী খেয়ে, তূলোর উপর শুয়ে, এক ফোঁটা চোখের জল কখনও না ফেলে কে কবে বড় হয়েছে, কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছেন? কাঁদ্‌তে ভয় পাও কেন? কাঁদ। কেঁদে কেঁদে তবে চোখ

সাফ হয়, তবে অন্তর্দৃষ্টি হয়, তবে আস্তে আস্তে মানুষ জন্তু গাছপালা দূর হয়ে তার জায়গায় সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়।

তখন—

"সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।"

ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥"

সর্ব্বত্র সমানভাবে বিদ্যমান ঈশ্বরকে জানিয়া নিজে আর নিজেকে হিংসা করেন না (অর্থাৎ সবই তিনি); তখনই পরমাগতি প্রাপ্ত হন।৮

সদা শুভাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ